NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিশ্ব প্যারামেডিকেল দিবস পালনের গুরুত্ব

কাটমানি না মেলায় কন্যাশ্রীর ফর্মে কারচুপির অভিযোগ ৬

কলকাতা ১২ জুলাই ২০২৪ ২৭ আষাঢ় ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.7.2024, Vol.18, Issue No. 33 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

সুপ্রিমে স্থগিত নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই: ২০২৪ স্নাতক স্তরে ডাক্তারির অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-ইউজির প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত মামলার শুনানি আপাতত স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, আগামী ১৮ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। সেই সঙ্গে তিন বিচারপতির বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, নিট-ইউজির আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) এবং কেন্দ্র হলফনামা দিয়ে যে মতামত জানিয়েছিল, তা এখনও মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ পায়নি। বৃহস্পতিবার শুনানি পর্বে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তরফে শীর্ষ আদালতকে জানানো হয়, ২০২৪-এর নিট-ইউজির প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। তবে একেবারেই স্থানীয় স্তরে! সমাজমাধ্যমে কোনও প্রশ্ন ছড়িয়ে পড়েনি। নিট-ইউজিতে প্রশ্নফাঁসকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে দেশজুড়ে। প্রশ্ন বিক্রির অভিযোগে কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করেছে তদন্তকারী কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই। এই আবহে ২০২৪-এর নিট-ইউজি বাতিলের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা হয়েছে। সেই মামলাতেই এই দাবি করে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। এনটিএ-র তরফে ৬ জুলাই থেকে কাউন্সেলিং শুরুর কথা থাকলেও শীর্ষ আদালতের নির্দেশে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই বৃহস্পতিবার সিবিআইয়ের হলফনামা বিষয়টিকে লঘু করার চেষ্টা কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। এই মামলায় আগেই কেন্দ্রের তরফে হলফনামা দিয়ে শীর্ষ আদালতে জানানো হয়েছিল, পরীক্ষা বাতিল করার কোনও যুক্তি নেই। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের যুক্তি ছিল, পুরো পরীক্ষা বাতিল হলে লক্ষ লক্ষ সৎ পরীক্ষার্থী বিপদে পড়বেন। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতের কাছে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে কাউন্সেলিং চালুর অনুমতি চাওয়া হয়েছে। কিন্তু মামলার শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় এ বিষয়ে অনিশ্চয়তা রইল বলেই ধরা হচ্ছে।

নিট পরীক্ষার্থীদের আশ্বাস কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই: নিট পরীক্ষার্থীদের নিজের বাসভবনে ডেকে আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার জন্য যাতে পাঠপ্রক্রিয়ায় সময় নষ্ট না হয়, সরকার তা নিশ্চিত করবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর আশ্বাস, কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় দেরি হলেও প্রাতিষ্ঠানিক ক্যালেন্ডারে তার প্রভাব পড়বে না। নিট সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলছে সুপ্রিম কোর্টে। কাউন্সেলিংও তাই আটকে রয়েছে। চলতি বছরের নিট বাতিলের দাবি উঠেছে। আবার পরীক্ষার আয়োজনের আবেদন নিয়ে একাধিক মামলা হয়েছে শীর্ষ আদালতে। তার মাঝেই বৃহস্পতিবার কয়েক জন নিট পরীক্ষার্থীকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র। তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষণ কথা বলেন তিনি। পরীক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগ, সমস্যার কথা শোনেন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকেই। সেখানেই পড়ুয়াদের তিনি আশ্বাস দিয়েছেন বলে খবর।

একদিনে বাজ পড়ে মৃত ৩৭

লখনউ, ১১ জুলাই: বজ্রপাতে উত্তরপ্রদেশে একদিনে ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাজ পড়ে শুধু প্রতাপগড় জেলায় মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। গত কয়েক দিন ধরেই বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে দুর্যোগ শুরু হয়েছে। তাতেই একদিনে ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।

গ্রেপ্তার আরও এক

পাটনা, ১১ জুলাই: পাটনা থেকে নিট প্রশ্নফাঁসকাণ্ডের আরও এক চক্রীকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। ধৃতের নাম রাকেশ রঞ্জন। সিবিআই সূত্রের খবর, নিট কেলেঙ্কারির ঘটনায় রাকেশ অন্যতম চক্রী।

আড়িয়াদহ ভিডিও বিতর্কে অভিযোগ খারিজ রাজ্যের

স্থানীয়দের হাতে আইন তুলে নেওয়া নিয়ে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় দেখা গিয়েছিল, তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ তাজিমুল হক ওরফে ‘জেসিবি’ এক যুগলকে রাস্তায় ফেলে পেটাচ্ছেন। এরপরই উত্তর ২৪ পরগনার আড়িয়াহের ক্লাবে এক জনকে চ্যাংদোলা করে পেটানোর ভিডিয়ো নিয়ে তোলপাড় হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। যে ঘটনায় নাম জড়িয়েছে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হওয়া আর এক তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ জয়ন্ত সিংয়ের। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, স্থানীয় স্তরে পুলিশ কি নিষ্ক্রিয়? কী ভাবে স্থানীয়েরা আইন হাতে তুলে নিয়ে নিজেদের মতো বিচার করছে? বৃহস্পতিবার এই প্রশ্নেই রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইন শৃঙ্খলা) মনোজ বর্মা বলেছেন, ‘ঠিকই। এটা একটা ইস্যু। এ বিষয়ে আমরা আমাদের ফিল্ড অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা দিয়েছি।’ তবে এত অপরাধমূলক কাজে যার নাম জড়িয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলেই অভিযোগ। তবে রাজ্য সরকারের তরফে সে অভিযোগ খারিজ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এডিজি আইনশৃঙ্খলা সাফ জানান, জয়ন্ত পুরনো গুন্ডা। আগেও তাকে একাধিকবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গণপিটুনি এবং সালিশি সভা রুখতে বিবিধ পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে জেলায় জেলায়। মূলত পুলিশের যে অংশ টহল দেয়, সিভিক ভলান্টিয়ারদের যে অংশ এলাকায় নজরদারি চালায়, তাদের এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এলাকার পুজো কমিটি, ক্লাব, মাদ্রাসাগুলিকেও ব্যবহার করার করার ভাবনা রয়েছে পুলিশমহলে। আড়িয়াদহের ঘটনা প্রসঙ্গে মনোজ আরও বলেন, ‘ভাইরাল ভিডিয়োয় যাদের দেখা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে ছ’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের চিহ্নিত করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই তারাও গ্রেপ্তার হবে।’

মনোজের সঙ্গেই বৃহস্পতিবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আড়িয়াদহের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় ব্যাখ্যা করেন। আলাপন বলেন, ‘এক, আড়িয়াদহের ঘটনা ২০২১ সালের মার্চের। দুই, নিগৃহীত ব্যক্তি পুরুষ। এবং তিন, এই নিয়ে জয়ন্ত সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পাঁচ বার। ২০১৬ থেকে এ পর্যন্ত তাকে বারংবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’ অনেকের মতে, আলাপন বোঝাতে চেয়েছেন, জয়ন্ত সম্পর্কে ‘পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার’ যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা ঠিক নয়।

উল্লেখ্য, কোনও কোনও অংশ থেকে বলা হয়েছিল, আড়িয়াদহ তালতলা ক্লাবে চ্যাংদোলা করে যাঁকে পেটানো হয়েছিল, তিনি মহিলা। কিন্তু আলাপন জানিয়েছেন, পুলিশ তদন্ত করে দেখেছে, নিগৃহীত পুরুষ। তবে যে কোনো লিঙ্গের ব্যক্তির নিগ্রহই নিন্দার বলে মন্তব্য করেছেন আলাপন। পাশাপাশিই তিনি বলেছেন, ‘উপনির্বাচনের সময়ে পুরনো একটি ঘটনার লিঙ্গপরিচয় বিকৃত করে যে ভাবে অপপ্রচার করা হয়েছে, তাতে রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন।’

পুরনো ভিডিয়ো: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ছিল বুধবার। তার ৭২ ঘণ্টা আগে থেকে ‘পুরনো’ ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এনে তৃণমূলের ভোটারদের উপর ‘নেতিবাচক’ প্রভাব তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল বলে মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে মুম্বই রওনা হওয়ার আগে বিমানবন্দরে এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কাঠগড়ায় তুলেছেন বিজেপি এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশকে। বিমানবন্দরে মমতা বলেন, ‘উপনির্বাচনে তৃণমূলকে ড্যামেজ করতেই ৭২ ঘণ্টা আগে থেকে পুরনো ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।’ নির্দিষ্ট করে কোনও ভিডিয়োর কথা না বললেও মনে করা হচ্ছে, আড়িয়াদহের ক্লাবঘরে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ জয়ন্ত সিং এবং তাঁর বাহিনীর যে কীর্তি প্রকাশ্যে এসেছে, মুখ্যমন্ত্রী তার দিকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। মমতা এ-ও বলেছেন, ‘ওই ঘটনা ২০২১ সালের। তখন ওখানে এমপি ছিলেন অর্জুন সিং।’ অর্জুন-অনুগামীদের অবশ্য বক্তব্য, আড়িয়াদহ কামারহাটির অন্তর্গত। আর কামারহাটি পড়ে দমদম লোকসভার মধ্যে। অর্জুন ছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ। তা হলে কী ভাবে অর্জুনের নাম বলা হচ্ছে? বৃহস্পতিবার সকালেই জয়ন্তের ‘ছায়াসঙ্গী’ লাল্টুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মমতা এ-ও বলেন, ‘উপনির্বাচনে একটা বুথে কী হয়েছে, সেটাকে বড় করে দেখানো হচ্ছে। বাকি জায়গায় শান্তিপূর্ণ ভাবে যে মানুষ ভোট দিয়েছেন, তা দেখানো হচ্ছে না।’

আম্বানিপুত্রের বিয়েতে যোগ দিতে মুম্বইয়ে মমতা

পাওয়ার-উদ্ধবদের সঙ্গে রয়েছে রাজনৈতিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আম্বানিদের আমন্ত্রণে দুদিনের সফরে মুম্বই গিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেখানে শুধুই বিয়েবাড়ির আমন্ত্রণ রক্ষা নয়, একগুচ্ছ রাজনৈতিক কর্মসূচিও রয়েছে তাঁর। বৃহস্পতিবার দুপুরে মুম্বই উড়ে যাওয়ার আগে দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বিস্তারিত সূচি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। শুক্রবার, অনন্ত আম্বানি-রাধিকা মার্চেন্টের বিয়েতে যোগ দেওয়ার আগে সকালে উদ্ধব ঠাকরে ও শরদ পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বাইরে গেলে সাধারণত এক সফরে একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। দুদিনের মুম্বই সফরেও একাধিক রাজনৈতিক বৈঠক রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই অনুষ্ঠানের মাঝেই উদ্ধব ঠাকরে, শরদ পাওয়ার, অখিলেশ যাদবদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা সেরে নেবেন তিনি।

মুকেশ আম্বানির সঙ্গে দেখা করে পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। পালটা উত্তরীয় পরিয়ে মমতাকে স্বাগত জানান রিলায়েন্স কর্তা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, ‘আম্বানিরা অনেকবার আমাকে ছেলের বিয়েতে যাওয়ার জন্য বলছে। ছেলেও বলেছে, নীতাজিও বার বার বলেছেন। তা সত্ত্বেও আমি হয়ত যেতে পারতাম না। কিন্তু নিমন্ত্রণ তো, তাই সেখানে যাচ্ছি। তবে শুধু বিয়েবাড়িতেই যাব না, আমি উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছি। ভোটের পর থেকে ওঁর সঙ্গে আর দেখা বা কথা হয়নি কোনও। আর শরদজির বাড়িতেও যাব, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। তার পর বিকেলে অখিলেশও চলে আসবে, ওর সঙ্গেও কথা হয়ে যাবে। সন্ধেবেলা বিয়েবাড়ি অ্যাটেন্ড করে আমি পরশু (শনিবার) ফিরে আসব।’

১২ জুলাই মুম্বইয়ের জিও ওয়ার্ল্ডে মুকেশ ও নীতা আম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানির বিয়ের এলাহি আয়োজন। সেই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত বহু হেভিওয়েট, নামীদামি ব্যক্তিত্ব। যে তালিকায় রয়েছেন একাধিক রাজনৈতিক নেতা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থেকে উত্তরপ্রদেশের অখিলেশ যাদব, আম্বানি পরিবারের আমন্ত্রণ পেয়েছেন সকলে। আর এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মুম্বই যাচ্ছেন প্রায় সকলেই।

লোকসভা নির্বাচনের পরে প্রথম শাহি-সাক্ষাৎ শুভেন্দুর

রাজ্যকে নিয়ে নালিশ, কথা নির্মলার সঙ্গেও

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই: লোকসভা নির্বাচনের ফলঘোষণা হয়েছে ৪ জুন। তার এক মাসেরও বেশি পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। শাহের দিল্লির বাসভবনে বৃহস্পতিবার তাঁদের প্রায় ৪৫ মিনিট কথাবার্তা হয়েছে বলে নিজের এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন শুভেন্দু। কী নিয়ে কথা হয়েছে, তা-ও জানিয়েছেন। চোপড়া থেকে কামারহাটিকাণ্ড নিয়ে শাহকে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন তিনি। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যে সব গণপিটুনির ঘটনা সামনে এসেছে, তার ভিডিয়ো ফুটেজও শাহকে দিয়েছেন শুভেন্দু। তবে এ ছাড়া কী কী আলোচনা হয়ে থাকতে পারে, তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে বিজেপির মধ্যে। এদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সঙ্গেও দেখা করেন শুভেন্দু। সেই সাক্ষাতের কথা এক্স হ্যান্ডলে পোস্টও করে তিনি লিখেছেন, রাজ্যে কিভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে উন্নয়নমূলক ও কল্যাণমূলক তহবিলের অপব্যবহার করা হচ্ছে তা তিনি তুলে ধরেছেন।

বজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কেন্দ্রের প্রতিমন্ত্রী হওয়ায় বিভিন্ন বৈঠকে থাকলেও আলাদা করে এখনও পর্যন্ত দিল্লি বা কলকাতায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের কোনও বৈঠক হয়নি। এর মধ্যে মোদির শপথ এবং অন্যান্য সময়ে শুভেন্দু দিল্লি গেলেও কোনও শীর্ষনেতার সঙ্গে তিনি আলাদা করে বৈঠক করেননি। ফলে বৃহস্পতিবারের শাহ-শুভেন্দু আলোচনা বিজেপির কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে ভোটের ফল বা অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে শাহের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন কি না, তা অবশ্য শুভেন্দু জানাননি। এখন দিল্লিতেই রয়েছেন সুকান্ত। মন্ত্রকের কাজে রাজধানীতে গেলেও শীর্ষ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর কোনও সাক্ষাতের কর্মসূচি নেই বলেই রাজ্য বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে। সুকান্ত মন্ত্রী হওয়ায় রাজ্যে বিজেপির সভাপতি বদল হওয়ার সম্ভাবনা। বিজেপি শিবিরের দাবি, সে সব নিয়ে কথা বলতে আদৌ যাননি শুভেন্দু। তবে সাংগঠনিক কিছু বিষয় নিয়ে তিনি কথা বলে থাকতে পারেন। কারণ, ফল আশানুরূপ না হওয়ার পরে বিজেপির বিভিন্ন মহল থেকে শুভেন্দুর দিকে আঙুল তোলা হয়েছে। শুভেন্দু জানিয়েছেন, মূলত রাজ্যে ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাস নিয়ে খোঁজ নিয়েছেন শাহ। আক্রান্তদের খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি সম্পূর্ণ সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। একই সঙ্গে শুভেন্দু জানিয়েছেন, তিনি একটি ‘ইউএসবি ড্রাইভ’ শাহকে দিয়েছেন। সেখানে চোপড়ায় তৃণমূল নেতার হাতে এক যুগলের লাঞ্ছিত হওয়ার ভিডিয়ো রয়েছে। এ ছাড়াও কোচবিহারে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সদস্যার উপরে নির্যাতন থেকে বাঁকুড়ার গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের বোমা হাতে ঘুরে বেড়ানোর ভিডিয়োও রয়েছে। আড়িয়াদহে সম্প্রতি চোর সন্দেহে এক পুরুষ ও মহিলার উপরে তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীর অত্যাচারের কথাও শাহকে জানিয়েছেন শুভেন্দু। দিয়েছেন সেই ভিডিয়োও।

শুভেন্দুর বক্তব্য, চোপড়ার ‘জেসিবি’ থেকে কামারহাটির জয়ন্ত সিং সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। শাহ মন দিয়ে শুনেছেন এবং কেন্দ্রের তরফে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। চার কেন্দ্রে উপনির্বাচন মেটার পরে আন্দোলনে নামা হবে বলে আগেই বিজেপির তরফে জানিয়েছিলেন সুকান্ত। তার ঠিক আগে শাহ-শুভেন্দু সাক্ষাৎ। সেখানে কী ধরনের আন্দোলন করা হবে, তা নিয়েও আলোচনা হয়ে থাকতে পারে বলে বিজেপির অনেকে মনে করছেন।

ডোমজুড় ডাকাতিকাণ্ড

ধৃত ‘মহিলা গোল্ডেন কাকু’ ওরফে ‘চাচি’

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত জুন মাসে হাওড়ার ডোমজুড়ে সোনার দোকানে ভয়াবহ ডাকাতি-কাণ্ডে বিহার থেকে ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডে এনে বৃহস্পতিবার হাওড়া আদালতে তোলা হয়েছে। যার মধ্যে ঘটনার মূল চক্রী ধৃত আশা দেবী ওরফে ‘চাচি’ এবং অলোক কুমার পাঠক রয়েছে। গত ১১ই জুন হাওড়ার ডোমজুড়ে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতির তদন্তে নেমে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এবং বিহার এসটিএফ এক মহিলা-সহ চার জনকে গ্রেপ্তার করে। বিহারের বেগুসরাই থেকে বৃহস্পতিবার তাদের মধ্যে ২ জনকে (আশা দেবী এবং অলোক কুমার পাঠক) ট্রানজিক্স রিমান্ডে হাওড়ায় নিয়ে আসা হয়।

যদিও ডাকাতির ঘটনায় ‘গোল্ডেন ডাকু’ নামে সুবোধ-এর নাম উঠে আসে। যদিও তদন্তের মাধ্যমে আধিকারিকরা জানতে পারেন, সুবোধ নন, ডোমজুড়ে ডাকাতিকাণ্ডের মূলচক্রী বিহারের ‘চাচি’। যাকে বৃহস্পতিবার এ রাজ্যে নিয়ে এসেছে হাওড়া সিটি পুলিশ। হাওড়ার ডাকাতিকাণ্ডে সুবোধ সিংয়ের নাম উঠে এসেছিল শুরুতে। সেই মতো ‘গোল্ডেন ডাকু’ সুবোধের ‘ডানহাত’ বিকাশ ঝায়ের খোঁজও করছিল পুলিশ। কিন্তু শেষমেশ দেখা গেল, মূলচক্রী এক মহিলা!

পুলিশ সূত্রে খবর, ‘চাচি’ বিহারের বাসিন্দা। ভাল নাম আশা মাহাতো। বৃহস্পতিবার তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে হাওড়ায় নিয়ে এসেছেন হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা। সম্প্রতি বিহারের বেউর জেল থেকে সুবোধকে এ রাজ্যে এনে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে সিআইডি। তখন থেকেই তদন্তকারীরা মনে করছিলেন, এ বার হয়তো ডোমজুড়ের ডাকাতিকাণ্ডের কিনারা করা সম্ভব হবে। সুবোধের সঙ্গী বিকাশের খোঁজে তাঁর ‘শাগরেদ’ রবীন্দ্র সাহানিকেও বিহার থেকে গ্রেপ্তার করে হাওড়ায় নিয়ে এসেছিল পুলিশ। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, ধৃতদের জেরা করেই চাচির নাম উঠে আসে। তার পর খোঁজখবর করে জানা যায়, এককালে সুবোধের গ্যাংয়ে মণীশ মাহাতো ওরফে ‘মুনিয়া’ নামে এক সদস্য ছিলেন। সেই মুনিয়াকে সুবোধের গ্যাং থেকে বার করে এনেছিলেন চাচিই। তাঁর বুদ্ধিতে মুনিয়া নিজের গ্যাং বানান। তদন্তে দেখা গিয়েছে, মুনিয়ার লোকেরা হাওড়া ডাকাতি করেছে।

গত ১১ জুন দিনে দুপুরে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটল হাওড়ার ডোমজুড়ে । দোকানের মালিকদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে চার দুষ্কৃতী সর্বস্ব লুট করে নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডাকাতির পর দলটি একাধিক বার ট্রেন বদলে বিহার পালিয়ে গিয়েছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ চাচি-সহ মোট পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণকুমার ত্রিপাঠী জানান, অনেক দিন থেকেই আসানসোলে ঘরভাড়া নিয়ে থাকছিলেন চাচি। ডাকাতিতে ব্যবহার হওয়া যে দু’টি বাইক উদ্ধার হয়েছে, সেই বাইক দু’টি তিনিই কিনে দিয়েছিলেন। গত মে মাসে তাঁরা চলে আসেন ডোমজুড়ের অঙ্কুরহাটি এলাকায়। সেখান থেকেই সোনার দোকানে রেকি শুরু হয়। ক্রেতা সেজে দোকানে গিয়েছিলেন চাচিই।’ এছাড়াও পুলিশ কমিশনার আরও জানান, ‘পাঁচ জনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সোনার গয়না উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে। এই ঘটনায় আরও যাঁরা জড়িত, তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হবে।’

কাঞ্চনজঙ্ঘা দুর্ঘটনাকাণ্ডে সাসপেন্ড রাঙাপানির স্টেশন মাস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় সাসপেন্ড করা হল রাঙাপানির স্টেশন মাস্টারকে। দুর্ঘটনার পর ১৯ জুন ক্লোজ করা হয় তাঁকে। রেল সূত্রে খবর, কর্তব্যে গাফিলতি ও তথ্য চেপে যাওয়ার অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছে স্টেশন মাস্টার নীরজ তিওয়ারিকে। এর আগে তিনজনকে সাসপেন্ড করা হয়। গত ১৭ জুন শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এনজেপি স্টেশন ছাড়ার পরই। এই ঘটনায় ১১ জন মারা যান। চিফ কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি নিজে তদন্ত শুরু করেন। এর আগে জয়েন্ট অবজারভেশন কমিটির রিপোর্টে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্যের ইঙ্গিত মিলেছিল। পেপার ক্লিয়ারেন্স সিগন্যাল দেওয়ার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কিছু ভুলের বিষয় উঠে এসেছিল। সেখানেই বলা হয়েছিল, রাঙাপানি স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের ভূমিকা যথাযথ ছিল না। চিফ লোকোমোটিভ ইন্সপেক্টর তিনিও রিপোর্টে হাতে লিখে তার মতামত জানান। সূত্রের খবর, চিফ লোকোমোটিভ ইন্সপেক্টর ওমপ্রকাশ শর্মা লেখেন, ‘ঘটনার দিন আরএনআই (রাঙাপানি) এবং সিএটি (চটের হাট) স্টেশনের মধ্যে সমস্ত স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল বিকল ছিল। বিশেষ করে রাঙাপানি স্টেশনের ডাউন লাইনের স্টার্টার এবং এডভ্যান্স স্টার্টার সিগন্যাল। সেক্ষেত্রে অ্যাবসলিউট ব্লক সিস্টেমে ট্রেন চালানো উচিত ছিল।’

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১০/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৯৬১ নং এফিডেভিট বলে Prabir Dutta ও P. K. Dutta S/o. Dulal Chandra Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৭০২ নং এফিডেভিট বলে Saumendu Mukherjee S/o. Mihir Mukherjee ও Soumendu Mukherjee S/o. A. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪১৮ নং এফিডেভিট বলে Tarun Kumar Banerjee S/o. Tarapada Banerjee ও Tarun Banerjee S/o. T. P. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Anjali Sarkar W/o- Sujit Sarkar residing at Vill- Senpur Nimtala Para P.O. Kalirhat P.S. Kotwali Dist. Nadia গত ২৪/০৬/২০২৪ তাং Executive Magistrate 1st Class Krishnagar Nadia কোর্টের Affidavit বলে Anjali Sarkar & Anjali Biswas এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ১০/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৩৫০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Numan Ahmed (old name) S/o. Late Md. Salim R/o. North Goala Para Road, Angus, Bhadreswar, Hooghly, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md Numan Ahmed (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Numan Ahmed & Md Numan Ahmed & Mohammad Numan Ahmed S/o. Late Md. Salim উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Qulsum Numan.

নাম-পদবী

গত ১১/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Shrikanta Dutta S/o. Goshtha Bihari Dutta ও Sreekanta Dutta S/o. G. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৮/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৭০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Mamoni Sardar D/o. Aswini Sardar ও Mamoni Sardar Kora W/o. Barun Kora residing at Nuniadanga, Boinchi, Pandua, Hooghly, 712134, W.B., past address- Halder Dighi, Nuniadanga, Boinchi, Pandua, Hooghly– 712134, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৮/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১২১৬৬ নং এফিডেভিট বলে Gopal Chandra Saha S/o. Bholanath Saha ও Gopal Saha S/o. B. N. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৯২৯ নং এফিডেভিট বলে Santanu Chatterjee S/o. Nirmal Kumar Chatterjee ও Chattopadhyay Shantanu S/o. Nirmal, Nirmal Chatterjee, Sh N. K. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৯৩০ নং এফিডেভিট বলে Sahanshah Mullick S/o. Siraj Mullick ও Sahanshah S/o. S. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৯২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Ajiphar Rahaman Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abdul Sahid Mondal ও S. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫৮ নং এফিডেভিট বলে Mrityunjoy Ghosh S/o. Shankar Ghosh ও Mritunjay Ghosh S/o. Lt. S. C. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

CHANGE OF NAME

I, Saurav Bhojnagarwala S/o Balkishan Bhojnagarwala, residing at 28/6A, Ramkrishna Samadhi Road, Kankurgachi, Kolkata-700 054 hereby inform the general public vide Affidavit number 1305 dated: 09/07/2024 before First Class Metropoliton Magistrate at Calcutta that I have changed my minor son's name from Avyukt to Avyukt Bhojnagarwala.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER

Sealed Tenders Invited By The Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIT NO- 03, MEMO No- 740/PAN/KGP-I/2024-25, Dated-10.07.2024.** For various schemes. Last date of application **15.07.2024 up to 12.30p.m.** For details please contact to the Office.

Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Shikarpur Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Shikarpur, Nadia. **NIET No.03/5thSFC/ Shikarpur/ 2024-25,** Last date of submission **30.07.2024 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan,
Shikarpur Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld District Delegate, Paschim Medinipur,
Probate Case No. 20/2023

শ্রী বিমান চন্দ্র কর .... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে অবগত করানো যাইতেছে যে, উক্ত কানাইলাল কর- একটি উইল করিয়া গিয়াছেন এবং দরখাস্তকারীকে একজিকিউটর নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। উইল মূলে প্রবেট গ্রহনের জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারী অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহা আগামী ইং ৩১/০৮/২০২৪ তারিখে স্বয়ং কিংবা কোন ভারপ্রাপ্ত উকিল বাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা আইনানুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে।

(ক) তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধানাথ করের বরাবর অর্পিত হইল।

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-সবং, মৌজা- দাঁতড়দা, জে.এল নং-১৬৭. খতিয়ান নং- ১৩-৯৬, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ২৬১, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৩২৩, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ২৫৮, জল ০.৫৫ ডেঃ বাস্তু ০৪ ডেঃ মধ্যে ০১ ডেঃ নয়ানজুলি ০.০৭৫ ডেঃ, মোট- ১.৬২৫ ডেঃ।
ঐ এলাকাধীন মৌজা-তালদা, জে. এল. নং-৩০৯, খতিয়ান নং- ১৮, ৯২, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-৫৯ দক্ষিণ তরফ ৬ ডেঃ মধ্যে কালা ২.৯৫০ ডেঃ।
ঐ দাগ মধ্যে দক্ষিণ তরফ ০১ ডেঃ মধ্যে ০.২০ ডেঃ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-৫৭ কালা দক্ষিণ তরফ ০১ ডেঃ মধ্যে ০.২০ ডেঃ ।
ঐ এলাকাধীন মৌজা-চাঁদকুড়ি, জে. এল. নং-১৬৯, এল. আর. খতিয়ান নং- ২৫৬/১, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং-৮১৮ জল দক্ষিণ তরফ-১ ডেঃ মধ্যে ১/৪ তাংশে০.২৫ ডেঃ।
ঐ এলাকাধীন মৌজা-নানকারনীল, জে.এল নং- ১৬৫, এল.আর. খতিয়ান নং-১৪১, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-৪০৯ জল ০.৪০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশ মধ্যে ০.১০ ডেঃ। আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-৪১০ জল ০১ ডেঃ মধ্যে ১/৫ অংশে ০.২০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ০.০৫ ডেঃ।
সর্ব মোট- ৫.৩৭৫ ডেঃ ।

(খ) তপশীল সম্পত্তির বিবরন

আমার পৌত্র রাজীব করের বরাবর অর্পিত হইল।

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- সবং, মৌজা- দাঁতড়দা বাটিটাকী, জে.এল নং- ৩১০, খতিয়ান নং-১৯/১, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৪২৫/৪২৬ জল ৫০ ডেঃ মধ্যে ১/৫ অংশে মধ্যে ১০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ২.৫ ডেঃ।
ঐ এলাকাধীন মৌজা-তালদা, জে. এল. নং- ৩০৯, এল. আর. খতিয়ান নং-১৮,৯২, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৪২ জঙ্গল ৯ ডেঃ মধ্যে ১/৩ অংশে পশ্চিম তরফ ৩ ডেঃ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-২৫৫ জল ৪২ ডেঃ মধ্যে পূর্বাংশে ২৮ ডেঃ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-৫৪ পুকুর ৪.৪০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ১.১০ ডেঃ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৫ ডোবা ০.৮০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ০.২০ ডেঃ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-৬৫ পুকুর ২.২০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ০.৫৫ ডেঃ ঐ এলাকাধীন মৌজা- বোনাই, জে. এল. নং-৩৩৬, এল. আর. খতিয়ান নং-১০১, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৪৫ জল ৩২ ডেঃ মধ্যে ১৫ ডেঃ মোট- ৫০.৩৫ ডেঃ

(গ) তপশীল সম্পত্তির বিবরন

আমার দ্বিতীয় পুত্র সঞ্জীব নারায়ন করের বরাবর অর্পিত হইল।

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-সবং, সবং- মৌজা- দাঁতড়দা, জে.এল নং১৬৭, এল. আর. খতিয়ান নং-১৩, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং- ৩২৩ বাস্তু ৪০ ডেঃ মধ্যে ০৪ ডেঃ ১/৪ অংশে ০১ ডেঃ ঐ এলাকাধীন মৌজা- তালদা, জে. এল. নং- ৩০৯, খতিয়ান নং-১৮ ও ৯২, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-৫৯ কালা ০৬ ডেঃ মধ্যে উত্তরাংশে ৩ .০৫০ ডেঃ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৬৪ কালা ০৭ ডেঃ মধ্যে দক্ষিণাংশে ০.৩০০ ডেঃ ঐ এলাকাধীন মৌজা-চাঁদকুড়ি, জে. এল. নং- ১৬৯, খতিয়ান নং- ২৫৬/১, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-৮১৮ জল দক্ষিণ তরফ ০.১ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ০.২৫ ডেঃ।
ঐ এলাকাধীন মৌজা- নানকারনীল, জে. এল. নং- ১৬৫, এল. আর. খতিয়ান নং-১৪১, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-৪০৯ জল ০.৪০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ০.১০ ডেঃ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-৪১০ জল ০.২০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ০.০৫ ডেঃ মোট-৪.৭৫০ ডেঃ।

(ঘ) তপশীল সম্পত্তির বিবরন

আমার পৌত্র শুভদীপ কর-এর বরাবর অর্পিত হইল।

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-সবং, মৌজা- তালদা, জে.এল নং- ৩০৯. এল. আর. খতিয়ান নং- ১৮ ও ৯২, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৫৪ পুকুর ৪.৪০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ১.১০ ডেঃ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-৫ ডোবা ০৪ ডেঃ মধ্যে ১/৫ অংশে ০.৮০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ০.২০ ডেঃ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-৬৫ পুকুর ২.২০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ০.৫৫ ডেঃ ঐ এলাকাধীন মৌজা- দাঁতড়দা বাটিটাকী, জে. এল. নং- ৩১০, খতিয়ান নং- ১৬ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-২৬৮ জল ৫৬ ডেঃ মধ্যে দক্ষিণ তরফ ২৮ ডেঃ মধ্যে পুত্রের ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া ১২ ডেঃ ও আমার নিজাংশ ১৬ ডেঃ মোট ২৮ ডেঃ এল. আর. খতিয়ান নং- ১৯/১ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৪২৫/৪২৬ জল ৫০ ডেঃ মধ্যে পুত্রের ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত ১০ ডেঃ ১/৪ অংশে ২.৫ ডেঃ এলাকাধীন মৌজা- তালদা, জে. এল. নং- ৩০৯, খতিয়ান নং- ১৮ ও ৯২, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৪২ জঙ্গল ৯ ডেঃ মধ্যে ১/৩ অংশে পূর্বাংশে ০৩ ডেঃ মৌজা- তালদা, জে. এল. নং- ৩০৯, খতিয়ান নং- ১৮ ও ৯২, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ২৮ জল পূর্বাংশে ২৩ ডেঃ মধ্যে দক্ষিণাংশে ১০ ডেঃ মোট- ৪৫.৩৫ ডেঃ।

(ঙ) তপশীল সম্পত্তির বিবরন

আমার তৃতীয় পুত্র অজয় কুমার কর-এর বরাবর অর্পিত হইল।

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মৌজা-তালদা, জে.এল নং- ৩০৯, আর. এস. খতিয়ান নং- ১৮ ও ৯২, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-৬৪ কালা ০৭ ডেঃ মধ্যে দক্ষিণ তরফ ৩০০ বর্গলিং বাদে উত্তর তরফ ৩.৩৫০ ডেঃ।
ঐ এলাকাধীন মৌজা- দাঁতড়দা, জে. এল. নং- ১৬৭, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৩ ও ৯৬ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৩২৩ বাস্তু ৪০ ডেঃ মধ্যে ০১ ডেঃ, আর. এস. ও এল.আর. দাগ নং- ২৬১ জল ২০০৩ সালে ১৫৭ নং দলিলে পাঁচ ভ্রাতার খরিদা ৫.৫০ ডেঃ মধ্যে ১/৫ অংশে ১.১০ ডেঃ মধ্যে ১/২ অংশে ০.৫৫ ডেঃ, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ২৫৮ নয়ানজুলি ০.৭৫ ডেঃ মধ্যে ১/৫ তাংশে ০.১৫ ডেঃ মধ্যে ১/২ অংশে ০.০৭৫ ডেঃ।
ঐ এলাকাধীন মৌজা - চাঁদকুড়ি, জে. এল. নং- ১৬৯, এল. আর. খতিয়ান নং- ২৫৬/১ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৮১৮ জল দক্ষিণ তরফ ০১ ডেঃ মধ্যে ১/৪ তাংশে ০.২৫ ডেঃ।
ঐ এলাকাধীন মৌজা- নানকারনীল, জে. এল. নং- ১৬৫, এল. আর. খতিয়ান নং- ১৪১ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৪০৯ জল ০.৪০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ০.১০ ডেঃ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৪১০ জল ০.২০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ তাংশে ০.০৫ ডেঃ। মোট- ০.১৫ ডেঃ।
ঐ এলাকাধীন মৌজা- তালদা, জে. এল. নং- ৩০৯, এল, আর. খতিয়ান নং- ১৮ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ২৯১ জল ২৬.৫ ডেঃ মধ্যে পশ্চিম তরফ ১৩.৫ ডেঃ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ২৬ জল ২৯ ডেঃ মধ্যে পশ্চিম তরফ ১০ ডেঃ এল. আর. খতিয়ান নং- ১৮ ও ৯২ আর.এস. ও এল. আর. দাগ নং-৪২ জঙ্গল ০৯ ডেঃমধ্যে ১/৩ অংশে মধ্যম অংশ ০৩ ডেঃ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৫৪ পুকুর ৪.৪০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ১.১০ ডেঃ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৫ ডোবা ০৪ ডেঃ মধ্যে ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত ১/৫ অংশে ০.৮০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ০.২০ ডেঃ, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৬৫ পুকুর ১১ ডেঃ মধ্যে ১/৫ অংশে ২.২০ ডেঃমধ্যে ১/৪ অংশে ০.৫৫ ডেঃ
ঐ এলাকাধীন মৌজা- দাঁতড়দা বাটিটাকী, জে. এল. নং- ৩১০, এল. আর. খতিয়ান নং- ১৯/১ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৪২৫/৪২৬ জল ১০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ তাংশে ২.৫ ডেঃ ঐ এলাকাধীন মৌজা বোনাই, জে. এল. নং-৩৩৬, এল. আর. খতিয়ান নং- ১০১ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৪৫ জল ৩২ ডেঃ মধ্যে পশ্চিম তরফ ১৭ ডেঃ মোট- ৫৩.২২৫ ডেঃ।

(চ) তপশীল সম্পত্তির বিবরন

আমার চতুর্থ পুত্র সুজয় কুমার কর-এর বরাবর অর্পিত হইল।

মৌজা- দাঁতড়দা, জে.এল নং- ১৬৭, আর. এস. খতিয়ান নং- ১৩. আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৩২৩ বাস্তু ৪০ ডেঃ মধ্যে ০৪ ডেঃ মধ্যে ০১ ডে মৌজা- তালদা, জে. এল. নং- ৩০৯, খতিয়ান নং- ১৮ ও ৯২, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-৬৪ কালা ০৭ ডেঃ মধ্যে উত্তর তরফ ৩.৩৫০ ডেঃ ঐ এলাকাধীন মৌজা- চাঁদকুড়ি, জে. এল. নং-১৬৯, এল. আর. খতিয়ান নং- ২৫৬/১, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৮১৮ জল দক্ষিণ তরফ ০১ ডেঃ মধ্যে ১/৪ তাংশে ০.২৫ ডেঃ।
ঐ এলাকাধীন মৌজা- নানকারনীল, জে. এল. নং- ১৬৫, এল. আর. খতিয়ান নং- ১৪১, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৪০৯ জল ০.৪০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ০.১০ ডেঃ, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৪১০ জল ০.২০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ০.০৫ ডেঃ অত্র মৌজায় মোট- ০.১৫ ডেঃ। মোট- ৪.৭৫০ ডেঃ

(ছ) তপশীল সম্পত্তির বিবরন

আমার পৌত্র সৌম্যদীপ কর-এর বরাবর অর্পিত হইল।

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- সবং- মৌজা- তালদা, জে.এল নং- ৩০৯, এল. আর . খতিয়ান নং- ১৮ ও ৯২, ভার. এস. ও এল. আর. দাগ নং-৫৪ পুকুর ২২ ডেঃ মধ্যে ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত ৪.৪০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ১.১০ ডেঃ, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৫ ডোবা ০৪ ডেঃ মধ্যে ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত ১/৫ অংশে ০.৮০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ০.২০ ডেঃ, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৬৫ পুকুর ১১ ডেঃ মধ্যে ১/৫ অংশে ২.২০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ০.৫৫ ডেঃ, এমতে সম্পত্তির মোট- ১.৮৫ ডেঃ।
ঐ এলাকাধীন মৌজা- বোনাই, জে. এল. নং- ৩৩৬, এল. আর. খতিয়ান নং- ১০১ আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৪০ জল ৮০ ডেঃ মধ্যে পূর্ব তরফ ১২ ডেঃ।
ঐ এলাকাধীন মৌজা- দাঁতড়দা বাটিটাকী, জে. এল. নং- ৩১০, এল. আর. খতিয়াননং - ১৬, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ২২৫ জল ২৮ ডেঃ মধ্যে উত্তর তরফ ০৮ ডেঃ এল. আর. খতিয়ান নং- ১৯/১, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৪২৫/৪২৬ জল ৫০ ডেঃ মধ্যে ১/৫ অংশে ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত ১০ ডেঃ মধ্যে ১/৪ অংশে ২.৫০ ডেঃ। মোট- ১০.৫০ ডেঃ।
ঐ এলাকাধীন মৌজা-তালদা, জে. এল. নং- ৩০৯, এল. আর. খতিয়ান নং-১৮ আর. এস. ও এল. আর. দাগ- ৬ ডাঙা পুরাতন পতিত ১৯ ডেঃ মধ্যে দক্ষিণ তরফ ৩.৮০ ডেঃ। আর. এস. ও এল. আর. দাগ- ২৯১ দাগেজল ২৬ .৫ ডেঃ মধ্যে পূর্ব তরফ ১৩ ডেঃ আর. এস. ও এল. আর. দাগ- ২৫৫ জল ৪২ ডেঃ মধ্যে পশ্চিম তরফ ১৪ ডেঃ। মোট- ৫৫ .১৫ ডেঃ। সর্ব মোট- ২১৮.৯৫ ডেঃ

অনুমত্যানুসারে
Tapas Ranjan Chakraborty
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট, পশ্চিম মেদিনীপুর
২৮/০৬/২০২৪

DECLARATION

Before the Executive Magistrate, Purba Bardhaman.
Affidavit.

I, **Naba-Kumar Patra** S/o Bhaskar Patra aged about 56 years by faith Hindu residing at Vill+ P.O. Ratra, P.S. Indus, Dist- Bankura, Pin- 722201, W.B. do hereby solemnly affirm and declare as follows :-
1. That I am a bonafide citizen of India by births **2.** That I have purchased the land Vide **Registered Deed No. 01442 for the year 2013** Volume No.6 from **i**) Nihar Mitra **ii**) Sibani Mitra, **iii**) Kalyani Sarkar **iv**) Banani Ghosh Choudhury **v**) Debjani Kar & **vi**) Milon Mitra all are S/O & D/O Late Sailendra Mitra. **3.** That the Plot No.3313, 3204, 3724 Mouza- Kharshi, was a owner of and record in the name Deceased Sailendra Mitra and previous Deed No.00006 for the year 2010 and Volume No.1. **4.** That the above noted persons are the legal heirs of deceased Sailendra Mitra. **5.** That Swearing this affidavit at Burdwan Court required for record in the name from the competent authority. That the above noted statements are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- Nabakumar Ghosh
Dt. 09.07.24 **Declarant**
Identified by me
M. A. Ahad
Advocate
Burdwan Court, W.B. 1072/75

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী, মোকাম-চুঁচুড়াস্থিত
জেলা জজ আদালত
২০১৭ সালের ৫৬ নং মিস আপীল
শ্রী দেবদাস ঘোষ ...আপীলেন্ট
-বনাম-
ফিরোজা বেগম দীং ..রেসপনডেন্ট

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, সাং-বেনীপুর, পোঃ- ত্রিবেনী, থানা-মগরা, জেলা-হুগলী নিবাসী সেখ সাহের আলির স্ত্রী ফিরোজা বেগম ও জেলা নর্থ ২৪ পরগনা, থানা- টিটাগড়, পোঃ- বেঙ্গল এনামেল ফ্যাক্টারীর অধীনে বাবোনপুর নিবাসী সেখ রওশন আলীর স্ত্রী- রিজিয়া খাতুনকে জানানা যাইতেছে যে, আপীলেন্ট তাহাদের বিরুদ্ধে উক্ত নম্বর মিস আপীল দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় যদি আপনাদের কিছু বক্তব্য থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনারা স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত কাহারো দ্বারা উক্ত আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমা আইন মোতাবেক নিস্পত্তি হইবে।

আপীলেন্টের পক্ষে
শ্রী অশোক কুমার ব্যানার্জ্জী
আইনজীবী

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদার
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর
ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত।
J. Misc No. 52/2023 সাল
R.No. 257/2023 সাল

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর সবং থানার অর্ন্তগত দেহাটি গ্রামীন সম্মিলিত সেবায়তন ট্রাষ্ট্র ১) শীতলা মাতা ঠাকুরানী ২) শ্রী শ্রী দুর্গা মাতা ঠাকুরানী, ৩) শ্রী শ্রী চন্ডীমাতা ঠাকুরানীর পক্ষে সম্পাদক শ্রী শংকর প্রসাদ দাঁ পোদ্দার

......দরখাস্তকারী।

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অর্ন্তগত দেহাটি গ্রামের গ্রামবাসী ও সবর্বসাধারনের আরাধ্য দেবতা শ্রী শ্রী শীতলা মাতা ঠাকুরানী, শ্রী শ্রী দুর্গামাতা ঠাকুরানী ও শ্রীশ্রী চন্ডীমাতা ঠাকুরানী পক্ষে সম্পাদক শ্রী শংকর প্রসাদ দাঁ পোদ্দার পিতা-৺দিবাকর দাঁ মহাশয় নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা মন্দির নির্ম্মান করিবার প্রার্থনায় উক্ত আদালতে উক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার ও আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিল বাবু গনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। নতুবা অধিন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরনঃ-

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- সবং, মৌজা- দেহাটি, জে.এল.নং ৩১৯,
এল.আর. খতিয়ান নং ৮৭

দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
২৬৮	কালা	৬০ ডেঃ

খতিয়ান নং ২১৮

দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
৩০৬	জল	২৭ ডেঃ
৫৩	জল	৭.৪৪ ডেঃ
৫৪	জল	4.৪৮৫ ডেঃ
৫৪/৬০১	জল	১.১ ডেঃ

অনুমত্যানুসারে
বিভাস মন্ডল
তাং- ২৯.০৬.২৪ সেরেস্তাদার
পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ ই জুলাই । ২৭ শে আষাঢ়, শুক্রবার। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা, বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ পাদ দোষ, ১২/৩৩ পরে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দোল পূর্ণিমা মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধব র সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন, যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধূরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে বিল্বপত্র প্রদান করুন পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২০৬৫৯।

হকার নিয়ে সমীক্ষার প্রাথমিক কাজ শেষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহানগরী কলকাতায় হকার সমীক্ষার প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। পয়লা জুলাই থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। মাত্র ১০ দিনের মধ্যেই হকার সমীক্ষার প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। পুর নিগমের টাউন ভেন্ডিং কমিটি ও কলকাতা পুলিশ যৌথভাবে গড়িয়াহাট, ধর্মতলা, নিউমার্কেট, হাতিবাগান-সহ শহরের নানা অংশে প্রাথমিক কাজ শেষ করে ডিজিটাল তথ্য যাচাই করছেন। ৭ হাজারের বেশি তথ্য ডিউজিটালি নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হকারদের আধার নম্বর, ছবি-সহ শহরের কোন অংশে কতটা জায়গা জুড়ে তাঁরা ব্যবসা করছেন, এই সমস্ত তথ্যই নথিভুক্ত করা হচ্ছে। প্রাথমিক এই সমীক্ষার রিপোর্ট জমা পড়বে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কাছে। উল্লেখ্য, সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করতে নির্দেশিকা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মূলত শহর এলাকাগুলিকে টার্গেট করে নির্দেশিকা দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। আর সেইমতো উদ্যোগী হয়েছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। সোমবার একটি ভিডিও কনফারেন্স থেকে পুর আধিকারিকদের একগুচ্ছ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আগামী সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে হকারদের সমস্ত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। সাধারণ মানুষের সমস্যার দ্রুত সমাধানের উপর সবসময় বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই প্রশাসনিক বৈঠক করে তিনি একাধিক উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছেন। সরকারি জায়গা বা ফুটপাত বেদখল এবং হকারদের বেআইনি দোকানপাট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ক্ষোভ গোপন করেননি। এই সংক্রান্ত এক বৈঠক থেকে একাধিক নির্দেশিকাও দিয়েছিলেন মমতা। তারপর সংশ্লিষ্ট দপ্তর উপযুক্ত পদক্ষেপও শুরু করেছে। বিভিন্ন পুরসভা বা গ্রামীণ এলাকায় সরকারি জায়গা দখল করে গড়ে-ওঠা নির্মাণ ভেঙে ফেলারও কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। চলছে বুলডোজারও! আর এই পরিস্থিতিতেই রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে শহরের হকারদের নথি সংগ্রহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করলেন পূর্বাঞ্চলীয় রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ কে দেওয়াসকর। একইসঙ্গে তিনি হুইল শপ, হালিশহর স্টোর ডিপোট এবং ট্রেসর ডুভ হেরিটেজ মিউজিয়ামও ঘুরে দেখেন।

কাশিপুর গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার কাশিপুর গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠ। বুধবার সন্ধ্যায় তিনি কারখানার কার্য প্রণালী এবং বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এরপর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কারখানায় যেসব অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা হয়েছে এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে সেগুলিও পরিদর্শন করেন। তিনি গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরির উৎপাদন সক্ষমতা, আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে বর্তমান প্রকল্প এবং ভবিষ্যতের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে পর্যালোচনা করেন এবং কারখানার গুণগতমান ও দক্ষতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার জন্য কারখানার আধিকারিক ও শ্রমিকদের ভূয়সি প্রশংসাও করেন। এডভান্সড ওয়েপনসএন্ড ইকুইপমেন্ট ইন্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজেশ চৌধুরী এবং গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রাজেশ কুমার পান্ডে সাম্প্রতিক সাফল্য মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন।

আবাস প্রকল্পের বাড়ি দ্রুত তৈরির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবাস যোজনা প্রকল্পের আওতায় বকেয়া থাকা ৫৫ হাজার বাড়ি তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করতে নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। জানা গিয়েছে, অনুমোদন দেওয়ার পরেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ-সহ একাধিক জেলায় বেশ কয়েক হাজার বাড়ি তৈরির কাজ এখনও শেষ হয়নি। বাড়ি তৈরি বকেয়া থাকার নিরিখে সবার উপরে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। অবিলম্বে জেলাশাসকদের এই বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত আবাস যোজনার টাকা দীর্ঘদিন ধরে আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই কারণে রাজ্য সরকার নিজেই বঞ্চিত উপবক্তাদের বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাসে রাজ্য বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা ছাড়বে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে 'বাংলার বাড়ি' ও 'আমার বাড়ি' প্রকল্পে নাম থাকা উপভোক্তাদেরও এই তালিকায় জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। বাড়ি পাবেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থরাও। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা ১৯ লক্ষের আশেপাশে হতে চলেছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা দেন, সেই কথা তিনি রাখেন অক্ষরে অক্ষরে। কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকা বিজেপি বাংলার মাটিতে একুশের ভোটে হেরে এ রাজ্যের মানুষকে ভাতে মারার ফন্দি নিয়েছে। আর তাই ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার টাকা, রাস্তা তৈরির টাকা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা আটকে দিয়েছে। বাংলার এই ঘোর দুর্দিনে ত্রাতা হয়েছেন একজনই। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেড রোডের ধর্না থেকেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের টাকা আর আবাস যোজনার টাকা না দিলে সেই টাকা রাজ্য সরকারই দিয়ে দেব। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার বাংলার প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষকে মোট ৩৭০০ কোটি টাকার মাধ্যমে তাঁদের বকেয়া ১০০ দিনের কাজের মজুরি মিটিয়ে দিয়েছে। এবার পালা আবাসের। আর তাই মানুষের মাথায় পাকা ছাদ গড়ে দিতে এক নতুন পোর্টাল আনছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, 'গৃহশ্রী' নামের সেই পোর্টালের মাধ্যমেই আবাসের টাকা উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষ তাতে উপকৃত হবেন।

জয়ন্তকে ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে হুমকি ফোন সৌগত-মদনকে

আড়িয়াদহকাণ্ডে এবার অস্বস্তিতে সাংসদ, বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়ন্ত সিংকে না ছাড়লে গুলি করে মারা হবে তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়কে। এমনই হুমকি ফোন এসেছে সৌগতর কাছে, এমনটাই দাবি তৃণমূল সাংসদের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, জয়ন্তকে গ্রেফতারের পর প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর থেকে শুরু করে বিধায়ক মদন মিত্র কেউই বাদ যাননি হুমকি থেকে। ফলে জয়ন্ত সিংয়ের আতঙ্ক ঘিরে বসেছে সকলকে। তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ও দাবি করেন, মঙ্গলবার মধ্যরাতে হঠাৎই তাঁর কাছে ফোন আসে। জয়ন্তকে না ছাড়লে তাঁকে গুলি করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। সাংসদ জানান, 'আমি হুমকি ফোন পেয়েছিলাম। গত মঙ্গলবার রাত তিনটে নাগাদ একটি হুমকি ফোন আসে। জয়ন্ত সিং-কে না ছাড়ালে গুলি করে দেওয়া হবে। আমি যদি আড়িয়াদহে যাই গুলি করবে। তবে কামারহাটি গিয়েছিলাম কিছু হয়নি। আমি পুলিশ কমিশনারকে বলেছি। যাতে ওরা ট্র্যাক করে। বলছে আমি নাকি প্রভাবশালী। আমিই জয়ন্তকে ছাড়াতে পারি। না ছাড়ালে গুলি করবে।'

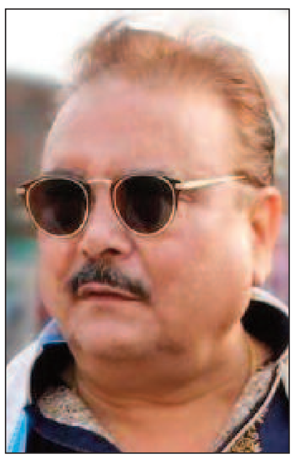

যদিও, এরপর থেকে ওই ফোন নম্বরে তিনি আর যোগাযোগ করতে পারেননি। তবে এখানেই প্রশ্ন উঠছে, গুলি করার মতো খুনের হুমকি পেলেও তিনি লিখিতভাবে পুলিশের দ্বারস্থ হননি। মৌখিকভাবে জানিয়েছেন। লিখিতভাবে এফআইআর করলে হয়ত আরও দ্রুত বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া যেত। সৌগত এও বলেন, 'ওদের কোনও ভয় নেই। এক্ষেত্রে দেখছি এমন সিম কার্ড থেকে ফোন করেছে ট্রেস করা যাচ্ছে না।'

ঘটনাক্রমে জয়ন্তর সঙ্গে একাধিক ছবি-ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সৌগত ছাড়াও প্রাণহানির আশঙ্কা আরও দু'জন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সৌগত রায়ের পর হুমকি ফোন পান বলে দাবি করেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রও। অভিযোগ, মাঝরাতে তাঁকে হুমকি দিতে ফোন করা হয়েছিল। ফোনের ও পার থেকে তাঁকে বলা হয়, 'তুই বাঁচবি না। কামারহাটিকাণ্ড নিয়ে মুখ খুলেছিস। তোকে গুলি করে দেব। গুলি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ।' বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমে মদন দাবি করেছেন, গত রাতে তাঁকে অচেনা নম্বর থেকে কেউ ফোন করেছিলেন। পরিষ্কার বাংলায় কথা বলেছিলেন তিনি। ওই ফোনে মদনকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে থানায় এফআইআর দায়ের করতে চলেছেন বলেও জানান মদন। একইসঙ্গে মদন মিত্র বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আছেন বলেই আমরা আছি। আমি তো প্রার্থনা করি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্ব থাকতে থাকতেই যেন আমরা মরে যাই। তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে আমাদেরও পিটিয়ে মারবে। আমার তো ভয় লাগে এই গুণ্ডাদের উপর বলতে গিয়ে আমাদেরই গণপিটুনি হয়ে যাবে।' অপরদিকে, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আমরাও পরিবার নিয়ে থাকি। যদি কাল আমাদের উপর বিপদ আসে। মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে খুব কঠোর।' এ প্রসঙ্গে এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) মনোজ বর্মা বলেন, 'সৌগত রায়কে হুমকি ফোনের বিষয়ে পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। এখনও কিছু বলার মতো অবস্থা আসেনি। তবে তদন্ত চলছে।'

নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে এস বসু রায় কোম্পানিতে সিবিআই হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের এস বসু রায় কোম্পানিতে হানা সিবিআইয়ের প্রতিনিধি দলের। ওমএমআর সংক্রান্ত সার্ভার ও ইলেকট্রনিক ডিভাইসের তথ্য পেতে সিবিআই ফের এই তল্লাশি চালায় বলে জানা গিয়েছে। এস বসু রায় কোম্পানি থেকে সার্ভার- সহ যে সব ডিভাইস পাওয়া গিয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে সিবিআই। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখার পরেই তাঁদের আশঙ্কা, সার্ভার থেকে ডেটা ডিলিট করা হয়ে থাকতে পারে। সেই ডিলিট করা তথ্যই পেতে মরিয়া সিবিআই।

অর্থাৎ, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ফের তৎপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। এবার ওএমআর শিট খুঁজতে আরও সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের। সিবিআই সূত্রে খবর, ওএমআর শিট দুর্নীতি-কাণ্ডে সার্ভার-সহ ইলেকট্রনিক ডিভাইস ফরেন্সিক এক্সামিনেশন জন্য পাঠাতে চলেছেন তদন্তকারীরা। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে এ দাবিও করা হয়েছে, সার্ভার ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে বেশ কিছু ডেটা ডিলিটের আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণেই এগুলি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর এই পদ্ধতিতেই ডেটা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করা হবে বলেই জানানো হচ্ছে সিবিআইয়ের তরফ থেকে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, সাইবার এক্সপার্ট যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা খতিয়ে দেখে অনুমান করছেন, প্রমাণ নষ্ট করার জন্য সার্ভার থেকে ডেটা ডিলিট হয়ে থাকতে পারে। তাই তা ফরেন্সিক এক্সামিনেশনের জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর।

বৃহস্পতিবার সেই কারণেই সিবিআইয়ের একটি টিম দক্ষিণ কলকাতায় এস বসু রায় কোম্পানিতে যায়। সেখানে তল্লাশি চলে বেশ কিছুক্ষণ। সিবিআইয়ের অনুমান, সার্ভারগুলি থেকে বেশকিছু তথ্য ডিলিট করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত দুটি সার্ভার উদ্ধার করা হলেও আরও সার্ভার রয়েছে বলে দাবি সিবিআইয়ের। সেগুলো খতিয়ে দেখতে আবারও সিবিআই আধিকারিকেরা যান ওই কোম্পানির অফিসে।

সার্ভার গুলিতে কী কী ডেটা বা তথ্য ডিলিট হয়েছে, কারা ডিলিট করল বা কেন বা কী উদ্দেশে ডিলিট করা হল এই সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য জানতে তৎপর সিবিআই।

The Howrah Postmen's Co-operative Credit Society Ltd.

Regd. No. 13 of 1936

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সদস্যদের জানানো যাইতেছে যে, সমিতির আগামী পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের জন্য ড্রাফ্ট ভোটার লিস্ট সমিতির নোটিশ বোর্ডে রাখা হইয়াছে। উক্ত ব্যাপারে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহা ১২.০৭.২০২৪ হইতে ২৬.০৭.২০২৪ এর মধ্যে লিখিত আকারে সমিতির অফিসে জমা করিতে হইবে এবং ২৯.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টার সময় উপস্থিত হইয়া নির্বাচন আধিকারিককে জানাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট ৩১.০৭.২০২৪ তারিখে টাঙানো হইবে।

স্বা/–

শ্রী জয়দীপ মিত্র ও শ্রীমতি পৃথা চক্রবর্তী

(অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার)

দি বালী নর্থ ক্লাব বেনেভোলেন্ট সোসাইটি এন্ড কো-অপারেটিভ স্টোর্স লিমিটেড

১৫৭, বিরেশ্বর চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট (চৈতল পাড়া)

বালী, হাওড়া ৭১১ ২০১

রেজিস্ট্রেশন নং ৫ স্থাপিত - ২০ মে, ১৯৪৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সদস্যগণকে জানানো যাইতেছে যে আগামী **২১.০৮.২০২৪ ইং তারিখ বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় সমিতির কার্যালয়ে এক বিশেষ সাধারণ অধিবেশন ও পরিচালন সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।**

পরিচালন সমিতির সদস্য সংখ্যা ১২ (বারো) জন। ২টি আসন মহিলাদের জন্য ও ১টি (একটি) আসন তপশীল ভুক্ত জাতি/ উপজাতির জন্য সংরক্ষিত।

খসড়া ভোটার তালিকা ও নির্বাচন কার্যসূচী সমিতির কার্যালয়ে **১০.০৭.২০২৪** ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

সমিতির সকল সদস্যগণের উপস্থিতি একান্ত ভাবে কাম্য।

স্বাঃ - সুনীতি গাঙ্গুলী
সম্পাদক
দি বালী নর্থ ক্লাব বেনেভোলেন্ট সোসাইটি এন্ড কো-অপারেটিভ স্টোর্স লিমিটেড, হাওড়া

স্বাঃ - শিব শঙ্কর দাস
সহকারী নির্বাচন আধিকারীক
হাওড়া

বৃহস্পতিবার কলকাতায় হকারদের বিশাল মিছিল।

উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে তুমুল উত্তেজনা নিউটাউনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল নিউটাউনে। হকারদের সরাতে গিয়ে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ল এনকেডিএ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পুনর্বাসন না দিয়েই পুলিশের উপস্থিতিতে বুলডোজার দিয়ে দোকান ভাঙার চেষ্টা করে এনকেডিএ। উচ্ছেদের এই পদক্ষেপ মানতে নারাজ স্থানীয় দোকানদাররা। সূত্রে খবর, ঘটনাস্থল নিউটাউন চকপাচুরিয়ার সর্দারপাড়া। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা দেওয়ার পরই তৎপর হয় প্রশাসন। বিভিন্ন জায়গায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। পরবর্তীতে বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, পুনর্বাসন দেওয়া হবে। আপাতত কোনও হকার উচ্ছেদ করা যাবে না বলেও জানান তিনি। এরপরেও বুধবার রাতে নিউটাউন চকপাচুরিয়া সর্দারপাড়া এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি অফিসের কাছে বুলডোজার নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই উচ্ছেদ অভিযানের সময় উপস্থিত ছিল টেকনোসিটি থানার পুলিশি। তবে ফুটপাত ও রাস্তা দখল করে থাকা দোকান ভাঙতে গেলে হকারদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন আধিকারিকরা।

হকারদের অভিযোগ, দুদিন আগে সার্ভে করা হয় এনকেডিএ-র পক্ষ থেকে। তারপর তাঁদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে প্রত্যেককে দোকান দেওয়া হবে এবং ফুটপাতে যে দোকানগুলি রয়েছে সেগুলো ভেঙে ফেলা হবে। কিন্তু দোকান না দিয়েই এদিন রাতে ফুটপাতের দোকানগুলি ভাঙার চেষ্টা চলে বলে অভিযোগ। হকারদের দাবি তাদের আগে পুনর্বাসন দেওয়া হোক।

নাকা চেকিং থেকে বাঁচতে গিয়ে দুর্ঘটনা, আহত ৩ পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাতের শহরে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর ঘটনা নতুন কিছু নয়। আর এই বেপরোয়া গতির জেরেই ঘটে দুর্ঘটনাও। এবার বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন খোদ পুলিশকর্মীরা। এদিকে সূত্রে খবর, এই বেপরোয়া গতির জেরেই ফের দুর্ঘটনা ঘটল রাতের কলকাতায়। ঘটনাস্থল, শেক্সপিয়ার সরণি থানায় ক্যামাক স্ট্রিট ও মিডিলটন রোডের ক্রসিং। দুর্ঘটনা ঘটে বুধবার রাতে নাকা চেকিংয়ের সময়।

পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার মধ্যরাতে অ্যালেন পার্কের কাছে প্রথমে একটি দ্রুত গতির বিলাসবহুল গাড়িকে আটকানোর চেষ্টা করেন পুলিশ কর্মীরা। অভিযোগ, পুলিশের নির্দেশ না মেনে গতি বাড়িয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যায় গাড়িটি। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াকিটকির মাধ্যমে পরের সিগন্যালের কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জনকে বিষয়টি জানান অ্যালেন পার্কের কাছে থাকা পুলিশ কর্মীরা। খবর পেয়ে বরদান মার্কেটের কাছে নাকা চেকিং-এ গাড়িটিকে আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ। অভিযোগ, সেখানেও নাকা ভেঙে আরও দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায় গাড়িটি। সেই সময় গাড়িটি এক ট্রাফিক সার্জেন্ট এবং এক হোমগার্ডকে ধাক্কা মারে। এরপর গাড়িটিকে ধরতে কন্ট্রোল রুম থেকে থিয়েটার রোডের সমস্ত সিগন্যাল লাল করে দেওয়া হয়। সিগন্যাল লাল দেখে একটি বাড়ির ভেতরে ঢুকে দ্রুত ইউটার্ন নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে গাড়িটি। সেই সময় চালক পুলিশকে ছুটে আসতে দেখে ফুটপাতে গাড়ি তুলে দিয়ে রাস্তার উলটো দিকের ফুটপাত ধরে সেটিকে ছোটাতে থাকে। তখনই ফুটপাতে থাকা তিনজন পথচারী গাড়ির ধাক্কায় আহত হন বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর, এরপর ফুটপাতে থাকা একটি লোহার বিমে সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটি। সেই মুহূর্তে বেপরোয়া গাড়িটিকে ধরে ফেলে এলাকার লোকজন এবং চালককে নামিয়ে মারধর শুরু হয়। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয় শেক্সপিয়ার সরণি থানার পুলিশ এবং সাউথ ও ইস্ট ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিকরা। চালককে এলাকাবাসীর হাত থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এদিকে এই ঘটনায় আহত হন তিন পুলিশ কর্মী। আহতের মধ্যে একজন হোমগার্ড ও দুই সার্জেন্ট ছিলেন। ওই রাস্তাতে থাকা একটি বাইক থেকে পড়ে যান এক চালকও। শুধু তাই নয়, সেই সময় ফুটপাতে তিনজন পথচারী ছিলেন। দ্রুত আহত পুলিশ কর্মীদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

ফর্ম নং ১৪

[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]

রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি

৩য় তল পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড,

শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/134/2023 03.07.2024

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক

বনাম

অজয় শঙ্কর নন্দী এবং অন্যান্য

প্রতি

১. **অজয় শঙ্কর নন্দী,** পিতা প্রয়াত রোহিনী কুমার নন্দী, গ্রাম, পোস্ট এবং থানা - ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২৩০৩

২. **অমল শঙ্কর নন্দী** (প্রয়াত) স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী

২(ক) **শ্রীমতি জয়ার্থী নন্দী,** স্বামী প্রয়াত অমল শঙ্কর নন্দী, গ্রাম, পোস্ট এবং থানা - ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২৩০৩

২(খ) **মৌমিক নন্দী,** পিতা প্রয়াত অমল শঙ্কর নন্দী, গ্রাম, পোস্ট এবং থানা - ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২৩০৩

২(গ) **দীপান্বিতা নন্দী,** পিতা প্রয়াত অমল শঙ্কর নন্দী, গ্রাম, পোস্ট এবং থানা - ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২৩০৩

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/948/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **৯৩,০৮,৬৮৩.০০ টাকা** (তিরানব্বই লাখ আট হাজার ছশো তিরাশি টাকা) টাকা পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১৩.০০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১৯.১০.২০১৫** থেকে **৯৬,০০০ টাকা (ছিয়ানব্বই হাজার টাকা)** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১৪.০৮.২০২৪** তারিখে **সকাল ১০.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :

(ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য

(খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত

তারিখ : ০৩.০৭.২০২৪

রিকভারি অফিসার

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি

ভারত সরকার

অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

Bally Jute Mills Employee Co-Operative Credit Society Ltd.

(Registration No. 04 Date-04/09/1959)

Bally Khal, Howrah

Memo No.-02/Delegate Election/2024 **Date : 10.07.2024**

Notice

In pursuance of W.B. Cooperative Election Commission Regulation-2012 & Order no. 12-II-6/12 Dated 02.01.2024 and subsequent memo no. 760-II-6/12 date-05.07.2024 of the Returning Officer, Bally Jute Mills Employee Co-Operative Credit Society Ltd. & A.R.C.S., Cooperation Directorate, Howrah Range, all the members are hereby informed that the Election of Delegates of the above mentioned Society will be held on 23.08.2024 (Friday) as per the following Details & Election Scheduled :

Name of Zone	Department Name with code	No. of Members cum voters	No. of Delegates to be elected	No. of seats General/Women & SC/ST
01	a) Preparing (04) b) Spinning (05)	228	09	General-07, Women-01, SC/ST-01
02	a) Staff & Others b) Winding c) STB/S4	223	09	General-07, Women-01, SC/ST-01
03	a) batching b) S/Weaving c) CBP d) CBP FNG.	230	09	General-07, Women-01, SC/ST-01
04	a) Beamming b) N/Weaving c) R/Spinning	230	09	General-09
05	a) Engineering Department b) Mill/Mech c) FACT./MECH. d) STORE e) Victor f) S/Sewing g) N/FNG	210	08	General-08

Place for Delegate Election : Bally Jute Mills

Delegates for each zone shall be elected from amongst the voters of that Constituency. The Proposer & Seconder shall also be a voter of the same Constituency.

Qualification for being elected as Delegate : Same as required for being elected as Director of Society.

[**See :** Provisions of Section 32(2)(5) with proviso 6(a),(b),(7) & (8), Section 134C(10)(a), (b) &12(c) of WBCS Act 2006 as amended up to date & Rule 42 of WBCS Rules 2011 as amended up to date.]

Schedule for delegate election

Sl. No.	Programme	Date	Time	Place	Authorised Person
1.	Publication of Draft voter list	10.07.2024	12.00 (Noon)	Notice Board of the Society	ARO
2	Receiving of Claims & Objection on the draft voter list	11.07.2024 to 25.07.2024	11.00 a.m. to 3.00 p.m.	Society's Office	Sri Saroj De, Employee of the Society.
3	Hearing on Claims & Objection on the draft voter list	26.07.2024	From 12:00 (noon) to 2:00 P.M.	Society's Office	ARO
4	Publication of final voter list	26.07.2024	After completion of hearing	Notice Board of the Society	ARO
5	Issue of Nomination papers	29.07.2024 & 30.07.2024	12.00 noon. to 2.00 p.m.	Bally Jute Mill Dispensary	Sri Saroj De, Employee of the Society.
6	Submission of Nomination Papers	02.08.2024 & 03.08.2024	12.00 noon. to 2.00 p.m.	Bally Jute Mill Dispensary	ARO
7	Scrutiny of Nomination Papers	05.08.2024	From 12:00 (Noon)	Bally Jute Mill Dispensary	ARO
8	Publication of list of Valid Nominations	05.08.2024	Immediately after Scrutiny	Notice Board of the Society	ARO
9	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	06.08.2024	Upto 3:00 p.m.	Bally Jute Mill Dispensary	ARO
10	Publication of Final List of Contesting Candidates	06.08.2024	After 3.00 p.m.	Premise of the Bally Jute Mill	ARO
11	Election (if required)	23.08.2024	11.00 a.m. to 3.00 p.m.	Premise of the Bally Jute Mill	Polling Personnel
12	Counting of Votes & Publication of Results	23.08.2024	After completion of Poll	Premise of the Bally Jute Mill (Main Office)	Polling Personnel & ARO

N.B.- 1) Eligibility for being elected as Director: As per WBCS Act 2006 and Rules 2011 as amended up to date.

2) At the time of Election of the BOD, voters have to produce a photo ID Card as recognized by the election Commission of India.

3) Photocopy of Certificate from competent authority must be submitted with nomination paper (if applied for SC/ST reservation) and original to be produced before the ARO.

Date: 10.07.2024

Sd/-
(Imtiaz Ahmed)
Assistant Returning Officer
Bally Jute Mills Employees Cooperative Credit Society Ltd.

Sd/-
(Shib Shankar Das)
Assistant Returning Officer
Bally Jute Mills Employees Cooperative Credit Society Ltd.

One should submit nomination paper in the prescribed Form X as per rule 40(7)(i) of the WBCS Rule 2011.

[**N.B.** Voters are requested to bring any photo identity card approved by the Election Commission of India for casting their votes on the day of Election.]

ইউপিআই পদ্ধতিতে টিকিট কাটার উপায় জানাল কলকাতা মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: টিকিট কাটার ক্ষেত্রে যাত্রীদের সুবিধার্থে ইউপিআই পদ্ধতি নিয়ে এসেছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। সেক্ষেত্রে পকেটে খুচরো না থাকলেও টিকিট কেটে নেওয়া যাবে সহজেই। আর এই ইউপিআই পদ্ধতিতে কী ভাবে কাটতে হবে টিকিট সেটিও জানিয়ে দেওয়া হল কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। এই প্রসঙ্গে মেট্রো রেলের মুখ্যজনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান স্মার্ট কার্ড কেনা, স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করা বা টোকেন কেনার সময় সঙ্গে যদি পর্যাপ্ত খুচরো না থাকে তাহলে তা ইউপিআই পদ্ধতিতে করে নেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে যাত্রীকে কাউন্টারে গিয়ে প্রথমেই জানাতে হবে যে তিনি ইউপিআই পদ্ধতিতে পেমেন্ট করতে চান তাহলে কাউন্টারে বসে থাকা মেট্রো কর্মী তাঁকে একটি কোড দেবেন, যেটি ভেসে উঠবে স্ক্রিনে। আর সেই কোড স্ক্যান করলেই করা যাবে পেমেন্ট। সমস্ত কাউন্টারেই এই সুবিধা রাখা হয়েছে বলে জানায় মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মেট্রো রেল জানিয়েছে যে ইউপিআই পদ্ধতিতে পেমেন্টের ক্ষেত্রে যাত্রীদের তরফে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মেট্রো জানায়, ইউপিআই পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকে এই সিস্টেমে পেমেন্ট করার ক্ষেত্রে যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। এতে একদিকে যেমন সময় বাঁচছে, তেমনই খুচরো নিয়ে ভোগান্তিও এড়ানো সম্ভব হয়েছে। মেট্রো জানাচ্ছে, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে (অর্থাৎ ১ থেকে ৮ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত), প্রায় ২৫ শতাংশ যাত্রী এই নতুন এই সিস্টেমকে বেছে নিয়েছে। এক্ষেত্রে দক্ষিণেশ্বর, বরানগর, এসপ্ল্যানেড, রবীন্দ্র সরোবর, গীতাঞ্জলি, শিয়ালদা, হাওড়া এবং হাওড়া ময়দানের মতো স্টেশনগুলিতে টোকেন, স্মার্ট কার্ড কেনা এবং স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ইউপিআই লেনদেন নথিভুক্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, যাত্রীদের সুবিধার জন্য একদিকে যেমন একের পর এক নয়া করিডোরে কাজ করছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ, অন্যদিকে তেমনই উন্নতমানের সুযোগসুবিধাও আনা হচ্ছে।

বিক্রয় এবং বিপণন বিজ্ঞপ্তি: সারের 100 শতাংশ জলে দ্রবণীয় মিশ্রণের জন্য

অর্ডার নং S.O. 2900 (E) এর অনুসরণে 24 শে অক্টোবর তারিখ, 2015 এবং এর সংশোধনী তারিখ 30 ডিসেম্বর 2017, ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাগ্রিকালচার কো-অপারেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার, মিনিস্ট্রি অফ অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড ফার্মার ওয়েলফেয়ার, ভারত সরকার দ্বারা জারি করা হয়েছে। মেসার্স শ্রীরাম এজিস্মার্ট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস 2nd ফ্লোর, (ওয়েস্ট উইং), ওয়ার্ল্ড মার্ক-1, অ্যারোসিটি, নিউ দিল্লি - 110037 ইন্ডিয়া (ডিসিএম শ্রীরাম লিমিটেডের সহযোগী) এতদ্বারা সূচিত করে যে এরা 100 শতাংশ জলে দ্রবণীয় মিশ্রণ বিক্রি করতে চায় নিচে দেওয়া স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সারের গ্রেড অনুসারে।

Sl No.	Grades	'NPK 18:18:18	'NPK 14:05:29	'NPK 05:09:35	'NPK 11:40: 11	'NPKS 13:10: 31:4	'NPKS 08:06: 39:5	' NPKS 05:10: 39:4	'NPK 10:36:16	' NPKS 0:16: 15:10	' NPKS 17:14: 16:5	' NPKS 13:12: 30:4	'NPK 12:42: 13	' NPKS 0:12: 40:10	' NPKS 8:35: 16:4
1	Moisture per cent by weight, Maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	Total Nitrogen per cent by weight, Minimum	18	14	5	11	13	8	5	10	0	17	13	12	0	8
3	Water Soluble Phosphates (as P2O5) per cent by weight, Minimum	18	5	9	40	10	6	10	36	16	14	12	42	12	35
4	Water Soluble Potash (as K2O) per cent by weight, Minimum	18	29	35	11	31	39	39	16	15	16	30	13	40	16
5	Water Soluble Sulphur as Sulphate per cent by weight, Minimum					4	5	4		10	5	4		10	4
6	Boron (as B) per cent by weight, Minimum														
7	Total Chloride per cent by Weight, Maximum	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
8	Matter Insoluble in water per cent by weight, Maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
9	Sodium (as NaCl) per cent by weight, Maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10	Lead (as Pb) per cent by weight, Maximum	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
11	Cadmium (as Cd) per cent by weight, Maximum	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
12	Arsenic (as As) per cent by weight, Maximum	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

ডোজ, প্রয়োগের পদ্ধতি এবং সুবিধা সম্পর্কে আরও জানতে, অনুগ্রহ করে নীচের প্রদত্ত অফিসে যোগাযোগ করুন

মার্কেটিং অফিসের ঠিকানা এবং যোগাযোগের বিশদ: শ্রীরাম এজিস্মার্ট লিমিটেড।

প্লট নং. 82, ইনস্টিটিউশানাল এরিয়া, সেক্টর 32, গুরুগ্রাম - 122003, হরিয়ানা (ইন্ডিয়া), সিআইএন নং.U24232DL2022PLC401518, কাস্টমার কেয়ার নং. 0120 - 4040188,

ইমেলঃ info@shriramagsmart.com, website : www.dcmshriram.com

সম্পাদকীয়

উৎসব বা উৎশব শেষ, এবার একটু শান্তি ফিরুক

ভোট উৎসব, না ভোট উৎশব? এ প্রশ্নের জবাব আমরা পেয়ে গিয়েছি ৪ জুন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর দেখা না মেলায় রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তা ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মধ্যে শুরু হয়েছে দায় এড়ানোর পালা। বিএসএফের তরফে রবিবার রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন করে কমিশনের ঘাড়েই যাবতীয় অব্যবস্থার দায় চাপানো হয়েছে। বিএসএফের ইস্টার্ন কমান্ডের ডিআইজি এস এস গুলেরিয়া প্রকাশ্যেই কমিশনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, ‘কমিশন মাত্র ৪৮৪৩টি বুথের তথ্য তাঁদের দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনী যেসব বুথে ছিল, সেখানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। দু’-একটি জায়গায় সামান্য সমস্যা হলেও পেশাদারিত্বের সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী যেখানে ছিল, সেখানে কোনও প্রাণহানিও হয়নি।’ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভুমিকা নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে না চাইলেও উভয় তরফে আরও ভালো সমন্বয় প্রয়োজন ছিল বলে মনে করেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘আমাদের কী কী তথ্য প্রয়োজন, তা আগে থেকেই জানানো হয়েছিল। সব থেকে বড় সমস্যা হল, একাধিকবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও স্পর্শকাতর বুথের সম্পূর্ণ তালিকা আমাদের দেওয়া হয়নি। এই তালিকা আগে থেকে পেলে আরও ভালো কাজ করা যেত।’ এনিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তাঁদের সদর দপ্তর এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে পাঠানো হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। হাইকোর্ট যদি রিপোর্ট চায়, সেখানেও তারা ওই রিপোর্ট জমা দেবে বলে জানিয়েছেন বিএসএফ কর্তা। তাদের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কমিশনের কোনও জবাব এখনও পর্যন্ত মেলেনি। তবে শেষকথাটি বলে দিয়েছেন কমিশনার, ‘সব করার পরও কেউ গ্যারান্টি দিতে পারবে না; কে, কাকে, কোথায় গুলি করবে’! সত্যিই তাই, কিছু ‘মহান’ মোটা মাইনে নেবেন আর রাজনীতির কারবারিরা ভোগ করবেন রাজক্ষমতা। জনগণ উলুখাগড়া মাত্র, তাদের ভূমিকা কেবল আত্মবলিদানে। তবুও আশা করব পরবর্তী সময়ে যেন আবার নতুন করে কোনও অশান্তি মাথাচাড়া না দিয়ে ওঠে। আর কোনও মায়ের কোল যেন খালি না হয়, কোনও বধুঁর সিঁথির সিদুর যেন না মুছে যায়।

আনন্দকথা

১৮৮১ ডিসেম্বর মাসে রাজেন্দ্র মিত্রের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ নিমন্ত্রিত হইয়া যান। শ্রীযুক্ত কেশবও গিয়াছিলেন। বাটীটি ঠন্‌ঠনে বেচু চাটুজ্যের স্ট্রীটে। রাজেন্দ্র, রাম ও মনোমোহনের মেসোমহাশয়। রাম, মনোমোহন, ব্রাহ্মভক্ত রাজমোহন, রাজেন্দ্র, কেশবকেও সংবাদ দেন ও নিমন্ত্রণ করেন। কেশবকে যখন সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তিনি ভাই অঘোরনাথের শোকে অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রচারক ভাই অঘোর ২৪শে অগ্রহায়ণ, ৮ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারে লক্ষ্ণৌ নগরে দেহত্যাগ করেন। সকলে মনে করিলেন, কেশব বুঝি আসিতে পারিবেন না। কেশব সংবাদ পাইয়া বলিলেন, “সে কি! পরমহংস মহাশয় আসিবেন আর আমি যাইব না। অবশ্য যাইব। অশৌচ তাই আমি আলাদা জায়গায় খাব।”

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

ছবি বিশ্বাস

১৯০০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ছবি বিশ্বাসের জন্মদিন।
১৯৬৫ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সঞ্জয় মঞ্জরেকরের জন্মদিন।
১৯৮৩ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মুনাফ প্যাটেলের জন্মদিন।

বিশ্ব প্যারামেডিকেল দিবসের গুরুত্ব

শুভজিৎ বসাক

বশ্ব স্বাস্থ্য পরিসরে সমগ্র প্যারামেডিকেল বিভাগের পথ চলার ইতিহাস নার্সিংয়ের থেকেও অনেকটাই পুরানো ও দুর্ভাগ্যবশত যা আড়ালে লুকিয়ে পড়ে আছে যাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য এই রাজ্যে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের ২০১৮ সালের আগে অবধি প্রশিক্ষিত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হওয়া সত্ত্বেও ৬ই এপ্রিল ১৯৬০ সালে কার্যকরী এক আইন মোতাবেক ‘নন মেডিকেল টেকনিক্যাল পার্সোনাল’ (NMTP) বিভাগীয় আওতাভুক্ত করা হয়ে থাকতো, এতে শিক্ষাগত যোগ্যতার মান ছিল না এবং মূলতঃ কাজ চালানোর মত টেকনিশিয়ান পদে তাদের যুক্ত করা হতো যা ডমিনিক-জিন ল্যারির মূল লক্ষ্য ছিল না। পূর্বে নিয়োজিত টেকনিশিয়ানরা যেনতেন প্রকারে কাজ করলেও নূন্যতম বৈজ্ঞানিক ধারার প্রয়োগ সম্পর্কে অবগত নয় যা মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা পারে। পরবর্তীকালে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের সমগ্র অবদান ও গুরুত্বকে মাথায় রেখে সম্পূর্ণ আলাদা বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দফতরে ২০১৮ সালের জুন মাসে নির্মিত হয় এবং উন্নতমানের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের লক্ষ্যে ‘টেকনিশিয়ান’ শব্দটি চিরতরে অবলুপ্ত করে প্রশিক্ষিত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট স্বাস্থ্যকর্মী পদে উন্নীত করা হয়। শুধু তাই নয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীর আওতাভুক্ত করেছে একই আওতাভুক্ত নার্সিং পরিষেবা প্রদানকারীরা।

আধুনিক চিকিৎসাক্ষেত্র পরিসর সমগ্রটাই প্রযুক্তি নির্ভরশীল এবং এই প্রযুক্তিগত দিকটি প্রশিক্ষিত প্যারামেডিকেল বা মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়ন্ত্রিত যারা একেবারেই অগোচরে থেকে গিয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রে অজানা সত্যি এটাই যে নার্সিং পরিসরের থেকেও প্যারামেডিকেল অনেকটা পুরানো একটি পরিসর এবং আজ থেকে ২৩২ বছর আগে গড়ে ওঠা প্যারামেডিকেল বিভাগের পথ চলার বর্ণময় ইতিহাস ও তার জনক ডমিনিক- জিন ল্যারির অবদান অধিকাংশ মানুষেরই অজানা।

৮ই জুলাই, ২৫৬ বছর আগে ১৭৬৮ সালে, ‘প্যারামেডিকেল বিভাগের জনক’ ডমিনিক-জিন ল্যারি, ফরাসি সামরিক ডাক্তার যিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সেনাদলে প্রধান সার্জন হয়েছিলেন, এক জুতো কারিগরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ল্যারি তাঁর কর্মজীবনে যুদ্ধক্ষেত্রে শত শত মানুষের চিকিৎসা ও তাদের বাঁচাতে সাহায্য করেছিলেন তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত অ্যাম্বুলেন্স এবং ট্রাইজ সিস্টেমের সৃষ্টি করে যা নিঃসন্দেহে আজ সমগ্র চিকিৎসা পরিসরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাগ হয়ে উঠেছে। তিনি মাত্র ১৩ বছর বয়সে অনাথ হয়ে পড়লে তাঁর কাকা যিনি পেশায় সার্জন ছিলেন তাঁর কাছে মানুষ হন। পরবর্তীকালে তিনি সম্মানিত ফরাসি সার্জন পিয়েরে-জোসেফ ডেসল্টের অধীনে প্যারিসে প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করে ফরাসি নৌবাহিনীতে মেডিকেল অফিসার হিসাবে যোগদান করেন।

১৭৯২ সালে ফরাসী বিপ্লবী যুদ্ধ শুরু হয় এবং ফ্রান্স গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, রাশিয়া এবং অন্যান্য রাজতন্ত্রের সাথে যুদ্ধে নামে, তখন ল্যারি স্বেচ্ছায় রাইন সেনাবাহিনীতে রেজিমেন্টাল সার্জন-মেজর হিসাবে যোগদান করেন। এইসময়ে সেনাদের কথা মাথায় রেখে ল্যারি ‘ফ্লাইং অ্যাম্বুলেন্স’-এর ধারণা নিয়ে আসেন তাতে আহত সৈন্যদের যে চিকিৎসার জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হত উচ্চ পদমর্যাদার ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার পাওয়ার কারণে তাতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সেনাদের দ্রুত সরানোর জন্য একটি হালকা পরিবহনযান ব্যবহার করা শুরু হয়। সামরিক বাহিনীর কিছু বিরোধিতা সত্ত্বেও পরের বছর মেটজ যুদ্ধে হালকা ঘোড়ায় টানা গাড়ি, শক্তিশালী প্যাডিং এবং রোগীর আরামের জন্য সাসপেনশন সহ সম্পূর্ণ এবং একটি অস্থায়ী অপারেটিং টেবিল হিসাবে ব্যবহার করার জন্য একটি ভাঁজ-ডাউন র‍্যাম্প যুদ্ধক্ষেত্রে চালু করা হয়। এই ‘ফ্লাইং অ্যাম্বুলেন্স’-গুলি পরবর্তীতে বিপ্লবী যুদ্ধগুলোতে ব্যবহার করা হয়। এখানে উল্লেখ্য এই বিভাগটিই আজ ট্রমা ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিভাগে উন্নীত হয়েছে।

একইসাথে ল্যারি আহতদের চিকিৎসার জন্য আরও কিছুটা এগিয়ে ‘প্যারামেডিক্স অর্থাৎ প্রথম প্রতিক্রিয়াকারীদের নিয়ে ব্যবহৃত আধুনিক ট্রাইজ সিস্টেমের’ ভিত্তি স্থাপন করে। এই বিভাগগুলিকে তিনি পরিকল্পনামাফিক বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেন এবং উদ্যোগী সেনাদের যথাযথ বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দিয়ে এতে প্রশিক্ষিত করে তোলেন। এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আহতদের তাদের পদমর্যাদার পরিবর্তে আঘাতের গুরুত্ব অনুসারে চিকিৎসা করা শুরু হয়। প্যারামেডিক্সদের সাহায্যে শত্রুবাহিনীর সেনাদের পাশাপাশি ফরাসি এবং তাদের মিত্রদেরও চিকিৎসা করা হয়েছিল। এছাড়াও এই নতুন ব্যবস্থাটিতে গুরুতর আহতদের প্রথমে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করা উচিত এই বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। ল্যারি এই তত্ত্ব সামনে তুলে ধরেছিলেন যে রোগীকে প্রাপ্তির একঘন্টার মধ্যে সঠিকভাবে অস্ত্রোপচারের পদ্ধতিগুলি করা উচিত কারণ রোগী যখন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যায় তখন পেশীগুলি আরও শিথিল হয় এবং রক্তচাপ কমতে থাকে- যার অর্থ যদি অঙ্গচ্ছেদ করা প্রয়োজন হয় তবে সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত, পরিষ্কার এবং নিরাপদ হবে এবং কম বেদনাদায়ক হবে। পরবর্তীকালে তাঁকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং একজন অত্যন্ত দক্ষ সার্জন হিসেবে ল্যারি ১৮১২ সালে বোরোডিনো যুদ্ধে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২০০টি অঙ্গচ্ছেদ করেছিলেন এমন তথ্য সেই যুদ্ধের ইতিহাস মেলে। তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত চিকিৎসাক্ষেত্রে সহায়ক প্যারামেডিকেল বিভাগটি তাঁকে নিরন্তর এই কাজে সাহায্য করে এবং তাদের গুরুত্ব প্রাধান্য পায়। এখানে উল্লেখ্য এই আধুনিক ট্রাইজ সিস্টেমের মধ্যে আজ সমগ্র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট বিভাগ অর্থাৎ অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্ট, পারফিউশন টেকনোলজিস্ট, সিএসএসডি টেকনোলজিস্ট, ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট সহ সমস্ত বিভাগ আওতাভুক্ত হয়েছে।

১৮১৫ সালে ওয়াটারলু যুদ্ধে ফরাসিরা হেরে যাওয়ার পর ল্যারিকে প্রুশিয়ান সেনারা বন্দী করে তাদের জেনারেলের কাছে পেশ করলে তিনি ল্যারিকে গুলি করার নির্দেশ দেন। এইসময়ে একজন প্রুশিয়ান সার্জন তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে ল্যারির ক্ষত ব্যান্ডেজ করার সময়ে তাঁকে চিনতে পারলে জেনারেলকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করার জন্য তৎক্ষণাৎ রাজি করান। ল্যারির পরিচয় পেয়ে জেনারেল ব্লুচারের অবিলম্বে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন কারণ কয়েকবছর আগে ল্যারি তাঁর ছেলের জীবন রক্ষা করেছিলেন। ভবিষ্যতে তিনি তাঁর চিকিৎসা পরিসর ও মস্তিষ্কপ্রসূত প্যারামেডিকেল বিভাগের কর্মদক্ষতার দরুন ভূয়সী প্রশংসিত হয়েছিলেন। অতএব বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিসরে সমগ্র প্যারামেডিকেল বিভাগের পথ চলার ইতিহাস নার্সিংয়ের থেকেও অনেকটাই পুরানো ও দুর্ভাগ্যবশত যা আড়ালে লুকিয়ে পড়ে আছে যাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য এই রাজ্যে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের ২০১৮ সালের আগে অবধি প্রশিক্ষিত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হওয়া সত্ত্বেও ৬ই এপ্রিল ১৯৬০ সালে কার্যকরী এক আইন মোতাবেক ‘নন মেডিকেল টেকনিক্যাল পার্সোনাল’ (NMTP) বিভাগীয় আওতাভুক্ত করা হয়ে থাকতো, এতে শিক্ষাগত যোগ্যতার মান ছিল না এবং মূলতঃ কাজ চালানোর মত টেকনিশিয়ান পদে তাদের যুক্ত করা হতো যা ডমিনিক-জিন ল্যারির মূল লক্ষ্য ছিল না। পূর্বে নিয়োজিত টেকনিশিয়ানরা যেনতেন প্রকারে কাজ করলেও নূন্যতম বৈজ্ঞানিক ধারার প্রয়োগ সম্পর্কে অবগত নয় যা মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা পারে। পরবর্তীকালে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের সমগ্র অবদান ও গুরুত্বকে মাথায় রেখে সম্পূর্ণ আলাদা বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দফতরে ২০১৮ সালের জুন মাসে নির্মিত হয় এবং উন্নতমানের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের লক্ষ্যে ‘টেকনিশিয়ান’ শব্দটি চিরতরে অবলুপ্ত করে প্রশিক্ষিত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট স্বাস্থ্যকর্মী পদে উন্নীত করা হয়। শুধু তাই নয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীর আওতাভুক্ত করেছে একই আওতাভুক্ত নার্সিং পরিষেবা প্রদানকারীরা।

চিকিৎসাক্ষেত্রে ‘প্যারামেডিকেল বিভাগের জনক’ ডমিনিক-জিন ল্যারির অবদানকে স্মরণ করে তাঁর জন্মদিন ৮ই জুলাইকে ২০২২ সাল থেকে ‘আন্তর্জাতিক প্যারামেডিকেল দিবস’ হিসাবে পালন করা শুরু হয় এবং সমগ্র স্বাস্থ্য পরিসরে অন্তরালে থাকা মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের গুরুত্ব আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে আসুক।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালনের গুরুত্ব

ডাঃ শামসুল হক

সমগ্র পৃথিবী জুড়েই উত্তরোত্তরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে জনগণের সংখ্যা। নিজেদের চোখ কান একটু খোলা রাখলেই একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠবে তার আসল রূপটাও। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সেইসঙ্গে যাবতীয় উন্নয়নের গতিপ্রকৃতির মাঝে ঘটে চলা নানান বাধাবিপত্তি, সবকিছুই কিন্তু ঘটে চলেছে এই সমস্যাকে কেন্দ্র করেই। আর তারই পরিণতিস্বরূপ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রেও এই মুহূর্তে দেখা দিচ্ছে নানান ধরণের প্রতিবন্ধকতাও।

দিন যত এগিয়ে চলেছে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের আবার মুখোমুখি হতে হচ্ছে হরেক ধরণের বাধা বিপত্তিরও। খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, শরীর ও স্বাস্থ্যরক্ষা-সহ আরও বিষয় নিয়ে দেখা দিচ্ছে হরেক প্রকারের সমস্যাও। এগুলো ছাড়াও এই মুহূর্তে আমাদের কাছে আর ও গভীর যে সমস্যাটি ভীষণ পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে সেটা হল পরিশুদ্ধ বাতাসের অভাব। সঙ্গত কারণেই তাই ব্যাহত হচ্ছে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজটিও।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি এইসময় গভীরভাবে ভাববার একটা বিষয় হলেও সেটা নিয়ে অনেকেরই কিন্তু তেমন একটা মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু যদি এইভাবে সবকিছু এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয় তাহলে আগামী দিনে নিশ্চিতভাবেই আসতে পারে পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা এবং তার ফলস্বরূপ দেখা দিতে পারে সামাজিক পতনও। আর তারপর আমাদের এই চেনাজানা পৃথিবীর আকাশে বাতাসে বাড়তে পারে উষ্ণায়ন সহ আরও অনেক সমস্যাও।

জাতি সংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি সংস্থার কর্মকর্তাদের নজর ছিল সবদিকেই। সমগ্র বিষয়টি নিয়ে ভাবিতও ছিলেন তাঁরা। আর এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য তাঁরা একটা বিশেষ দিনও ঠিক করেন এবং সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেন যে ওই দিবস পালনের মধ্য দিয়েই জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরবেন। সেই সমস্যাকে যাতে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা সম্ভব হয় সকলে মিলে আলোচনা চালাবেন সেই বিষয়েও।

আলোচনা শেষে স্থির হয় প্রতিবছর জুলাই মাসের ১১ তারিখেই পালিত হবে সেই দিন। ১৯৮৭ সালে নেওয়া হয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত। আর পালিত হতে থাকে ১৯৮৯ সাল থেকে। সেই দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হল পরিবার পরিকল্পনা, লিঙ্গ সমতা, দারিদ্র দূরীকরণ, সব শ্রেণীর মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখা ইত্যাদি। সর্বোপরি সেইসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই সমগ্র বিশ্ব ব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও নিয়ন্ত্রণ করা।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি সংস্থা বিশেষ সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, ১৯৮৭ সালে এই পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল পাঁচশ কোটির কাছাকাছি। সেইসময় তাঁদের চোখে সেই সংখ্যাটা অবশ্য একটু বেশিই মনে হয়েছিল। কিন্তু ২০১১ সালে সেই সংখ্যাটা যখন দাঁড়ায় সাতশো কোটিতে তখন তাঁদের নতুনভাবেই নড়েচড়ে বসেন এবং দিবস পালনের দিকে আরও জোর দেওয়ার প্রয়োজন ও অনুভব করেন।

সংস্থার কর্মকর্তারা মনে প্রাণে চেয়েছিলেন জনসংখ্যা হ্রাসের পাশাপাশি বিশ্বের সব প্রান্তের সব শ্রেণীর মানুষজনদেরই সার্বিক উন্নয়নের পথটিকেও প্রশস্ত করা। তাই দিবস পালনের মধ্যে দিয়েই তাঁরা সকলকে বোঝাতেও চেয়েছিলেন সব কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার পদ্ধতিও।

তাঁরা বোঝাতে চেয়েছিলেন মানুষের জন্ম এবং মৃত্যু হারের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করার চেষ্টা করলেই বোঝা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফলও। তাই সেই বিষয়েই যে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল সেটাও। আর এই ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় সংঘের নিজস্ব তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদানও করা হয়েছিল।

সমগ্র বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা দিবস পালনের মাধ্যমেই সকলকে সেটা বারংবার বোঝানোর চেষ্টাও করা হয়েছিল। সেই সমস্যা থেকেই যে খাদ্য, পানীয়, স্বাস্থ্য, পরিষেবা, পরিবহন, শিল্পায়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হতে পারে নানান প্রতিবন্ধকতা, বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল সেটাও।

আমরা সাধারণ মানুষ। দিন যত এগিয়ে গেছে সব শ্রেণীর মানুষের মনের মধ্যে প্রসারিত হয়েছে শিক্ষার আলোকমালাও। একটু একটু করে আমরা আবার হয়ে উঠেছি বিজ্ঞানমনস্কও। বাড়ছে সচেতনতাও। কিন্তু তবুও কেন যে তেমনভাবে রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না জনসংখ্যা বৃদ্ধির মতো ভয়াবহ সমস্যাটাকে সেটা এখন সত্যিই ভাববার বিষয় হয়ে উঠেছে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অণ্ডালে সরকারি জমি পুনরুদ্ধার নিয়ে পঞ্চায়েত-চেম্বার অব কমার্সের বিভেদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: সম্প্রতি উখড়া বাজারের ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে উখড়া পঞ্চায়েত ও প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দা, ফুটপাথ ব্যবসায়ী, চেম্বার অব কমার্সের সাথে একাধিকবার বৈঠক করেছেন তারা। সিদ্ধান্ত হয়েছে আপাতত রাস্তার দুদিকে যে নিকাশী নালা রয়েছে সেই অংশ ছেড়ে বসবে দোকানিরা। বুধবার থেকেই এই সিদ্ধান্ত মেনে চলার অনুরোধ করা হয় ব্যবসায়ীদের। ব্যবসায়ীরা সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিকাশী নালার দু'পাশ ছেড়ে বসতে শুরুতে করে বুধবার থেকে। কিন্তু এদিন বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ আচমকাই উখড়া বাজারের সমস্ত দোকান বন্ধ করে দেন ব্যবসায়ীরা।

চেম্বার অব কমার্সের নির্দেশেই তাঁরা দোকান বন্ধ করে দেন। কেন এই সিদ্ধান্ত এই বিষয়ে চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মনোজ সরাফ বলেন, 'বাজারের ফুটপাথ দখল মুক্ত করার যে সিদ্ধান্ত পঞ্চায়েত নিয়েছে আমরা তার সঙ্গে সহমত। কিন্তু নিকাশি নালার দু'পাশ চিহ্নিত করার জন্য দোকানে আসা-যাওয়ার রাস্তার মাঝ বরাবর ছোট খুটি বা পোল বসানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধেই আমরা বাজার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' কারণ দোকানে আসা-যাওয়ার রাস্তার মাঝে পোল বসালে ক্রেতা আসা যাওয়া করবে কীভাবে? সেই প্রশ্ন তোলেন মনোজবাবু।

বণিকসভার অভিযোগ ভিত্তিহীন, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হবে বলে জানান উখড়া পঞ্চায়েতের প্রধান মিনা কোলে। পাশাপাশি উখড়া পঞ্চায়েতের সদস্য তথা পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান রাজু মুখোপাধ্যায় দাবি করেন, সরকারি নির্দেশ মেরে উখড়া বাজারের রাস্তায় মার্কিং করা হয়েছিল। এই মার্কিং প্রক্রিয়ার সময় উপস্থিত ছিল উখড়া চেম্বার অফ কমার্স, উখড়া গ্রামবাসীবৃন্দ এবং পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের লোকেরা। রাজুবাবু এদিন উখড়া চেম্বার অব কমার্স এর বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ তুলে বলেন, মার্কিং করার পর পঞ্চায়েতের নির্দেশে এলাকায় খুঁটিপোতা হচ্ছিল। কিন্তু উখড়ার বেশ কিছু ব্যবসায়ী পঞ্চায়েতের কর্মীরা খুঁটি পুঁতেত গেলে তাদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়, এমনকি সরকারি জিনিসপত্র ভাঙচুর করা বলে অভিযোগ করেন রাজুবাবু।

রাজুবাবু জানান, চেম্বার অব কমার্স মানুষের জন্য তৈরি হয়েছিল আর সাধারণ মানুষকে না জানিয়ে হঠাৎ করে বাজার বন্ধ করার জবাব দিতে হবে। নইলে আগামী দিনে মানুষ চেম্বার অব কমার্সের কাছে এর জবাব চেয়ে নেবে।

ডানকুনিতে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত মায়ের দেহাংশ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডানকুনি: বাজার করতে গিয়ে কাটা পড়েন মা। রেললাইন পার হতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রেনের ধাক্কায় শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। পড়শিদের কাছ থেকেই খবর পেয়েছিলেন ছেলে। দৌড়ে চলে যান রেললাইনের ধারে। রক্তমাখা মায়ের শরীরের ছিন্ন ভিন্ন অংশগুলো কুড়োতে থাকে। ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান সকলেই। মায়ের দেহাংশ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন ছেলে। শিউরে ওঠেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। খবর দেওয়া হয় থানায়। ঘটনাটি ঘটেছে ডানকুনির ১০ নম্বর রেল গেট সংলগ্ন এলাকায়।

রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডানকুনি পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ভলি ঘোষ বৃহস্পতিবার সকালে বাজার করতে যান। ডানকুনির ১০ নং রেল গেট সংলগ্ন এলাকায় রেল লাইন পারাপার করার সময় ট্রেনে কাটা পড়েন। খবর পেয়ে দেহ উদ্ধারের কাজ শুরু করেছেন রেল পুলিশ। অন্যদিকে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মহিলা রেললাইনে কাটা পড়ার পরই ঘটনাস্থলে যান তার ছেলে সুখেন ঘোষ। মায়ের দেহাংশ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন রেল পুলিশ ও ডানকুনি থানার পুলিশকে খবর দিলে তারা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ডানকুনি থানার পুলিশ জানিয়েছে, সুখেন ঘোষ মানসিক ভারসাম্যহীন। তাঁর কথাবার্তায় সেটা বোঝা যাচ্ছে। তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রেল পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'ওর মা লাইন পার হতে গিয়ে কাটা পড়েন। ছেলে কোনওভাবে খবর পেয়ে চলে আসে। ও মাথাটা কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সবাই দেখতে পেয়ে আটকে দিয়ে জিআরপিকে খবর দেন।'

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank of India — দাবি বিজ্ঞপ্তি

আঞ্চলিক অফিস: দুর্গাপুর, বেঙ্গল অম্বুজা,ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার দুর্গাপুর, পিন-৭১৩ ২১৬, টেলিফোন: ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২/২৫৪৪১৫৮

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ -এর অ্যাক্ট নং ২) সেকশন ১৩(৩) এবং ১৩(৮) এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তি

নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং ঋণ অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পরে তাদের ব্যাঙ্কের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য ৬০ দিন সময় দেওয়ার জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তিগুলি জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি (গুলি) পাঠানো হয়েছিল কিন্তু স্বীকৃতি এখনও পাওয়া যায়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিশদ বিবরণে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য আমাদের অভিপ্রায় নির্দেশ করেছি।

সারফেইসি এক্ট এর অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এখানে অবহিত করা হচ্ছে। তাদের আমাদের অফিসে থাকা বিশদ নোটিশ সংগ্রহ করার ও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ক্র. নং	ক) ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণ / জামিনদারগণ এর নাম খ) শাখার নাম	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	ক) এনপিএ এর তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া পরিমান
১.	ক) শ্রীমতী দিবা ঘোষ ২৮৮এ, আমবাগান রেলওয়ে কলোনি, জিটি রোড, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩১০১। খ) বর্ধমান শাখা	**সম্পত্তি ১ :** শ্রীমতী দিবা ঘোষ, স্বামী- শ্রী সমীর কুমার এর নামে জমি সম্পত্তি যার ডিড নং ২৯৯২/১৯৭৭, মৌ এলআর নং এনজি ২০ তে অবস্থিত, এলআর খতিয়ান নং- ৮১২৮, আরএস খতিয়ান নং- ২০০, আরএস প্লট নং- ১৫৮৮, এলআর প্লট নং- ২৬০২, এলাকা- ০.০২৬ একর। **সম্পত্তি ২ :** শ্রীমতী দিবা ঘোষ, স্বামী- শ্রী সমীর কুমার এর নামে জমি সম্পত্তি যার দলিল নং ৩৪৯১/২০০২, মৌজা-নারী, থানা- বর্ধমান, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৪৮, আরএস প্লট নং ১৫৮৩, এলআর প্লট নং ২৫৯৬ এ অবস্থিত।, এলাকা- ০.০৩৩ একর। ২৬.০৯.২০২২ তারিখের আমাদের পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিতাদেশ দেওয়া হল যা প্রত্যাহার এবং বাতিল করা হয়েছে এবং এই নোটিশটি নতুন করে পরিবেশন করা হয়েছে।	ক) ১২.০৪.২০২০ খ) ০১.০৬.২০২৪ গ) ৩,০৬,৯১১.১০ টাকা (তিন লক্ষ ছয় হাজার নয়শো এগারো টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র) ৩০.০৫.২০২৪ অনুযায়ী

তারিখ : ১২.০৭.২০২৪
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অসুস্থতায় স্কুলে অনুপস্থিত একমাত্র শিক্ষক, পঠনপাঠন সামালে এসআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্কুলের একমাত্র শিক্ষক অসুস্থতার কারণে স্কুলে আসতে না পারায় পঠনপাঠন সামাল দিতে স্কুলে ছুটতে হল খোদ সার্কেল ইন্সপেক্টর অফ স্কুলকে। স্কুলের মিড ডে মিল থেকে শুরু করে পঠনপাঠন সবই সামাল দিলেন শিক্ষা দপ্তরের ওই আধিকারিক। ঘটনা বাঁকুড়া দু' নম্বর ব্লকের বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের বাঁকুড়া সদর পূর্ব সার্কেলের অধীনে রয়েছে ৯৯টি প্রাথমিক স্কুল। এর মধ্যে বেশিরভাগ প্রাথমিক স্কুলের অবস্থানই বাঁকুড়া শহরে। শহর লাগোয়া পুরন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে অল্প সংখ্যক প্রাথমিক স্কুল। পড়ুয়ার অভাবে শহরের প্রাথমিক স্কুলগুলি ধুঁকলেও সেখানে শিক্ষক শিক্ষিকার কোনও অভাব নেই। শহরের কোনও কোনও স্কুলে দু' চারজন পড়ুয়ার জন্য বরাদ্দ রয়েছে দুই থেকে তিন জন শিক্ষকও। শহরের স্কুলগুলির যখন এমন অবস্থা তখন শহর থেকে মাত্র আট দশ কিলোমিটার দূরে থাকা বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছেন একমাত্র শিক্ষক। সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় নামের ওই শিক্ষক আজ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় স্কুলে এসেও বাড়ি ফিরে যেতে হত পড়ুয়াদের। কিন্তু খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে নিজের দপ্তরের কাজ ফেলে ওই স্কুলে ছুটতে হল বাঁকুড়া সদর পূর্ব চক্রের সার্কেল ইন্সপেক্টর অফ স্কুল সজল মাহাতোকে। স্কুলে আসা পড়ুয়াদের পড়ানো থেকে শুরু করে মিড ডে মিলের দায়িত্ব সামলালেন ওই সার্কেল ইন্সপেক্টর অফ স্কুল।

স্থানীয় অভিভাবকদের দাবি, স্কুলে একজন শিক্ষক থাকায় তিনি অনুপস্থিত থাকলেই স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিদিন এসআই অফ স্কুলের পক্ষে স্কুলের পঠনপাঠন সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে স্কুলের পড়ুয়াদের পড়াশোনা ব্যাহত হতে বাধ্য। অভিভাবকদের দাবি মানছেন এসআই অফ স্কুলও। তাঁর দাবি, এই স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক পাঠানোর কথা বারবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও লাভের লাভ কিছু হয়নি।

বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই ঘটনার পর স্বাভাবিক ভাবেই বাঁকুড়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন সামনে এসেছে। প্রথমত, শিক্ষার অধিকার আইনে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে দু'জন শিক্ষক থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু কেন সেই নিয়ম মানছে না প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর? দ্বিতীয়ত, জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষক মোতায়েনের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরে কেন এত বৈষম্য? তৃতীয়ত, কেন শহরের স্কুলগুলিতে থাকা সারপ্লাস শিক্ষকদের একমাত্র শিক্ষক দিয়ে চালানো স্কুলগুলিতে পাঠানো হচ্ছে না? প্রশ্ন একাধিক থাকলেও নিরুত্তর বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। তবে দ্বিতীয় শিক্ষক পাঠিয়ে বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank — দখল বিজ্ঞপ্তি [রুল-৮(১)] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

আঞ্চলিক অফিস দুর্গাপুর, বেঙ্গল অম্বুজা,ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, পিন - ৭১৩ ২১৬, টেলিফোন: ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **১৮.০৩.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদার দেব দুলাল সরকার** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ **৩৬,৪৬,৩৪৯.৮০ টাকা** (ছত্রিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ টাকা আশি পয়সা মাত্র) তদুপরি ০৫.০৩.২০২৪ পর্যন্ত চুক্তিহারে উল্লিখিত সুদ পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **১০.০৭.২০২৪** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **৩৬,৪৬,৩৪৯.৮০** টাকা (ছত্রিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ টাকা আশি পয়সা মাত্র) তদুপরি ০৫.০৩.২০২৪ পর্যন্ত চুক্তিহারে উল্লিখিত সুদ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কুগুল শাখা** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পত্তের দায়মুক্ত হতে।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ : উক্ত সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে শ্রী দেব দুলাল সরকারের নামে জমি এবং দ্বিতল ভবন, মৌজা - উত্তর পটাসপুর, জেএল নং ০১, প্লট নং ১৮৭, এলাকা ০৩ শতক, প্লট নং ১৮৮, এলাকা ০২ শতক, মোট এলাকা ০৫ শতক, নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- পাত্রসায়ের, জেলা- বাঁকুড়া।
চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর - কালিশঙ্কর সরকারের জমি, দক্ষিণ- পুকুর, পূর্ব- নিরঞ্জন সরকারের জমি, পশ্চিম - দিলীপ মজুমদারের জমি।

তারিখ : ১০.০৭.২০২৪
স্থান : বাঁকুড়া
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস- চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২১০৩
ফোন নং: (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেইল: zochinsurah@indianbank.co.in

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে রুল ৮-এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণএবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বিবরণ
১.	**অ্যাকাউন্ট:** শ্রী শ্রীমন্ত কর **ঋণগ্রহীতা:** শ্রী শ্রীমন্ত কর পিতা- শ্রী সোমনাথ কর গ্রাম- মালিমপুর, পোস্ট- রাজহাট, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২১২, পঃবঃ. **শাখা:** চন্দননগর	২০.০৪.২০২৪ এবং ০৯.০৭.২০২৪	**২০,৯৮,৭১২.০০ টাকা** (কুড়ি লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশো বারো টাকা মাত্র) ২০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী এবং উক্ত পরিমানের উপর ২১.০৪.২০২৪ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে আরো সুদ বহন করে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চার্জ এবং খরচ সহ	কমবেশি ২ কাঠা ০৯ বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা-রাজহাট, জেএল নং ৬৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮৭৩, পুরাতন এলআর খতিয়ান নং ৬০৪, নতুন এলআর খতিয়ান নং ২১৯২, আরএস খতিয়ান নং ৫২৮ সহ বিক্রয় দলিল নং ০৬২৬১ সাল ২০১২ তারিখ- ২২.১১.২০১২,সিডি ভলিউম নং ১৮, পৃষ্ঠা ৩৩২১ থেকে ৩৩৩১ পর্যন্ত , এডিএসআর চুঁচুরা, হুগলিতে নিবন্ধিত এবং রাজহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত, পোস্ট- রাজহাট, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমন্ত কর এর নাম। **সীমানা: উত্তর-** ৮ ফুট পঞ্চায়েত রোড; **দক্ষিণ-** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ; **পূর্ব-** শ্রী সোমনাথ কর এর সম্পত্তি; **পশ্চিম-** লেআউট প্লট নং ১০ -এর অধীনে সম্পত্তি।
২.	**অ্যাকাউন্ট:** সেখ মইনুল হাসান **ঋণগ্রহীতা:** সেখ মইনুল হাসান পিতা- সেখ আব্দুল ওহাব গ্রাম ও পোস্ট- কায়বা, থানা- খানাকুল, জেলা- হুগলি পঃবঃ., ৭১২৪১২ **শাখা:** আটঘরা	২০.০৪.২০২৪ এবং ০৯.০৭.২০২৪	**৫,৭৪,৩৭৫/- টাকা** (পাঁচ লক্ষ টাকা চুয়াত্তর হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা) ২০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী এবং উক্ত পরিমানের উপর ২১.০৪.২০২৪ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে আরো সুদ বহন করে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চার্জ এবং খরচ সহ	জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর সমস্ত নির্মাণ; জমির পরিমাপ কমবেশি ২ শতক যার মৌজা কায়বা জেএল নং- ১০২, এলআর খতিয়ান নং.১৮৪৩, এলআর দাগ নং ২৭৭ রামমোহন ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পোস্ট- কায়বা, থানা- খানাকুল, জেলা , হুগলি, ২২.০৩.২০১৭ তারিখের ২০১৭ সালের দলিল নং ০৬১১০১৩৫৭, বই নং আই, ভলিউম নং ০৬১১-২০১৭, পৃষ্ঠা ২২৫৭৩ থেকে ২২৫৮৭ তে সেখ মইনুল হাসান এর নামে এডিএসআর খানাকুলে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর-** সেখ আসরাফ আলী -এর সম্পত্তি, **দক্ষিণ-** সেখ মোস্তাক আহমেদ এর সম্পত্তি; **পূর্ব-** মালিকের জমি; **পশ্চিম-** ৭ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা।
৩.	**অ্যাকাউন্ট:** মেসার্স এস কে জুয়েলার্স **ঋণগ্রহীতা:** মেসার্স এস কে জুয়েলার্স **স্বত্বাধিকারী:** সেখ হাসান আলী পিতা- জীবাসআলী সেখ, গ্রাম- মির্জাপুর, পোস্ট ও থানা- তারকেশ্বর, জেলা- হুগলি, পঃবঃ, ৭১২৪১০ সেখ হাসান আলী, মেসার্স এসকে জুয়েলার্স এর স্বত্বাধিকারী পিতা জীবাস আলী সেখ গ্রাম- মির্জাপুর, পোস্ট ও থানা- তারকেশ্বর, জেলা- হুগলি, পঃবঃ, ৭১২৪১০ মিসেস ফরিদা বিবি (জামিনদার) স্বামী- সেখ হাসান আলী গ্রাম- মির্জাপুর, পোস্ট ও থানা- তারকেশ্বর, জেলা- হুগলি, পঃবঃ, ৭১২৪১০ **শাখা:** সিঙ্গুর	১৬.১১.২০২৩ এবং ০৯.০৭.২০২৪	**২১,২২,১৪২/- টাকা** (একুশ লক্ষ বাইশ হাজার একশো বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ১৬.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং উক্ত পরিমানের উপর ১৭.১১.২০২৪ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে আরো সুদ বহন করে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চার্জ এবং খরচ সহ ।	১) কমবেশি ১৬.৫০ শতক পরিমাপের খালি জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস দাগ নং- ২৬৭৯, এল আর দাগ নং- ২৩৯৩, এলআর খতিয়ান নং ৭৮২৯, মৌজা - মির্জাপুর, জেএল নং ৩৬, থানা- তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, বালিগোরি গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিধির মধ্যে ২২.১১.২০১৬ তারিখের ২০১৬ সালের দলিল নং ২৮৩৭, বই নং আই, পৃষ্ঠা ৫১৩৭৯ থেকে ৫১৩৭৯ পর্যন্ত ভলিউম নং ০৬১৮-২০১৬ এডিএসআর তারকেশ্বরে নিবন্ধিত হাসান আলী এর নামে। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর-** মানিক সামন্তের সম্পত্তি দ্বারা; **দক্ষিণ-** মানিক সামন্তের সম্পত্তি দ্বারা; **পূর্ব-** বিশ্বনাথ বল -এর সম্পত্তি দ্বারা; **পশ্চিম-** আজেত আলীর সম্পত্তি দ্বারা। ২) কমবেশি ১১.৫০ শতক পরিমাপের খালি জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস দাগ নং ২৬৭৯, এল আর দাগ নং- ২৩৯৩, এলআর খতিয়ান নং ৫৬৫, মৌজা- মির্জাপুর, জেএল নং ৩৬, থানা- তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, বালিগোরি গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিধির মধ্যে ১০.০৪.২০১৩ তারিখের ২০১৩ সালের দলিল নং ৮০৯, বই নং আই, পৃষ্ঠা ১৪৯৫ থেকে ১৫০৩ পর্যন্ত ভলিউম নং ৩, এডিএসআর তারকেশ্বরে নিবন্ধিত হাসান আলী -এর নামে। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর -** মানিক সামন্তের সম্পত্তি দ্বারা; **দক্ষিণ-** মানিক সামন্তের সম্পত্তি দ্বারা; **পূর্ব-** সেখ জিবাস আলী -এর সম্পত্তি দ্বারা; **পশ্চিম-** আজেত আলীর সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ১২.০৭.২০২৪
স্থান: ব্যান্ডেল
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

শাখা : আলিপুর শাখা
১/এ রোনাল্ডশে রোড, আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭
ফোন : (০৩৩) ২৪৭৯৬২৬৭
ইমেল : alipore@indianbank.co.in

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

প্রতি,
১. **মেসার্স এনকোডিজি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড**, ৩, ক্যানাল স্ট্রিট, লোকনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, ২য় তল, পব, কলকাতা - ৭০০০১৪
মেসার্স এনকোডিজি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪/৮ (পুরাতন ১৪), রাম সীতা ঘাট স্ট্রিট, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, হুগলি, পব, পিন - ৭১২২৩২
২. **শ্রী তুষার কান্তি দত্ত (ডিরেক্টর তথা জামিনদাতা বন্ধকদাতা)**, ফ্ল্যাট নং ৫এবিসি, ঝর্না গঙ্গা অ্যাপার্টমেন্ট, ৭৬, অমরেন্দ্র সরণি, উত্তরপাড়া, পব, পিন - ৭১২২৫৮
৩. **শ্রী সঞ্জয় সাধুখাঁ (ডিরেক্টর তথা জামিনদাতা)**, ৬৯, জে কে স্ট্রিট, উত্তরপাড়া কোতরং, হুগলি, পব, পিন - ৭১২২৫৮
৪. **শ্রী মনোজ কুমার আবস্থি (ডিরেক্টর তথা জামিনদাতা)**, ৪র্থ তল, ১৪/৮ (পুরাতন ১৪), রাম সীতা ঘাট স্ট্রিট, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, হুগলি, পব, পিন - ৭১২২৩২
শ্রী মনোজ কুমার আবস্থি (ডিরেক্টর তথা জামিনদাতা), সি-১/৫১৮, সেক্টর - জি, জানকিপুরম, লখনউ, উত্তরপ্রদেশ, পিন - ২২৬০২১
৫. **এনকোর ডিজিটেক প্রা. লি. ৩, ক্যানাল স্ট্রিট**, ২য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০১৪

বিষয় - আপনার বিজনেস লোন অ্যাকাউন্ট ৫০৩৮৬০২৮৯৩৪, ৫৮০০১০৯০১৯৭ এবং ৭১৩০৫২৪২৮৭ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ইএএলবি) আলিপুর শাখা

আপনাদের মধ্যে ১ম একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। আপনার মধ্যে ২য় এবং ৩য় এবং ৪র্থ জন উক্ত কোম্পানির ডিরেক্টর এবং আপনার প্রথম জনের দ্বারা নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টের জামিনদাতা। আপনার মধ্যে ৫ম কর্পোরেট জামিনদাতা লোন অ্যাকাউন্টের। ২য় জন জামিনদাতা বন্ধকদাতা এছাড়াও আপনার সম্পদগুলিকে আপনার প্রথমের দ্বারা নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টে নিরাপত্তা হিসাবে দায়বদ্ধ রেখেছে। আপনার অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আপনারা সকলেই তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা (লাখ টাকায়)
ক্যাশ ক্রেডিট (বিজনেস লোন)	৪০.০০
MSME TL-IND GECLS COVID 19	৭.৯৭
MSME_GECLS 1.0_EXTN-REPO	৩.৮৪

আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন -

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির ধরণ
১. ক্যাশ ক্রেডিট (বিজনেস লোন) ২. জিইসিএলএস লোন (টিএল) ৩. GECLS 1.0_EXTN Loan (TL)	১. অনুমোদন পত্রের স্বীকৃতি ২. চাহিদা প্রনোট ৩. দায়বদ্ধতার সাধারণ নথি ৪. স্বত্ব দলিল জমা নিশ্চিকরণের অতিরিক্ত নথি ৫. ব্যক্তিগত জামিনের চুক্তিপত্র ৬. কর্পোরেট জামিনের চুক্তিপত্র ৭. অন্যান্য সম্পর্কিত নথি

২৫.০৪.২০১৭ তারিখের গ্যারান্টি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে আপনার মধ্যে ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম ব্যক্তি দ্বারা পূর্বোক্ত ঋণের পরিশোধের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল। উল্লিখিত ঋণের পরিশোধগুলি কলকাতা, আলিপুরে বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়, যেমনটি নীচের তফসিলে দেওয়া হয়েছে।
বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনাদেরকে সুদের পরিমাণ সহ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে; আপনারা সবাই এবং আপনি যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তারা সবাই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ডিফল্ট করেছেন। লোন অ্যাকাউন্টটি **০৬.১১.২০২২** থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগের সাথে সম্পর্কিত নির্দেশাবলী/নির্দেশাবলী অনুসারে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
০৯.০৭.২০২৪ তারিখে আপনাদের দ্বারা প্রদেয় বকেয়া হল **৪৫২৫৬৬৮.৬৩ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার ছয়শো আটষট্টি টাকা এবং তেষট্টি পয়সা মাত্র)** এবং উল্লিখিত পরিমাণ **০৬.১১.২০২২** থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ বহন করে।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে ঋণগ্রহীতা শব্দের অর্থ হল যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধকী / চার্জ তৈরি করেছেন ব্যাংক দ্বারা।
অতএব, আপনাদেরকে এতদ্বারা বর্তমান তারিখ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ অর্থাৎ **৪৫২৫৬৬৮.৬৩ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার ছয়শো আটষট্টি টাকা এবং তেষট্টি পয়সা মাত্র)** এবং উল্লিখিত পরিমাণ ০৬.১১.২০২২ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ সেকশন ১৩ (২) এর অধীনে জারি করা নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য বলা হচ্ছে যা ব্যর্থ হলে উল্লিখিত আইনের অধীনে আপনাকে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে। আপনারা যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে এই তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের সাপেক্ষে তার প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনার দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে আইনের সেকশন ১৩ (১৩) এর বিধান অনুযায়ী বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিলে দেওয়া হয়েছে) ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে করা যাবে না। উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/আরও অফ ডিআরটি/ ডিআরএটি/ আদালত এর সামনে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো পক্ষপাত না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেইসি আইনের ১৩(৮) ধারার বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্ত হওয়ার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।"
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাঙ্কের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

তফসিল
সম্পদের সুনির্দিষ্ট বিশদ বিবরণ যেখানে নিরাপত্তা আগ্রহ তৈরি করা হয়েছে তা এখানে নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে-
বন্ধক রাখা সম্পদ-
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের (ইএএলবি) পক্ষে সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক,
আশা অ্যাপার্টমেন্ট নামে বিল্ডিং এর প্রথম ফ্লোরে কমবেশি ৬১৮ বর্গফুট এলাকা সমন্বিত স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং ১৪/৪ রাম সীতা ঘাট স্ট্রিট, ১৩ নং ওয়ার্ড, উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভা, পোস্ট- ভদ্রকালী, থানা- উত্তরপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২২৩২, জেলা - হুগলী।
হাইপোথেকেটেড সম্পদ -
সংরক্ষিত পণ্য, উৎপন্ন, পণ্যদ্রব্য এর স্টক প্রেমিসেস-
১. ৩, ক্যানাল স্ট্রিট, লোকনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, ১ম ফ্লোর, পঃবঃ, কলকাতা - ৭০০০১৪।
এবং
২. ১৪/৮ (পুরাতন-১৪) রাম সীতা ঘাট স্ট্রিট, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, হুগলি, পঃবঃ, পিন - ৭১২২৩২

স্থান : কলকাতা, তারিখ : ০৯.০৭.২০২৪
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র Bank of Maharashtra — দাবি নোটিশ ১৩(২) ধারা অধীনে

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস কলকাতা
ম্যাকলিয়ড হাউস, ৩ এন.এস. রোড, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪০৩৭ ৪৯০৫, ইমেল : dzmkolkata@mahabank.co.in

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইটারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা জোনের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলিতে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, ব্যাঙ্ক নীচে উল্লেখিত তারিখগুলিতে সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশ জারি করেছে। সকলের অবগতির জন্য এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে। নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা জোনের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলিতে অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে ভবিষ্যতের সুদের সাথে তারিখগুলিতে নীচে উল্লেখিত পরিমাণগুলি চুক্তিভিত্তিক হারে, দাবি নোটিশের তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত, ঋণ/এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত অন্যান্য চুক্তি এবং নথির অধীনে। উল্লিখিত চুক্তি এবং নথির অধীনে ঋণগ্রহীতার বাধ্যবাধকতার প্রতি নিরাপত্তা হিসাবে, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা জোনের শাখাগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পদগুলি দেখানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/শাখার নাম / ঠিকানা	ক) ইস্যুকৃত দাবি নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ তারিখ গ) অ্যাকাউন্ট নং	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত
১. **শ্রী কৌশিক ভট্টাচার্য** পিতা - তপন ভট্টাচার্য, জোরহাট সাঁকরাইল, পাছাল পাড়া, জোরহাট, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৩০২ **এছাড়াও এখানে-** **শ্রী কৌশিক ভট্টাচার্য** পিতা- তপন ভট্টাচার্য, সুভাষ পল্লী, হাট্টে মোড়, পোস্ট - শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পঃবঃ, পিন- ৭৩৪০০১ **শ্রী কৌশিক ভট্টাচার্য,** পিতা- তপন ভট্টাচার্য, ১ম ফ্লোর, গণেশায়ন অ্যাপার্টমেন্ট, ঘুগুমালি রোড, রবীন্দ্রনগর, অক্ষয় প্যালেস ভবনের কাছে, দার্জিলিং, পিন - ৭৩৪০০৬ **(ঋণগ্রহীতা)** ২. **শ্রীমতী রেশমি ভট্টাচার্য** স্বামী-কৌশিক ভট্টাচার্য প্রযত্নে- তপন ভট্টাচার্য, জোরহাট, সাঁকরাইল, পাছাল পাড়া, জোরহাট, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৩০২ **এছাড়াও এখানে-** **শ্রীমতী রেশমি ভট্টাচার্য,** স্বামী-কৌশিক ভট্টাচার্য, সুভাষ পল্লী, হাট্টে মোড়, পোস্ট - শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পঃবঃ, পিন- ৭৩৪০০১ **শ্রীমতী রেশমি ভট্টাচার্য** স্বামী- কৌশিক ভট্টাচার্য, ১ম ফ্লোর, গণেশায়ন অ্যাপার্টমেন্ট, ঘুগুমালি রোড, রবীন্দ্রনগর, অক্ষয় প্যালেস ভবনের কাছে, দার্জিলিং, পিন - ৭৩৪০০৬ **(সহ ঋণগ্রহীতা)** **শাখা - শিলিগুড়ি**	১) ২১.০২.২০২৪ ২) ০১.০৯.২০২৩ ৩) ৬০৩৫০৯১০৭৩৯ ৬০৪৪২৪৮৮৭৬৮	**৩৩,১০,৭২২/- টাকা** (তেত্রিশ লক্ষ দশ হাজার সাতশো বাইশ টাকা মাত্র) তদুপরি অপ্রয়োগিত ভবিষ্যত সুদ @ ২১.০২.২০২৪ থেকে কার্যকর প্রযোজ্য হারে ।	'গণেশায়ন অ্যাপার্টমেন্ট' বিল্ডিংয়ের, ১ম ফ্লোরে ৯০০ বর্গফুট পরিমাপের ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার প্লট নং ১১৫৮১(পি) (আরএস), খতিয়ান নং ২৯৫৫/১(আরএস), জেএল নং ১১০(৮৮), তৌজি নং ০৩(জেএ) ওয়ার্ড নং ২১ ঘুগুমালি মেইন রোড, বকুলতলা মোড়, রবীন্দ্রনগর, অক্ষয় প্যালেস ভবনের কাছে, শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পঃবঃ - ৭৩৪০০৬ শ্রী কৌশিক ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী রেশমি ভট্টাচার্যের মালিকানাধীন।
১. **শ্রী বাপি মন্ডল,** কালিকাপুর, থানা- সোনারপুর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৩৩০ **এবং এখানে বসবাস করছেন-** **শ্রী বাপি মন্ডল,** ফ্ল্যাট নং ২বি ২য় ফ্লোর, ব্লক এ, ড্যাফোডিল গীতাঞ্জলি গার্ডেন, কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বারুইপুর কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১৪৪ **(ঋণগ্রহীতা)** ২. **শ্রী শেখর নস্কর** পিতা- শঙ্কর নস্কর, কালী মন্দিরের কাছে, কালিকাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৩০ (জামিনদার) **শাখা- সল্টলেক**	১) ২৭.০২.২০২৪ ২) ২৫.০২.২০২৪ ৩) ৬০৩৫৯০৬০৫৮৮	**১২,৯০,১৯৯/- টাকা** (বারো লক্ষ নব্বই হাজার একশত নিরানব্বই টাকা মাত্র) তদুপরি অপ্রয়োগিত ভবিষ্যত সুদ @ ২৭.০২.২০২৪ থেকে কার্যকর প্রযোজ্য হারে ।	'গীতাঞ্জলি গার্ডেন' নামক অ্যাপার্টমেন্ট এ ফেজ ২ ব্লক এ ড্যাফোডিল এ ২য় ফ্লোরে ৫১০ বর্গফুটের মধ্যে ৩৩ এসবিইউএ পরিমাপের ফ্ল্যাট নং ২বি এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার হোল্ডিং নং ৩১৫ এবং ৩৫৭ মৌজা বিরলা ধাম নগর উত্তর কল্যাণপুর জেএল নং ৩৮ তৌজি নং ৬৩ এবং ৬৪ এবং আরএস দাগ নং ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ২৯৭,২৯৪,২৯৬,২৯৫, ২৯২,২৯৩ এলআর খতিয়ান নং ১২৫০ এবং ৫১৯ আরএস খতিয়ান নং ১৯০ এবং ৯৮ এডিএসআর বারুইপুর এবং থানা- বারুইপুর, কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে দক্ষিণ ২৪ পরগণা কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৪৪। **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তর** প্রশস্ত রাস্তা, **পূর্ব দিকে বা অভিমুখে-** ব্লক, আই-অ্যাস্টার, **পশ্চিম দিকে বা অভিমুখে-** ব্লক - ই-গ্লোরি, **দক্ষিণ দিকে বা অভিমুখে** - ব্লক - সি-আইরিস দ্বারা।
১. **শ্রী সুকুমার সামন্ত,** গ্রাম-রামকৃষ্ণপল্লী, চামরাইল, থানা- লিলুয়া, জেলা - ল্যান্ড মার্ক- কোনা হাইওয়ের পাশে, পতঞ্জলি যোগ পীঠ ট্রাস্ট, রামকৃষ্ণপল্লী জন কল্যাণ সংঘ ক্লাব, হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ ৭১১১১৪ **(ঋণগ্রহীতা)** ২. **শ্রীমতী সঙ্গীতা সামন্ত,** গ্রাম-রামকৃষ্ণপল্লী, চামরাইল, থানা- লিলুয়া, জেলা - ল্যান্ড মার্ক- কোনা হাইওয়ের পাশে, পতঞ্জলি যোগ পীঠ ট্রাস্ট, রামকৃষ্ণপল্লী জন কল্যাণ সংঘ ক্লাব, হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ ৭১১১১৪ **(সহ-ঋণগ্রহীতা)** **শাখা- শ্যামবাজার**	১) ২১.০৩.২০২৪ ২) ১৮.০৩.২০২৪ ৩) ৬০৩৪৬৯৮৩১৪৮ ৬০৩৬৭৪৭৩৯৩৮	**১৫,৮৮,৪৯৯/- টাকা** (পনের লক্ষ অষ্টআশি হাজার চারশো নিরানব্বই টাকা মাত্র) তদুপরি অপ্রয়োগিত ভবিষ্যত সুদ @ ২১.০৩.২০২৪ থেকে কার্যকর প্রযোজ্য হারে ।	প্রস্তাবিত দুই তলা আবাসিক ভবন পরিমাপ প্রায় কমবেশি ২০০৮ বর্গফুট (গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১০০৪ বর্গফুট এবং ২য় ফ্লোরে ১০০৪ বর্গফুট) সহ ২ কাঠা ০ ছটাক ৠ বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার মৌজা- চামরাইল, জেএল নং ১০৫, এলআর খতিয়ান নং ৬৫৩২, আরএস দাগ নং ৩০৭১ সংশ্লিষ্ট এলআর দাগ নং ৩১১৩ চমরাইল গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-লিলুয়া, জেলা- হাওড়া, শ্রী সুকুমার সামন্তের মালিকানাধীন। স্বত্ব দলিল নং ০০৩২৮/২০১৮ **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তর দিকে বা অভিমুখে** - ৮ ফুট চওড়া সিসি পঞ্চায়েত রোড দ্বারা, **পূর্ব দিকে বা অভিমুখে-** প্লট ৩০৭১ দ্বারা, **পশ্চিম দিকে বা অভিমুখে-** অন্যের খালি জমি দ্বারা, **দক্ষিণে বা দিকে বা অভিমুখে-** অন্যদের খালি জমি দ্বারা।
১. **মেসার্স ওয়েলবিল্ট স্বত্বাধিকারী- শ্রী গৌরব ভট্টাচার্য,** তপন কুমার ভট্টাচার্য, গ্রাম - জামালপুর, পোস্ট - বি চাঁদিপুর, থানা-বজবজ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১৩৭ **(ঋণগ্রহীতা)** ২. **শ্রী গৌরব ভট্টাচার্য,** (শ্রী তপন কুমার ভট্টাচার্যের বৈধ উত্তরাধিকারী) পিতা- হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, গ্রাম - কালিকাপুর, পোস্ট - উত্তর রায়পুর, থানা-বজবজ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা,পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১৩৭ **(জামিনদার)** ৩. **শ্রী গৌরব ভট্টাচার্য,** (শ্রীমতী কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের আইনী উত্তরাধিকারী) স্বামী-শ্রী তপন কুমার ভট্টাচার্য, গ্রাম - কালিকাপুর, পোস্ট- উত্তেসার রায়পুর, থানা-বজবজ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১৩৭ (জামিনদার) **শাখা - দোস্তিপুর**	১) ২৯.০৪.২০২৪ ২) ২০.০৪.২০২৪ ৩) ৬০৩৭৬৫২৩৭৭৫ ৬০৩৭৬৫২৯৩১৪	**১,০৯,৮৭,২১৬/- টাকা** (এক কোটি নয় লক্ষ সাতাশি হাজার দুইশো ষোল টাকা মাত্র) তদুপরি অপ্রয়োগিত ভবিষ্যত সুদ @ ২৯.০৪.২০২৪ থেকে কার্যকর প্রযোজ্য হারে ।	শ্রীমতী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য ও তপন ভট্টাচার্য্য নামে প্রায় ০৬.৩৩ শতক এবং ৮.২৫ শতক মোট ১৪.৫৮ শতক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার মৌজা - বুইটা, জেএল নং ৩৩, তৌজি নং ৩৮৯, রে. সা নং ২৩ আরএস দাগ নং ৬৮০, এলআর দাগ নং ৫৪১, আরএস খতিয়ান নং ৫৮২, এলআর খতিয়ান নং ২৭০৯/১ সংশ্লিষ্ট এলআর খতিয়ান নং ৪২৯১ এবং ৪২৯০ মৌজা বুইটা, এডিএসআর এবং থানা- বজবজ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা সেইসঙ্গে তদুপরি নির্মিত ভবন।
১. **শ্রী স্বপন মন্ডল** **ঠিকানা** - কোরা চণ্ডীগড়, পাত্র পাড়া ওয়ার্ড নং ২, মধ্যমগ্রাম কলকাতা- ৭০০১৩০ ২. **শ্রীমতী সাহিবা মন্ডল** **ঠিকানা** - কোরা চণ্ডীগড়, পাত্র পাড়া ওয়ার্ড নং ২, মধ্যমগ্রাম কলকাতা - ৭০০১৩০ ৩. **শ্রী দীনেশ মিশ্র** পিতা- রামসাগর মিশ্র, ২০, শিব কৃষ্ণ দা লেন, কলকাতা - ৫৪ **শাখা- বিধাননগর**	১) ১২.০৪.২০২৪ ২) ০৪.০৩.২০২৪ ৩) ৬০১৬৪৮১৬৬১৬	**৬,১৪,৬৪১/- টাকা** (ছয় লক্ষ চৌদ্দ হাজার ছয়শো একচল্লিশ টাকা মাত্র) তদুপরি অপ্রয়োগিত ভবিষ্যত সুদ @ ১২.০৪.২০২৪ থেকে কার্যকর প্রযোজ্য হারে ।	প্রায় ০২ কাঠা ০৪ ছটাক ০৯ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক এবং সেইসঙ্গে প্রায় ২৪০০ বর্গফুট পরিমাপের ২ তলা আবাসিক ভবন যার আরএস দাগ নং ৭১২, খতিয়ান নং২১১, মৌজা - কোনরা, জেএল নং ২৭, হোল্ডিং নং ৩৮/এ/২, পাত্র পাড়া, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার অধীনে কোরাচন্ডিগড়, ওয়ার্ড নং ০২, বিক্রয় দলিল নং ৪১৫৫/১৯৯৮ তারিখ- ২৪.১১.১৯৯৮ এডিএসআর বারাসতে নিবন্ধিত স্বপন মন্ডলের মালিকানাধীন। **উত্তর দিকে বা অভিমুখে-** জমি নং ৭১২, **পূর্ব দিকে বা অভিমুখে-** আট ফুট রাস্তা জমি নং ২ এর উপর **পশ্চিম দিকে বা অভিমুখে** - অন্যের জমি, **দক্ষিণে বা অভিমুখে-** জমি নং ৭১২ দ্বারা।
১. মেসার্স রিগ্যাল টারপাউলিন সার্ভিসেস **শ্রীমতী নবপ্রীত কৌর মুল্লে (স্বত্বাধিকারী) (ঋণগ্রহীতা)** ফ্ল্যাট নং. ১, ১ম ফ্লোর, চৈতন্য নিবাস, ১ নং মহিশীলা কলোনি, শিমুলতলা, মিলন সমিতি ক্লাবের কাছে, পিন - ৭১৩৩০১, পশ্চিমবঙ্গ মেসার্স রিগাল টারপাউলিন সার্ভিসেস **শ্রীমতী নবপ্রীত কৌর মুল্লে (স্বত্বাধিকারী)** ১৭৫/৩, বিবি কলেজ রোড, উষাগ্রাম, আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩০৩ মেসার্স রিগাল টারপাউলিন সার্ভিসেস **শ্রীমতী নবপ্রীত কৌর মুল্লে (স্বত্বাধিকারী)** পিতা- নাগেন্দর মুল্লে, হাউস নং - ৩০, সুকান্তপল্লী-২, গুরুদ্বারের পিছনে, পশ্চিম রাঙ্গামাটিয়া, রূপনারায়ণপুর, রূপনারায়ণপুর বাজার, পশ্চিম বর্ধমান, পিন -৭১৩৩৬৪ ২. **শ্রী ভিকি সিং আহুজা (জামিনদার)** ফ্ল্যাট নং. ১, ১ম ফ্লোর, চৈতন্য নিবাস, ১ নং মহিশীলা কলোনি, শিমুলতলা, মিলন সমিতি ক্লাবের কাছে, পিন - ৭১৩৩০১, পশ্চিমবঙ্গ **শ্রী ভিকি সিং আহুজা** ১৭৫/৩, বিবি কলেজ রোড, উষাগ্রাম, আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩০৩ **শ্রী ভিকি সিং আহুজা,** মনোহরবাহাল, পোস্ট- কন্যাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩০৩ **শাখা - আসানসোল**	১) ২২.০৩.২০২৪ ২) ২৯.১২.২০২৩ ৩) ৬০৩৮২৬৯৫১৬৯	**১০,৮৫,০৫৮/- টাকা** (দশ লক্ষ পঁচাশি হাজার আটান্ন টাকা মাত্র) তদুপরি অপ্রয়োগিত ভবিষ্যত সুদ @ ২২.০৩.২০২৪ থেকে কার্যকর প্রযোজ্য হারে ।	প্রাথমিক নিরাপত্তা- স্টকের হাইপোথেকেশন এবং বুক ডেটস **জামানত নিরাপত্তা- শূন্য**

তারিখ : ১১.০৭.২০২৪, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অ্যাসি. জেনারেল ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র

কাটমানি না দেওয়ায় কন্যাশ্রীর ফর্মে কারচুপির অভিযোগ

বিডিওকে অভিযোগ জানাল ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কন্যাশ্রীর সুবিধা পেতেই আবেদন করেছিল এক ছাত্রী। কিন্তু দাবি মতো কাটমানি না দেওয়ায় আবেদনকারী ছাত্রীকে বিবাহিত দেখিয়ে সেই প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ উঠল এক পঞ্চায়েত সহায়কের বিরুদ্ধে। পুরো বিষয়টি নিয়ে ওই ছাত্রী সংশ্লিষ্ট এলাকার বিডিওর কাছে অভিযোগ জানাতেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। ইতিমধ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পের কাটমানির প্রতিবাদ জানিয়ে ওই ছাত্রী পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে, চাঁচল মহকুমার রতুয়া থানার চাঁদমণি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বোমপাল গ্রামে।

রতুয়া ১ ব্লকের বিডিও রাকেশ টোপ্পো জানিয়েছেন, অভিযোগ গুরুতর। তবে এই অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওই সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে আইনগত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি ওই ছাত্রী যাতে দ্রুত কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পায় সেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

প্রশাসন এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রতুয়া-১ ব্লকের চাঁদমণি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বোমপাল গ্রামের

বাসিন্দা রবিউল ইসলাম। তাঁর মেয়ে সুলতানা পারভিন স্থানীয় বাটনা জেএমও সিনিয়র মাদ্রাসার একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত। দেড় বছর আগে সুলতানার বয়স ১৮ বছর হয়। নিয়মমতো তিনি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কাছে কন্যাশ্রী প্রকল্পের কে-২ ফর্ম পূরণ করেন। মাদ্রাসার তরফে সেই ফর্ম ভেরিফিকেশন করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় স্থানীয় পঞ্চায়েত দপ্তরে। সুলতানার ফর্মের সঙ্গে তাঁর বাস্তব খ তিয়ে দেখার কথা ওই পঞ্চায়েতের সহায়ক শান্তনু দাসের। তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতেই ব্লক থেকে কন্যাশ্রীর নাম পাঠানো হবে জেলায়।

ছাত্রী সুলতানা পারভিনের অভিযোগ, কন্যাশ্রী প্রকল্পের ফর্ম অনুমোদন করে ব্লকে পাঠাতে ঘুষ দাবি করেন শান্তনু নামে ওই পঞ্চায়েত সহায়ক। সেই দাবি না মানায় তিনি তাঁর রিপোর্টে সুলতানাকে বিবাহিত বলে উল্লেখ করে। এর জেরে সুলতানার ফর্ম বাতিল হয়ে যায়।

ছাত্রী সুলতানা আরও বলেন, 'আমার সঙ্গে একাধিক বান্ধবীও কে-২ ফর্ম জমা করেছিল, ওদের সবার ভেরিফিকেশন হয়ে গেলেও আমার হয়নি। আমি শান্তনুবাবুর কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি আমার কাছে টাকা দাবি করেন। আমি টাকা না দেওয়ায় তিনি আমার ফর্ম ব্লকে পাঠাননি। এনিয়ে আমি বিডিওকে অভিযোগ দায়ের করেছি। বাটনা জেএমও সিনিয়র মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আনওয়ারুল হক জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গেও কথা বলেছি।

এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই পঞ্চায়েত সহায়ক অবশ্য কোনওরকম মন্তব্য করেননি, রতুয়া ১ ব্লকের বিডিও রাকেশ টোপ্পো বলেন, ওই ছাত্রীর অভিযোগ পেয়েছি। লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনগত ব্যবস্থা না হবে।

সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে বাম-কংগ্রেস জোটের পোলিং এজেন্টকে আটক

পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: ভোট পরবর্তী রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য এলাকায়। এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত মহারাজপুর এলাকায়। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন। ইতিমধ্যেই মহঃ নবাব নামে এক বাম-কংগ্রেস জোটের পোলিং এজেন্টকে আটক করেছে পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ১০ জুলাই রায়গঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচন ছিল। রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত মহারাজপুর এলাকার বাসিন্দা মহঃ নবাব রায়গঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী মোহিত সেনগুপ্তের পোলিং এজেন্ট হিসেবে এলাকার একটি বুথে ছিলেন। ওই এলাকায় সকাল থেকে ভোট গ্রহণপর্ব ঠিকঠাকভাবেই চলছিল। বেলা বাড়তেই ধীরে ধীরে ওই এলাকায় অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ।

নবাবের স্ত্রী আলো খাতুন জানিয়েছেন, বুধবার একটি বুথে তার স্বামী ভুয়ো ভোটারকে ভোটদানে বাঁধা দিয়েছিলেন। ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হয়ে বাড়ি ফেরার পথে তার স্বামী মহঃ নবাবকে স্থানীয় হোসেন ও দিলদার সহ তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা তাকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। কোনোক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে যায় মহঃ নবাব। বাড়িতে এসে গোটা ঘটনাটি নবাব তার স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের জানায়। বৃহস্পতিবার সকালে নবাব এলাকার একটি চায়ের দোকানে গেলে সেখানে দেখতে পায় হোসেন ও দিলদার ওই চায়ের দোকানে বসে আছে। সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মী রঞ্জিত হোসেন সেখান থেকে যাচ্ছিল তখন নবাব ওই রঞ্জিত হোসেনকে তাকে কেন মারধর করার কারণ জিজ্ঞেস করলে রঞ্জিত হোসেন ও নবাবের মধ্যে ফের গন্ডগোল শুরু হয়। নবাবের পরিবারের সদস্যদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করেন নবাবের স্ত্রী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রায়গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। আলো খাতুন বলেন, পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো আমার স্বামীকে তুলে নিয়ে যায় থানাতে।

অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা জোটের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তৃণমূল কংগ্রেস অঞ্চল চেয়ারম্যান সঞ্জয় কুমার দে। তিনি জানিয়েছেন, ওই চায়ের দোকানে পাশ দিয়ে যখন আমাদের দলের কর্মী রঞ্জিত হোসেন যাচ্ছিলেন তখন মহঃ নবাব রঞ্জিত হোসেনের পথ আটকে তাকে উল্টো মারধর করে বলে পাল্টা অভিযোগ করেন। অপরদিকে সিপিএম নেতা উত্তম পাল জানিয়েছেন, মহঃ নবাব বাম কংগ্রেসের একজন সক্রিয় কর্মী। এ বিষয়ে আমরা রায়গঞ্জ থানার আইসিকে জানিয়েছি। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীরামপুর স্টেশনে বইয়ের স্টল বন্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার নাগরিক সমাজ

রূপম চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামপুর: হুগলির গঙ্গা তীরবর্তী শ্রীরামপুর শহর একটি প্রাচীন ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক গরিমার প্রতীক। এই শহরেই প্রথম হরফ তৈরি হয়। এই শহরে আছে ছ'শো বছরের প্রাচীন রথ, আছে দুশো বছরের কলেজ, আছে দেড়শো বছরের পুরসভা। এই শহরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সতত প্রবহমান। এখানে নিয়মিত নাট্যচর্চার পাশাপাশি গভীর ভাবে সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চাও হয়। এই শহরের প্রাচীন রেল স্টেশনও জেলার গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র।

কিন্তু শহরের নাগরিকদের আবেগকে কোনও গুরুত্ব না দিয়েই রেল কর্তৃপক্ষ রেল স্টেশনে থাকা একমাত্র বইয়ের স্টলটিকে চা কফি নরম পানীয়ের স্টলে পরিণত করেছে। যদিও অপর প্ল্যাটফর্মে অনুরূপ দু'টি স্টল আছে, যার একটি আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওই বইয়ের স্টলটি শুধুমাত্র বাণিজ্যই করত না, শ্রীরামপুর শহর তথা জেলার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের কাজও করত।

রেলের চিরাচরিত সংস্কৃতি অনুযায়ী যা সাযুজ্যপূর্ণ নয়। সংস্কৃতির ওপর এই আঘাত নাগরিকদের গভীর ভাবে ব্যথিত করেছে। তাই শ্রীরামপুর শহরের সংস্কৃতিমনস্ক নাগরিকরা রেলমন্ত্রীর কাছে এক খোলা চিঠিতে পুনরায় বইয়ের স্টলটি চালু করার আবেদন করতে চলেছেন। খোলা চিঠি আগামী ১১ জুলাই ২০২৪ সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীরামপুর স্টেশনের টিকিট বুকিং কাউন্টারের সামনে প্রকাশ করা হবে এবং তা লিফলেট আকারে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হবে। পাশাপাশি রেলমন্ত্রীর কাছে পুনরায় বইয়ের স্টলটি চালু করার দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হবে বলে জানিয়েছেন নাগরিক উদ্যোগের পক্ষে গৌতম সরকার।

ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Union Bank of India | আন্ধ্রা Andhra | কর্পোরেশন Corporation

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **"যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে আগামী ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে ১০,০০০/- টাকা। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ২৬.০৭.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৫.০৭.২০২৪, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) গ) অকশনের তারিখ ও সময় ঘ) বিড/ইএমডি জমার তারিখ	মোট বকেয়া ০৬.০৫.২০২৪ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)
১.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স ভি.এন. মার্কেটিং প্রাঃ লিঃ** **শাখা- রহমানিয়া হাই স্কুল** **সম্পত্তি: শ্রী অপরেশ ঘোষ** পিতা- সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ এর নামে স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস প্লট নং-৩০১১, আরএস খতিয়ান নং-৪, জেএল নং-২০, মৌজা- আসানসোল পৌরসভা, ধর্মপল্লী, ধর্মপল্লী ফুটবল মাঠের কাছে। **সীমানা:** উত্তর- ১৬' চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- প্রিয়রঞ্জন মুখার্জির সম্পত্তি, পূর্ব- ৫' চওড়া রাস্তা, পশ্চিম- অমরেশ ঘোষের অংশ দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: রাকেশ গুপ্তা: ৬২৬৫০৫৯৮৬৭**	ক) ৫১,৭৩,০০০/- টাকা খ) ৫,১৭,৩০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	৪৩,১৫,০৮৭.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ পনেরো হাজার সাতাশি টাকা মাত্র)
২.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স সুমন এজেন্সি** **শাখা- বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি-** ১. মৌজা বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রী সুবীর দাস এর নামে** বিক্রয় দলিল নং ১২২৯৩, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। ২. মৌজা, বালিডাঙ্গা জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং (পুরানো) ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রী সুবীরের দাস এর নামে** বিক্রয় দলিল নং ১২৬৬৭, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। পরিবেষ্টিত- উত্তর- মালিকের দোকান, দক্ষিণ- কার্তিক চন্দ্র দে-এর দোকান, পূর্ব- বড়নীলপুর বাজার, পশ্চিম- কমন প্যাসেজ। **যোগাযোগ ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার: ৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	ক) ১৮,৬৩,০০০/- টাকা খ) ১,৮৬,৩০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	২০,৩৬,৫১৩.০০ টাকা (কুড়ি লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশত তেরো টাকা মাত্র)
৩.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স তামান্না জুয়েলারি ওয়ার্কস** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **১. সম্পত্তি-** স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১২, আরএসও এলআর প্লট নং ৭৩৩, বাস্তু এলাকা- ৩.৪১৬ ডেসিমেল এবং আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৪ এলাকা ১.৬৬ ডেসিমেল বরাবর **নাসিরুদ্দিন মণ্ডলের নামে** দুই তলা পাকা বিল্ডিং এবং এটি **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - মসাবুরান্দ সাদরেয়া আলম মন্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবুদুর রহিমের খালি জমি, দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ এবং চাঁদের ঘর এবং; ২. স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৫৯ এবং ৮৫৮, আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৩ বাস্তু এরিয়া ০১ ডেসিমেল দুই তলা পাকাবিল্ডিং সহ **নাসিরুদ্দিন মন্ডল এবং সাহাবুদ্দিন মন্ডলের নামে** দুইতলা বিল্ডিং সহ এবং এর **সীমানা:** উত্তরে - মসবুরান্দ সাদরিয়া আলম মণ্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবদুর রহিমের খালি জমি, পূর্ব- ৬ ফুট চওড়া পথ ও চাঁদের বাড়ি; মোট এলাকা ৬.০৭৬ ডেসিমেল কিন্তু নির্মাণ এলাকা হল ১৭১৬ বর্গফুট- সাগরাই গ্রাম পঞ্চায়েত মৌজা- কেউদিয়া থানা-খণ্ডঘোষ জেলার -পূর্ব বর্ধমান অধীনে জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু: ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	ক) ২৯,৮২,০০০/- টাকা খ) ২,৯৮,২০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	৪৮,৯৯,৯১০.০০ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত দশ টাকা মাত্র)
৪.	**ঋণগ্রহীতা: নূর আলী** **শাখা- রামপুরহাট শাখা** **সম্পত্তি:** মৌজা করিমপুর, জেএল নং-৫২, থানা- নলহাটি, এলআর খতিয়ান নং- ২৩৬২, আরএস এবং এলআর প্লট নং- ৩৬৫, জেলা- বীরভূম এ অবস্থিত জনাব নূর আলী রেজা পিতা- মোঃ আলীর একতলা বাণিজ্যিক গোডাউন ভবন (অসম্পূর্ণ) সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর পরিমাপ ০৭ ডেসিমেল (প্রায়)। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- মোঃ হাদ্দোপ আলীর বাড়ি, দক্ষিণ- নজরুল আলীর বাড়ি, পূর্ব- এনএইচ ৩৪, পশ্চিম- মারুতি স্টোরের খালি জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: কেএসপি সিনহা- ৯১২৩০৬৬৯০৪**	ক) ২৬,৩৭,০০০/- টাকা খ) ২,৬৩,৭০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	১০,০৮,১৫৩.০০ টাকা (দশ লক্ষ আট হাজার একশত তিপ্পান্ন টাকা মাত্র)
৫.	**ঋণগ্রহীতা : মীর হাসনাত আলী** **শাখা- খাসপুর পীরতলা** **সম্পত্তি - মীর হাসনাত আলী এবং মিসেস রেশমি বেগমের মালিকানাধীন** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ ৬.৫ শতক, মৌজা-আর্গুনে অবস্থিত, পোস্ট- পাকুড়হাঁস, থানা- কেতুগ্রাম, জেলা- বর্ধমান বিয়ারিং জেএল নং-৪৪, খতিয়ান নং - ৭২১, এলআর খতিয়ান নং-১৩১৫ও ১৩১৬, প্লট নং-১২৩৩, এলআর প্লট নং-১৩৪৮। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- পুকুর, দক্ষিণ- রাস্তা, পূর্ব- আবু বক্করের দ্বিতীয় এসটিডি বিল্ডিং, পশ্চিম- বাসু সেখের মাটির বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শিও শংকর ওরাওঁ : ৯৬৪৮৪ ৯০৬০৪**	ক) ৪১,৬৬,০০০/- টাকা খ) ৪,১৬,৬০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	১০,০৬,২৩৯.০০ টাকা (দশ লক্ষ ছয় হাজার দুইশত ঊনচল্লিশ টাকা মাত্র)
৬.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এমসিএম অ্যাগ্রো,** **শাখা: পুরুলিয়া** **সম্পত্তি:** জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত বিল্ডিং,আর এস প্লট নং ৮৮৮ (পি), আর.এস. খতিয়ান নং ৭৬, জেএল নং ২৮৯/৪, মৌজা- দুলমি, এলআর খতিয়ান নং ২০৩৫, জেলা পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১০২ -তে অবস্থিত, প্রায় ৩.৬১ দশমিক পরিমাপ এবং **পরিবেষ্টিত :** উত্তরে : অশোক মাহাতোর সম্পত্তি, দক্ষিণে : দেবাশীষ বাবুর সম্পত্তি, পূর্বে : অন্যের সম্পত্তি, এবং পশ্চিমে : ৮' প্রশস্ত রাস্তা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: অর্জুন কুমার দাস - ৭৯৯১১৩৩২৯৬**	ক) ৫০,৮৮,০০০/- টাকা খ) ৫,০৮,৮০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	১,০১,৯১,৮৯৯.০০ টাকা (এক কোটি এক লক্ষ একানব্বই হাজার আটশত নিরানব্বই টাকা মাত্র)
৭.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স রয়্যাল বেঙ্গল সিডস প্রাইভেট লিমিটেড** **শাখা- বর্ধমান প্রধান শাখা** **সম্পত্তি :** এলআর প্লট নং- ১৭২৬, এলআর খতিয়ান নং- ১৩২, ২১২৯, জেএল নং- ১৩৬, আরএস খতিয়ান নং- ৯৫৭ গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে **তাপস চৌধুরীর নামে** একতলা আবাসিক বিল্ডিংয়ের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার পরিমাপ ৫ ডেসিমেল, বাস্তু শ্রেণীবদ্ধ হিসেবে, স্ব-অধিকৃত, **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- তপন চৌধুরী,, দক্ষিণ- গণেশ দে, পূর্ব- পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিম- আজিলকুমার চৌধুরী, দলিল নং আই-১৩২০ তারিখ- ১৪.০৩.২০০৮।	ক) ১৪,৫০,০০০/- টাকা খ) ১,৪৫,৬০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	৫,৬৮,৯২,৯৫২.০০ টাকা (পাঁচ কোটি আটষট্টি লক্ষ বিরানব্বই হাজার নয়শত বাহান্ন টাকা মাত্র)
	গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এলআর, প্লট নম্বর ১৭২৭, এলআর খতিয়ান নম্বর- ১০৬,২১২৯,২১৫৯ জেএল নম্বর ১৩৬, থানা-বর্ধমান, জেলা, পূর্ব বর্ধমান, হাট গোবিন্দপুর, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে **তাপস চৌধুরী এবং রেখা চৌধুরীর নামে** খালি জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, পরিমাপ ১০ ডেসিমেল, বাস্তু হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- পঞ্চায়েত রাস্তা, দক্ষিণ- তপন চৌধুরী সিংহ, পূর্ব- আরতি রানী, পশ্চিম- ভেস্টেড জমি, ডিড নং আই-১৩১৭ এবং ১৩৫৮ তারিখ-০৭.০৪.২০০৮।	ক) ১০,৫৩,০০০/- টাকা খ) ১,০৫,৩০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	
	গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থানা অধীনে এলআর প্লট নং ১৪৬৯, এলআর খতিয়ান নং ২১২৯, জেএল নং ১৩৬-এ **তাপস চৌধুরী এবং অপূর্ব কুমার চৌধুরীর নামে** দ্বিতল ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। জমি- ২২.০০ লক্ষ বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, হাটগোবিন্দপুর, যার পরিমাপ ১১ ডেসিমেল। বাস্তু হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ, নিজের দখলে। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- শ্রীকুমার কুন্ডু, দক্ষিণ- পঞ্চানন চৌধুরী, পূর্ব- পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিম-পঞ্চানন চৌধুরী। ডিড নং আই-৪৯৪১/২০২২, আই-৪৯৪২/২০২২, আই-১৫১৮ তারিখ- ১১.০৪.২০০৮।	ক) ২৯,৪৬,০০০/- টাকা খ) ২,৯৪,৬০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	
	রয়্যাল বেঙ্গল সিডস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে এলআর প্লট নং ১৪২, এলআর খতিয়ান নং ২১২৯,২১৩২,২১৩৭,২১৩৪,২১৩৮ জেএল নং ১৩৬ গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বীজ কারখানার ন্যায়সঙ্গত বন্ধক,যার থানা- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান। হাটগোবিন্দপুর, যার পরিমাপ ৯৫ ডেসিমেল, নিজের দখলে থাকা গোডাউন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- গোবিন্দ বড়াল ও অন্যান্যদের জমি, দক্ষিণ- দত্ত ও অন্যান্যদের জমি,পূর্ব- মোদক ও ঘোষালের জমি, পশ্চিম- ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার - ৭০৬৩৫ ৮৯৯৩০**	ক) ২,৫৬,৬১,০০০/- টাকা খ) ২৫,৬৬,১০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	
৮.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স কেটিএল সিডস ফার্ম প্রাঃ লিঃ** **শাখা- বর্ধমান মেইন (৪১৫৪০)** **সম্পত্তি:** এলআর প্লট নং-১৪১,১৪২, এলআর খতিয়ান নং- ২১২৯, ২১৫৯, ২১৩৭, ২১৩৮,২১৩২,৬০৩/১১০৬, জেএল নং- ১৩৬ গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, হাটগোবিন্দপুরে **কেটিএল সিডস ফার্ম প্রাঃ লিঃ এর নামে** বীজ কারখানার ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার পরিমাপ ১১০ ডেসিমেল গোডাউন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ, নিজস্ব দখলে, ডিড নং আই-২৭০৮, তারিখ- ০২.০৭.২০১৩। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- সামন্তের জমি, দক্ষিণ- রামগোপাল প্রামাণিক, পূর্ব- মৃত্যুঞ্জয় পাঞ্জা, পশ্চিম- রাস্তা দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার - ৭০৬৩৫ ৮৯৯৩০**	ক) ৩,৬৫,৮৭,০০০/- টাকা খ) ৩৬,৫৮,৭০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	৫,০২,০৫,২৭৩.০০ টাকা (পাঁচ কোটি দুই লক্ষ পাঁচ হাজার দুইশত তিয়াত্তর টাকা মাত্র)
৯.	**ঋণগ্রহীতা : জনাব কাজীবর রহমান** **শাখা: রামপুরহাট** **সম্পত্তির বিবরণ:** রামপুরহাট মৌজায় অবস্থিত **জনাব কাজীবর রহমানের মালিকানাধীন** জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, উপহারের দলিল নং আই-৮৭২ সাল- ২০০৫,১৪৫২ সাল- ২০১০, ৫৮১৫ সাল-২০১১, জেএল নং ৭৭, এলআর খতিয়ান নং-৬৪২৬, এলআর প্লট নং-৩২০৫, জমির পরিমাপ- ৭.০০ ডেসিমেল (কমবেশি)। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর মালতি মন্ডল, দক্ষিণ- কাজীবর রহমান, পূর্ব- মাগিবর রহমান, পশ্চিম- খালি জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	ক) ৩৮,১১,০০০/- টাকা খ) ৩,৮১,১০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	১২,৬৮,৮১৩.০০ টাকা (বারো লক্ষ আটষট্টি হাজার আটশত তেরো টাকা মাত্র)
১০.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজ** **শাখা- আঁখোনা** **সম্পত্তি** - মৌজা চাকতা, জেএল নং- ২, খতিয়ান নং- ১২৬১, এলআর প্লট নং- ২৫৯২, এলআর খতিয়ান নং. -২৪০০, আঁখোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা কেতুগ্রাম। **আজিজুল হকের নামে** ২ শতক (প্রায়) পরিমাপের জমি ও বিদ্যমান এক তলা বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- হাসনা বিবির খোলা জমি, দক্ষিণ- মালিক অন্য প্লটের খোলা জমি, পূর্ব- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম- মালিক প্লটের খোলা জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শিও শংকর ওরাওঁ : ৯৬৪৮৪ ৯০৬০৪**	ক) ৪,৫৪,০০০/- টাকা খ) ৪৫,৪০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	১০,০০,৭০৮.০০ টাকা (দশ লক্ষ সাতশত আট টাকা মাত্র)
১১.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এভারগ্রীন কৃষি ভান্ডার** **শাখা: পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি:** ০.২৫ একর পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১১৯, এলার খতিয়ান নং ২৯৯৯, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৮১৯২, মৌজা - সাঁকো, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩ ১৪১ -এ অবস্থিত। এবং এটি **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - উদ্দিন মাস্টারের সম্পত্তি, দক্ষিণ- সেখ বাদাই এর সম্পত্তি, পূর্ব - মালিকদের জমি, পশ্চিম- সেখ কাজল এর সম্পত্তি। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	ক) ৫০,৫৬,০০০/- টাকা খ) ৫,০৫,৬০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	৫৮,৫৯,২১৮.০০ টাকা (আটান্ন লক্ষ ঊনষাট হাজার দুইশত আঠারো টাকা মাত্র)
১২.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স বর্ধমান কনস্ট্রাকশন** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** এখানে অবস্থিত জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা- রায়ান, এলআর খতিয়ান নং- ৬২৯৫, আরএস প্লট নং- ৩৯০/১৬৪১ আরএস খতিয়ান নং- ১৪৭২, জেএল নং- ৬৮, জমির পরিমাপ ০.৫ কাঠা, গ্রাম- বিজয়রাম ক্যানেলপাড়, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- বাজেপ্রতাপপুর **শ্রী অরুণ রায়ের মালিকানায়। সম্পত্তির সীমানা-** উত্তর- কাদের সেখ-এর বাড়ি, দক্ষিণ- রফিক খানের বাড়ি, পূর্ব- টুম্পা বিবির বাড়ি, পশ্চিম- ৮ ফুট রোড এবং খাল। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	ক) ৯,৯৪,০০০/- টাকা খ) ৯৯,৪০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	১৪,৮৭,৬৩৭.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ সাতাশি হাজার ছয়শত সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)
১৩.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স বাপি এন্টারপ্রাইজ** **শাখা- মোহনপুর** **সম্পত্তি-** মৌজাও গ্রাম হারবাটি, জেএল নং ০৯, পরগনা উখরা, খতিয়ান নং- ১৪৯ এবং ৩৬, পার্চা হিসাবে খতিয়ান নং- ৩১৭, দাগ নং- ২৮, মারিচা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ- মাসুন্দা, থানা- আমডাঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা এ জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ- ২২ ডেসিমেল, **বাপি মণ্ডলের নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর-রঞ্জন মণ্ডলের খালি জমি, দক্ষিণ-৭ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা, পূর্ব- রামজান মণ্ডলের বাড়ি,পশ্চিম-শ্রী মতিলাল সূত্রধরের খালি জমি দ্বারা, বাপি মন্ডলের নামে। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শিও শংকর ওরাওঁ : ৯৬৪৮৪ ৯০৬০৪**	ক) ১৫,১৬,০০০/- টাকা খ) ১,৫১,৬০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	১৪,৯৫,৬০৬.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ পঁচানব্বই হাজার ছয়শত ছয় টাকা মাত্র)
১৪.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স বাবা লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ** **শাখা- বাঁকুড়া (৬০৮৪০)** **সম্পত্তি** - জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা -ডেমুরারি, গোপিনাথপুর, জেএল নং- ২০৫, থানা ও জেলা-বাঁকুড়া, ওয়ার্ড নং- ৫, বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনে, আরএস খতিয়ান নং- ১২৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৪৯৭, আর.এস. প্লট নং- ২৬৪/১৪৯৫, এলআর প্লট নং- ৪৫৫৬ এলাকা ০.০২৮ একর **শ্রী তন্ময় নন্দীর নামে। সীমানা:** উত্তর- শ্রী অরুণ কুন্ডুর বাড়ি, দক্ষিণ- রেলওয়ের স্থান, পূর্ব- শ্রী অশ্বিনী ঠক্কর এর বাড়িও সংযুক্ত প্যাসেজ মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- পৌর ড্রেন। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী অরিজিৎ মুখার্জি: ৭৯০৮২৯০৯৫৯**	ক) ১৬,৪৬,০০০/- টাকা খ) ১,৬৪,৬০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	১০,৩২,০৭৯.০০ টাকা (দশ লক্ষ বত্রিশ হাজার উনআশি টাকা মাত্র)
১৫.	**ঋণগ্রহীতা: অরুণ বোস** **শাখা- বাঁকুড়া কলেজ রোড** **সম্পত্তি:** জেএল নং ২১১, আরএস প্লট নং ৪৪৬, এলআর প্লট নং ৪৪৬, এলআর. খতিয়ান নং ১৫৭৭৫, হোল্ডিং নং ২০৮/৬, ওয়ার্ড নং ১০ এ অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, স্কুল ডাঙ্গা, মাঠপাড়া, জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২ ১০১। **সীমানা:** উত্তর - ৬ ফুট প্রশস্ত পিসিসি রোড, দক্ষিণ - শিব নারায়ণ বোসের বাড়ি, পূর্ব- বিপ্রদাস মিদ্যের বাড়ি, পশ্চিম- শিব নারায়ণ বোসের বাড়ি। **যোগাযোগের ব্যক্তি: গীতাঞ্জলি কোনার - ৮১৭০৯ ০৩৮০০**	ক) ৪৭,৮৩,০০০/- টাকা খ) ৪,৭৮,৩০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	৮,৫৮,৮১৬.০০ টাকা (আট লক্ষ আটান্ন হাজার আটশত ষোলো টাকা মাত্র)
১৬.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী অনিমেষ মুখার্জি,** **শাখা: পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি:** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল কাস্ট-কুরম্বা -তে, কাস্ট-কুরম্বা বাস স্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত, মৌজা - শিয়ালদহ, জেএল নং ১২৬-এ অবস্থিত, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭১, প্লট নং ৩৩৫ বান্দুল ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, পোস্ট অফিস - কাস্টো-কুরম্বা, থানা- বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৬। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	ক) ৪১,৩৬,০০০/- টাকা খ) ৪,১৩,৬০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	২৬,৬২,৩৫৮.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার তিনশত আটান্ন টাকা মাত্র)
১৭.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স আনন্দ ট্রেডার্স** **শাখা: পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি:** কাঞ্চননগর মৌজায় অবস্থিত জমি সম্পত্তি, জেএল নং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ৯৪, ২১৩, ৪৪৬, ৬০৭, ১০১৮, ১৬০২, এলআর. খতিয়ান নং ২৭৬৪, আর.এস. প্লট নং ২৩০৬/পি, এলআর. প্লট নং ৪৫৭৮, হোল্ডিং নং ১১৪/১, মন্তেশ্বরতলা, কাঞ্চননগর, বর্ধমান পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ২৪, পোস্ট. - কাঞ্চননগর, থানা - বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দীর মালিকানাধীন সম্পত্তি, সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ১২ ফুট, পৌরসভা রোড, দক্ষিণ - ত্রিদেব মন্ডলের জমি, পূর্ব - ত্রিদেব মন্ডল, পশ্চিম- কমল দাসের জমি; **বন্ধকদাতা- শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দী।** **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	ক) ৪৪,৩০,৭০০/- টাকা খ) ৪,৪৩,০৭০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	৫৯,৮৭,২৫১.০০ টাকা (উনষাট লক্ষ সাতাশি হাজার দুইশত একান্ন টাকা মাত্র)
১৮.	**ঋণগ্রহীতা : আবসার সেখ** **শাখা: নলহাটি** **সম্পত্তির -** সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে মৌজা- নলহাটিতে অবস্থিত জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার জেএল নং- ৫৩, খ. নং- ৯২৬৭ এবং ২২৫৭, এলআর খ. নং-৯২৬৬, এলআর প্লট নং-৪১৩০, হোল্ডিং নং-৩৭৩, ওয়ার্ড নং-১১, মহল্লা- নলহাটি মোল্লাপাড়া, নলহাটি পৌরসভার অধীনে, থানা-নলহাটি জেলা- বীরভূম, জমির পরিমাপ: ২ শতক। **এটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- আব্দুল কারিমোল্লা, দক্ষিণ- নাসিরুদ্দিন সেখ, পূর্ব- রাজেশ সেখ, পশ্চিম- আজিজুল মোল্লা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: দেবার্ঘ্য সান্যাল- ৯১৬৩৬০৬০৪৯**	ক) ১১,২৬,০০০/- টাকা খ) ১,১২,৬০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	৬,২২,৫০০.০০ টাকা (ছয় লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
১৯.	**ঋণগ্রহীতা: মামনি পাল** **শাখা- বাঁকুড়া (ই-এবি)** **সম্পত্তি-** শ্রী গৌরাঙ্গ পাল, পিতা- শ্রী হরিপদ পাল এর মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা- খেজুরবেদিয়ায়, জেএল নং- ৪১,এলআর খতিয়ান নং-৫৫৫, আরএস ও এলআর প্লট নং-৪৩১, মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৭৫। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- গগন পালের বাড়ি, দক্ষিণ- সুধীর পালের বাড়ি, পূর্ব- ৬ ফুট প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা, পশ্চিম- উত্তম পালের বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: গীতাঞ্জলি কোনার- ৬২৯৪২৭৫৭৭৮**	ক) ৬,২৪,০০০/- টাকা খ) ৬২,৪০০/- টাকা গ) ২৬.০৭.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০১টা) ঘ) ২৫.০৭.২০২৪	১২,৭২,১৬২.০০ টাকা (বারো লক্ষ বাহাত্তর হাজার একশত বাষট্টি টাকা মাত্র)

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা **সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়** হবে **২৫.০৭.২০২৪** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ **www.unionbankofindia.com** এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** -এ যান।

নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome** হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১ -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ পনের (১৫) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ১০.০৭.২০২৪, স্থান: দুর্গাপুর **অনুমোদিত অফিসার, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ফের ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে ময়দানে নামল বালুরঘাট পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরোতেই ফের ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে ময়দানে নামল বালুরঘাট পুরসভা। পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসনের তরফে ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে বিশেষ অভিযান চালানো হয় বৃহস্পতিবার।

জানা গিয়েছে, ফুটপাত দখলমুক্ত করতে ১০ জুলাই পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। মাইকে এ বিষয়ে পুরসভার তরফে ঘোষণাও করা হয়েছিল। ১০ জুলাই এর মধ্যে ফুটপাত দখলমুক্ত করা না হলে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে বলেও প্রচার চালানো হয়েছিল। সেই সময়সীমা অতিক্রান্ত হতেই বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ ও পুরসভা যৌথভাবে অভিযান চালায়। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনেক ব্যবসায়ী ফুটপাত ফাঁকা করে দিলেও কয়েকজন তা মানেনি। এর ফলে ফুটপাত দখলকারীদের বিরুদ্ধে বুলডোজার সহ অভিযানে নামে প্রশাসন। এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা সহ আরো অনেকে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি নবান্নের বৈঠকে ফুটপাত দখলমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো বালুরঘাট শহরের ফুটপাত দখল মুক্ত করতে ও শহরের পার্কিং জোন ঘুরে দেখতে যৌথভাবে অভিযান শুরু করে বালুরঘাট পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসন। বালুরঘাট শহরেও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করছিলেন অনেক ব্যাবসায়ী। পাশাপাশি শহরের মধ্যেও যত্রতত্র গাড়ি বা মোটরবাইক পার্কিং করতে দেখা যায় অনেককেই। যারা ফুটপাত দখল করে দোকান করছিলেন তাঁদেরকে ১০ তারিখের মধ্যে তা ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল। সেই মতো নির্ধারিত সময় পেরোতেই ফের অভিযান চালানো হয় প্রশাসনের তরফে।

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum

(i) N.I.T. No.- WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/NIT-16/2024-2025
Memo No. 987/BM/PW/2024-2025
Dated : 11.07.2024

Name of the Work : (i) Construction of Cement Concrete drain in Ward No. 05. (ii) Construction of Cement concrete drain in Ward No. 21. (iii) Construction of cement concrete drain with cover M.S. Openable grill works, Lalpool Bridge in Ward No. 11 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 30.07.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org**

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

BELDANGA MUNICIPALITY
MURSHIDABAD
WALK-IN-INTERVIEW

Eligible and qualified candidates are invited to appear for an **Walk-in-Interview** to the post of **Health Officer** under C.B.P.H.C.S. of Beldanga Municipality on purely contractual basis for a period of 1 (One) year with the monthly consolidated remuneration of **Rs. 62,000/-(Sixty two thousand)** only, renewable thereafter as per requirement on **24.07.2024, Wednesday** from **02:00 P.M.** to **04:00 P.M.** at the **Conference Hall** of **Beldanga Municipality**, Station Road, Ward No. 05, P.O. & P.S.-Beldanga,Dist.-Murshidabad,Pin-742133 with C.V. and all other necessary documents & testimonials. For details, visit – **https://municipalitybeldanga.org**

BHABTA-1 GRAM PANCHAYAT
(Under Beldanga-I Block)
Vill+P.O-BHABTA * DIST.-MURSHIDABAD (W.B.)

NIeT No -01/15th FC/BHB-I/2024-25 of Memo No:- 67/15th FC/BHB-I of Dated:- 10.07.2024 Date of start of purchase of Tender paper: **- 11/07/2024 (FROM 10.00 AM)** Last date of dropping: - On or before **18/07/2024 (up to 2.00 PM)** Date of Technical Bid Opening: - **20/07/2024 (2.00 PM)** Site for download:- **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app**

Sd/- Prodhan
Bhabta-I Gram Panchayat
Vill+post-Bhabta, MS

OFFICE OF THE
KHARGRAM GRAM PANCHAYET
(Under Khargram Panchayet Samity) Vill+P.O+P.S.-Khargram, Dist- Murshidabad,
TENDER NOTICE

Sealed Tender hereby invited vide **NIT No. 11 (niet) /KGP/2024 (1 call) dated-09/07/2024** by the Prodhan, Khargram Gram Panchayat, Khargram Block, Murshidabad for Schemes under 15TH CFC Last Date of submission & sale of Tender Paper from **10/07/2024 up to 18hrs. to 19/07/2024 up to 18hrs.** Interested bidders may kindly visit GP notice board for details notice.

Sd/- Pradhan
Khargram Gram Panchayat

E-Tender invited by Prodhan, Bhaluka Gram Panchayat under Krishnagar-I Panchayat Samiti, P.O. Krishnagar, Dist. Nadia. **NIT No.- Bhaluka/03/5th SFC (tied)/ 2024-25 Dt. 10.07.2024, vide Memo No. 100/BhalukaGP/2024 Dt. 10.07.2024.** Last date of Appli- cation- **20.07.2024** and last Date of Submission- **20.07.2024 at 5.00 P.M.** (Closing Time may be changed as per server slot) of E-Tender. For details please contact to the office or visit **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Bhaluka Gram Panchayat,

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
1. N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 95/24-25 Dated 11.07.2024

E-Tenders are being Invited for Supply and installation of 16 Mtr. High Mast with 06 Nos. of 200/210 watt LED Flood Light at Haraharitala More Ward No.-23 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. **a)Date of uploadation :** 12.07.2024 at 11-00 hrs. **b)Tender Value :** Rs. 3,72,922.56 **c) Documents download starting date & time :** 12.07.2024 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender :** 19.07.2024 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid :** 22.07.2024 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid :** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

Office of the
Sahebnagar Gram Panchayat
Sahebnagar, Jalangi, Murshid-abad

Notice Inviting e-Tender No-MSD/SAHGP/JALANGI/01/2024-25/ (Tied)/ 15th FC, Vide Memo No.- 673/1(12)/ SAHEBGP/2024-25, Dt. 10-07-2024. Last date of submission of bid (online)- **20-07-2024 upto 6.00 pm.** For details please visit website: **http://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/- Prodhan
Sahebnagar G.P.
Jalangi Block, Murshidabad

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-Tender Notice
NIT No.12/24-25,dt.10/07/2024, NIT No.13/24-25, dt.10/07/2024, NIT No.14/24-25, dt. 11/07/2024
Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 17 nos) Total Amount Rs. 62,94,894.00/- Last date of documents Downloading & bid sub. For NIT 18/07/2024 upto 12:00 p.m. for NIT No. 12/24-25 & for NIT 13/24-25 its last date & time is 25/07/2024 upto 12 pm & for NIT No. 14-24-25 its last date & time is 18/07/2024 upto 12.00 PM. (Other details collect from the office and website **https://wbtenders.gov.in**)

Sd/- E.O.
Chapra Pan Samity

OFFICE OF THE
AMLAI GRAM PANCHAYAT
BHARATPUR-I DEV. BLOCK MURSHIDABAD
CHANGES THE CRIRTICAL DATES OF THE FOLLOWING NOTICE
NOTICE INVITING e-TENDER NO.: 06/AMLAI G.P/2024-25
Details see:- www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Prodhan Amlai Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 03/EO/2024-25

E-Tenders are invited for 15 nos Civil works. Bid Submission start- **11/07/2024**, Ends- **20/07/2024** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

OFFICE OF THE
MAHALANDI-II GRAM PANCHAYAT
KANDI DEV. BLOCK MURSHIDABAD
NIET No.01/MHND-IIGP/2024-25
Dated: 06/07/2024

Last date of Dropping: - **15/07/2024 (up to 3.00 pm). Date of Opening: -15/07/2024 (at 4.00 pm) NIeT No.02/MHND-IIGP/2024-25 NIET No.03/MHND-IIGP/2024-25** Dated: **12/07/2024.** Last date of Dropping: - **20/07/2024 (up to 4.00 pm)** Date of Opening: - **22/07/2024 (at 4.00 pm).** Details of tender are available at wbtender.govt.in and office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Maheland-II Gram
Jibanti, Kandi, Murshidabad

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work :- **03 (Three) Nos. of Construction of Market Complex Works within Ghatal Municipality under Municipal Own Fund as per NIT No. : WBMAD/GHATAL/ NIT-1e/2024-25, Date: 11.07.2024, Tender ID: 2024_MAD_711355_1 to 3.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**

Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই–টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ও–এসি–টি–১০৭ থেকে ১০৮–২৪–২৫ (ওপেন), তারিখঃ ০৯.০৭.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন–৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই–টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং.ঃ ১, কেস নংঃ ও–এসি–টি–১০৭–২৪–২৫, কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/ আসানসোলের অধীনে বিভিন্ন রোড ওভারব্রিজে ডব্লু বিম ক্রস ব্যারিয়ার এবং ট্র্যাকশন গার্ডের ব্যবস্থার জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৯৩,৪৩,৩৩৮.৪৫ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,৮৬,৯০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৯ মাস। **ক্রমিক নং.ঃ ২, কেস নংঃ ও–এসি–টি–১০৮–২৪–২৫, কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিইএন/৩/আসানসোলের অধিকারক্ষেত্রে আসানসোল স্টেশনে (ডাউন–১–তে প্ল্যাটফর্ম নং ৫, আপ ১–তে প্ল্যাটফর্ম নং ৪, আপ ২–তে প্ল্যাটফর্ম নং ৩, প্ল্যাটফর্ম নং ৬ লাইন নং ৮ এবং প্ল্যাটফর্ম নং ২ লাইন নং ৩) স্লিপার এবং কংক্রিটের মধ্যে রাখা গ্রুভ মেরামতি এবং সিলিংয়ের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪৫,৩২,৯৮৭.৮০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৯০,৭০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৬ মাস। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ৩১.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা (ক্রমিক নং. ১ এবং ২–এর জন্য)। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** –তে দেখা যাবে।

ASN-113/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Rishi Bankimchandra Gram Panchyet
Under Kakdwip Dev. Block
Gobindarampur, Kakdwip, South 24 Pgs
Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Nit No.- 104/1(e)/ RBCGP/ XVFC/ 2024 & 105/2(e)/RBCGP/BEUP/ 2024** last bid submission date is **21/07/2024 till 17:00 pm.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**

S/D Pradhan
Rishi Bankimchandra Gram Panchayat

OFFICE OF THE
RANINAGAR-II GRAM PANCHAYAT
UNDER RANINAGAR-II DEVELOPMENT BLOCK KUPTALA, NABIPUR, RANINAGAR, PIN-742308 e-mail: raninagar2@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 06/2024-25/Rani-II GP Dated:-06/07/2024.** The last date for online submission of tender is **18/07/2024 (Thursday);** up **to 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Golam Murtaja
(Prodhan, Raninagar-II G.P.)

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under following tender **(NIeT) No: NGP-02/2024-2025, Dated: 11-07-2024.** The last date for on-line submission of tender is **20-07-2024 upto 16:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P)

OFFICE OF THE
PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
P.O : DANGA PARA, RANINAGAR – I BLOCK, MURSHIDABAD WEST BENGAL- 742302, (Under Domkal Sub-Division)

The undersigned is hereby published the **e -Tender vide No. 2/PGP/15th FC/ 2024-25 (Tender ID: 2024_ZPHD_712513_1 to 2)** for Installation of Street light on PCC Pole Bid submission start date (online) **12/07/2024 from 10-00 a.m.** Bid submission closing date (online) **18/07/2024 upto 3-50 p.m.** Details of NIeT& Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**

Sd/-, Prodhan
Paharpur Gram Panchayat
Raninagar-I Block, Msd

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. e-Tender details given below:
E-NIT No.: 354/MOG-I/24, Date: 11.07.2024,
E-NIT No.: 355/MOG-I/24, Date: 11.07.2024
Last Date of Bid Submission: **20.07.2024 at 18:55 Hrs.**
For details log on **https://wbtenders.gov.in**
& For **E-NIT No.: 356/MOG-I/24, Date: 11.07.2024.**
Last Date of Bid Submission: **30.07.2024 at 18:55 Hrs.**
Follow the Notice Board of GP Office.

Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly
Notice Inviting Tender

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of 6 Nos. development work(s) vide **NIT No.: 268/KGP/2024 (Sl.- 01-06), Fund: CFC BG(TIED), Date: 10.07.2024.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **11.07.2024 at 09:00 AM.** Bid Submission Close Date (Online): **22.07.2024 up to 06:00 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **23.07.2024 up to 12:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **25.07.2024 at 09:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/91/24-25 Dated 10.07.2024	Construction of bituminous road of length - 500m,width-5m at Tentulberia 45A Bus Stand to Sitanath School via kuttir jim in Ward no.06 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.22,52,785.00
WBMAD/ULB/ RSM/92/24-25 Dated 10.07.2024	Construction of surface drain at Purba Boalia Syamapally in Ward no.06 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.28,35,198.00
WBMAD/ULB/ RSM/93/24-25 Dated 10.07.2024	Construction of concrete road at Natunpara Bappa Dey Lane & Nikhilesh Pradhan Lane in Ward no.06 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.30,25,642.00
WBMAD/ULB/ RSM/94/24-25 Dated 10.07.2024	Construction of bituminous road of length - 700m, width-5m from Tentulberia Rajur shop to Radhagobinda Mandir via Kaylapatti in Ward no. 06 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.31,53,899.00

Bid Submission end date: **26.07.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

নিক্কো জুবিলি পার্ক লিমিটেড
CIN: U45201WB2001PLC092842
রেজিঃ অফিস : 'ঝিলমিল', সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০১০৬
ফোন: ০৩৩-৬৬২৮৫৫১৮
ই-মেল: investor.niccojubilee@gmail.com

নোটিস

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") তাদের জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২২/২০২০, ৩৩/২০২০, ৩৯/২০২০, ১০/২০২১, ২০/২০২১, ৩/২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখ যথাক্রমে- ৮, এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ১৫ জুন, ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ২৩ জুন, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২ , ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এর সঙ্গে যা 'কোভিড-১৯' অতিমারির বিপদের কারণে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ও তদধীন প্রণীত রুল অধীনস্থ কোম্পানি কর্তৃক সাধারণ ও বিশেষ প্রস্তাবগুলি পাসিং-এর ব্যাখ্যায় বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আয়োজনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা আদার অডিও ভিজুয়াল মিনস (ওএভিএম) -এর মাধ্যমে যা পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ২১/২০২১, ২/২০২২, ১০/২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখ যথাক্রমে- ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ , ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ 'বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আয়োজনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা আদার অডিও ভিজুয়াল মিনস (ওএভিএম) -এর মাধ্যমে' (যৌথভাবে "এমসিএ সার্কুলারস" হিসেবে উল্লেখ্য)-তে কোনও সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং তদনুসারে **নিক্কো জুবিলি পার্ক লিমিটেড (এনজেপিএল)-এর ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২রা অগাস্ট, ২০২৪ তারিখ শুক্রবার সকাল ১১.০০ টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে **ভিসি/ওএভিএম** -এর মাধ্যমে উপরোক্ত সার্কুলারগুলি এবং সময়ে সময়ে সংশোধিতমতো কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর প্রাসঙ্গিক বিধানাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। নোটিস পাঠানোর কাজ ৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

নিক্কো জুবিলি পার্ক লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
ডিরেক্টর
(DIN:- 07119881)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০ জুলাই, ২০২৪

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, মেগা ই-অকশন তারিখ: ৩০.০৭.২০২৪

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

সার্কেল সাস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোঃ- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেল: **cs8283@pnb.co.in**

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি (বায়না অর্থ জমা) এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ এবং সময় ২৯.০৭.২০২৪/ দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২
(২০০২ -এর ৫৪ নং) -এর অধীন ব্যাঙ্কে বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) অনুবিধির সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/ বাস্তবিক / প্রতীকী দখল নিয়েছেন ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক/ সুরক্ষিত ঋণদাতা, তা **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে প্রদত্ত সারণিতে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক / সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বকেয়া পাওনা উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ও অগ্রিম মূল্য জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (উক্ত সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলের অধীন))

লট. নং	শাখার নাম/ ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) আইবিএপিআই পোর্টাল প্রপার্টি আইডি	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ
১.	**শাখার নাম: বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **আব্দুল খালেক শেখ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- কছিবুদ্দিন শেখ গ্রাম- বেলডাঙ্গা, তমালতলা, পোস্ট ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩ **জাহেদা বিবি (জামিনদার)** স্বামী-আব্দুল খালেক শেখ গ্রাম- বেলডাঙ্গা, তমালতলা, পোস্ট এবং থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩	জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং দোতলা আবাসিক ভবন যা বেলডাঙ্গা মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ৫১, আরএস প্লট নং ২৭৬৪, এলআর প্লট নং ৪০৩৫, এলআর খতিয়ান নং ৭৪৭৯, জমির ধরন- ভিটি, ৪ ডেসিমেল পরিমাপের এলাকা, বেলডাঙ্গা পৌরসভার অধীনে, বেলডাঙ্গা, বাগদিপাড়া, ওয়ার্ড নং ১৩, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৩, বিক্রয় দলিল নং ২১৪২ সাল- ২০১৬ অনুযায়ী এডিএসআর বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ। **জাহেদা বিবি,** স্বামী- আব্দুল খালেক শেখ **-এর নামে রেজিস্টার্ড। (দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৫.০১.২০২২ খ) ২০.০৪.২০২২ গ) ১০,২৩,৭৮৭.৪০ টাকা **(দশ লক্ষ তেইশ হাজার সাতশত সাতাশি টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র) ২৫.০১.২০২২ অনুযায়ী ৩১.০৫.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।**	ক) ২১,২১,৬০০.০০ টাকা খ) ২,১২,১৬০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০০ টাকা ঘ) **PUNBU72349864**	ক) ৩০.০৭.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) জানা নেই
২.	**শাখার নাম:** **বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **মেসার্স সাহা ভান্ডার (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতি নিরুপমা সাহা** স্বামী- সঞ্জিত সাহা, গ্রাম- সারুলিয়া কলোনি, পোস্ট- বড়ুয়া, থানা বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯	জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং দ্বিতল ইট নির্মিত বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন যা সারুলিয়া মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ৫৯, এলআর প্লট নং ৬২৪, এলআর খতিয়ান নং ৫২৮৪, জমির ধরন- বাড়ি, বেলডাঙ্গা পৌরসভার অধীন , পরিমাপ ০.৮৩ ডেসিমেল, হোল্ডিং নং ১৫০/১/এন, সারুলিয়া কলোনি, ওয়ার্ড নং ৩, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ, এডিএসআর বেলডাঙ্গায় ২০০৫-এর বিক্রয় দলিল নং ৩৪৮৯ অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী নিরুপমা সাহা** স্বামী- সঞ্জিত সাহা। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১০.০২.২০২২ খ) ২০.০৪.২০২২ গ) ৬,৫৩,৮৬৭.৬৬ টাকা **(ছয় লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আটশত সাতষট্টি টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা মাত্র)** ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ ১০.০২.২০২২ অনুযায়ী সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১১,৩৩,৯০০.০০ টাকা খ) ১,১৩,৩৯০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০০ টাকা ঘ) **PUNBU72815217**	ক) ৩০.০৭.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) জানা নেই
৩.	**শাখার নাম:** **বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **মেসার্স তহুরা ড্রেসেস (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- ইব্রাহিম শেখ** পিতা- প্রয়াত জামিরুদ্দিন সেখ, গ্রাম- বড়ুয়া পশ্চিমপাড়া, পোস্ট- বড়ুয়া থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ পিন- ৭৪২১৮৯	জমি এবং দ্বিতল আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা বড়ুয়া মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ৬০, প্লট নং আরএস ২২৮৭, এলআর ২৩১৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৭৩৫, এলাকার পরিমাপ ৩.৭৫ ডেসিমেল, জমির ধরন- ভিটি, দেবকুন্ডু গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এডিএসআর বেলডাঙ্গায় রেজিস্টার্ড ২০১৭-এর উপহার দলিল নং ৮৪৩৩। **মালিক: ইব্রাহিম শেখ,** পিতা- প্রয়াত জামিরুদ্দিন সেখ। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১০.০২.২০২২ খ) ১১.০৮.২০২২ গ) ৮,৮৭,৭৪৮.০০ টাকা **(আট লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশত আটচল্লিশ টাকা মাত্র)** ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ ১০.০২.২০২২ অনুযায়ী সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৭,১৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭১,৫০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০০ টাকা ঘ) **PUNB0U65711935**	ক) ৩০.০৭.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) জানা নেই
৪.	**শাখার নাম: কান্দি (০৩৯২২০)** **অসীম কুমার দাস (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- প্রয়াত অধর হরি দাস, ৪/৮, পাঁচগাছিয়া, কান্দি, পোস্ট ও থানা কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৭ **শুভেন্দু দাস (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- অসীম কুমার দাস, লোহাপট্টি, কান্দি, পোস্ট ও থানা- কান্দি, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৭ **অধর হরি দাস (জামিনদার)** পিতা- প্রয়াত নর হরি দাস, লোহাপট্টি, কান্দি, পোস্ট এবং থানা- কান্দি, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৭	সাদপুর মৌজায় অবস্থিত জমি এবং দ্বিতল আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৬৫, এলআর প্লট নং ৪৫৮৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৪, ৩৫০৭, পরিমাপ ৫ ডেসিমেল, জমির ধরণ- ভিটি, কান্দি পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নম্বর ৪/৮, পাঁচগাছিয়া, ওয়ার্ড নং ৩, থানা- কান্দি, জেলা মুর্শিদাবাদ, ২০০৬ সালের উপহারের দলিল নং ১৪, এডিএসআর কান্দি -তে রেজিস্টার্ড । **স্বত্বাধিকারী- ১) শুভেন্দু দাস,** পিতা- অসীম কুমার দাস। **২) অধরহরি দাস** পিতা- প্রয়াত নর হরি দাস **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২২.০৯.২০২২ খ) ২৭.১২.২০২২ গ) ২,১৫,৮৮৬.০০ টাকা **(দুই লক্ষ পনেরো হাজার আটশত ছিয়াশি টাকা মাত্র)** ২২.০৯.২০২২ অনুযায়ী ১৮.০৯.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৫,০৩,৬০৩.০০ টাকা খ) ১,৫০,৩৬১.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০০ টাকা ঘ) **PUNBU07922118**	ক) ৩০.০৭.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) জানা নেই
৫.	**শাখার নাম:** **মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)** **মেসার্স এম জি ফুড প্রোডাক্ট (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- নাজবুর রহমান** পিতা- প্রয়াত গোলাপ রহমান, গ্রাম- এলাহিগঞ্জ, রায়তানবাগ, পোস্ট- ডি এল এস এস জে ধাম, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৪	জমি এবং একতলা ইট নির্মিত আবাসিক তথা বাণিজ্যিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা রায়তনবাগ মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ০৭, আরএস প্লট নং ৬৬/১১৯, এলআর প্লট নং ২১২, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৩, এলাকার পরিমাপ ৫ ডেসিমেল, জমির ধরন- বাড়ি, ডাহাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, উপহারের দলিল নং ১৪৬৫ সাল-২০০১, এডিএসআর, লালবাগে রেজিস্টার্ড। মালিক : নাজবুর রহমান, পিতা প্রয়াত গোলাপ রহমান। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৪.০৫.২০২২ খ) ০৭.০৯.২০২২ গ) ৭,৪০,৫০৫.০০ টাকা **(সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচশত পাঁচ টাকা মাত্র)** ২৯/০৭/২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ ২৪/০৫/২০২২ অনুযায়ী সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৪,১০,৭৫০.০০ টাকা খ) ১,৪১,০৭৫.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০০ টাকা ঘ) **PUNBU47532639**	ক) ৩০.০৭.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) জানা নেই
৬.	**শাখার নাম: লালগোলা (১৫৩২১০)** **মেসার্স আর কে মার্বেল টাইলস সেন্টার (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- কাইমুদ্দিন** পিতা- প্রয়াত সেকেন্দর সেখ, গ্রাম- বলরামপুর, এসহাক মিস্ত্রিপাড়া পোস্ট ও থানা- লালগোলা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮ **মিলোনা বিবি (জামিনদার)** স্বামী- কাইমুদ্দিন গ্রাম- বলরামপুর, এসহাক মিস্ত্রিপাড়া, পোস্ট ও থানা লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮	কৃষ্ণপুর মৌজায় অবস্থিত জমি এবং একতলা ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৭৪, এলআর প্লট নং ৭২১, এলআর খতিয়ান নং ৫৯৬৭, পরিমাপ-৩ ডেসিমেল এলাকা, লালগোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ১০৩৭১ সাল-২০১০, এডিএসআর ভগবানগোলায় রেজিস্টার্ড । **স্বত্বাধিকারী- মিলোনা বিবি** স্বামী- কাইমুদ্দিন **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ০১.০৮.২০২২ খ) ০৬.১২.২০২২ গ) ৫,৯০,২৭৯.০৯ টাকা **(পাঁচ লক্ষ নব্বই হাজার দুইশত ঊনআশি টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র)** ০১.০৫.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ ০১.০৮.২০২২ অনুযায়ী সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৭,৮৯,৩০০.০০ টাকা খ) ৭৮,৯৩০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০০ টাকা ঘ) **PUNBU56313719**	ক) ৩০.০৭.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) জানা নেই
৭.	**শাখার নাম:** **লালগোলা (১৫৩২১০)** **কাজু ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- গয়ানাথ ঘোষ, গ্রাম- পাহাড়পুর, পোস্ট ও থানা- লালগোলা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮	পাহাড়পুর মৌজায় অবস্থিত জমি এবং একতলা আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৯, প্লট নং আরএস ৮৬৩ এলআর ১০৭৬, খতিয়ান নং এলআর ৬৯৪১৯, এলাকার পরিমাপ ৪ ডেসিমেল, জমির ধরন- ভিটি, ৫ নং বাহাদুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট ও থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮, ২০১৫ সালের উপহারের দলিল নং ৮২৩৫, এডিএসআর ভগবানগোলাতে রেজিস্টার্ড। **মালিক: কাজু ঘোষ** পিতা গয়ানাথ ঘোষ। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৬.০৮.২০২২ খ) ২১.১০.২০২২ গ) ২,০৩,৩৪২.০০ টাকা **(দুই লক্ষ তিন হাজার তিনশত বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র)** ১৬.০৮.২০২২ অনুযায়ী ২৮.০৮.২০১৭ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৫,১৯,৪৮০.০০ টাকা খ) ৫১,৯৪৮.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০০ টাকা ঘ) **PUNBO39725541**	ক) ৩০.০৭.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) জানা নেই
৮.	**শাখার নাম: মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)** **তন্ময় মজুমদার (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- তপন মজুমদার, গ্রাম- নতুনগ্রাম, পোস্ট- তেঁতুলিয়া, থানা ও জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০২ **তপন মজুমদার (জামিনদার)** পিতা- প্রয়াত শিব চরণ মজুমদার গ্রাম- নতুনগ্রাম, পোস্ট- তেঁতুলিয়া, থানা ও জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০২	কুমিরদহ মৌজায় অবস্থিত জমি এবং একতলা আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৮৭, প্লট নং আরএস ২০২০ এলআর ২২৯৪, এলআর খতিয়ান নং ১৭৯৭, পরিমাপ১৩ ডেসিমেল, জমির ধরন- ভিটি, তেঁতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। নতুনগ্রাম, তেঁতুলিয়া, থানা এবং জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০২, ২০১৯ সালের উপহারের দলিল নং ৪১৮০, এডিএসআর লালবাগ এ রেজিস্টার্ড। **স্বত্বাধিকারী- তপন মজুমদার** পিতা- প্রয়াত শিবচরণ মজুমদার। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৯.০৮.২০২২ খ) ২৮.১২.২০২২ গ) ৯,২৯,০৫৭.৩১ টাকা **(নয় লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতান্ন টাকা এবং একত্রিশ পয়সা মাত্র)** ২৯.০৮.২০২২ অনুযায়ী ২৮.০৩.২০২২ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৭,০৭,২১০.০০ টাকা খ) ১,৭০,৭২১.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০০ টাকা ঘ) **PUNBO71615000**	ক) ৩০.০৭.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) জানা নেই
৯.	**শাখার নাম: নিমতলা চুনাখালী (০৭০০২০)** **মেসার্স আনিকা অ্যাসোসিয়েট (ঋণগ্রহীতা)** **অংশীদারগণ:** **ক. অভিষেক শর্মা** **খ. লাল চাঁদ শর্মা** **ঠিকানা- অভিষেক শর্মা,** পিতা- লাল চাঁদ শর্মা, গ্রাম- নিমতলা চুনাখালি, পোস্ট- কাসিমবাজার, থানা- বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০২ **লাল চাঁদ শর্মা,** পিতা- বসন্ত লাল শর্মা, গ্রাম- নিমতলা চুনাখালি, পোস্ট- কাসিমবাজার, থানা- বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০২ **জামিনদার ১- জয়া শর্মা,** স্বামী- লাল চাঁদ শর্মা, গ্রাম- নিমতলা চুনাখালি, পোস্ট- কাসিমবাজার, থানা- বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০২ **জামিনদার ২- বসন্ত লাল শর্মা,** পিতা- প্রয়াত মুনসিলাল শর্মা, গ্রাম- নিমতলা চুনাখালি, পোস্ট- কাসিমবাজার, থানা- বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০২	নাগপাড়া মৌজায় অবস্থিত দোতলা আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১০৩, এলআর প্লট নং ৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১২১৮, বিক্রয় দলিল নং ২০৪৭ এবং ২০৪৭ অনুযায়ী জয়া শর্মার নামে ০.০৪৪ একর এলাকা। এলআর খতিয়ান নং ১২১৯, ২০০২ সালের বিক্রয় দলিল নং ১৯৫৩ অনুসারে বসন্ত লাল শর্মার নামে ০.০২২ একর পরিমাপ এলাকা, উভয়ই এডিএসআর সদর জেলা, মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত, মোট এলাকার পরিমাপ (০.০৪৪+০.০২২)= ০.০৬ একর, জমির ধরন- বাড়ি, হাতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ। **মালিক:** **১) বসন্ত লাল শর্মা** পিতা প্রয়াত মুন্সিলাল শর্মা **২) জয়া শর্মা** স্বামী লাল চাঁদ শর্মা **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৬.০৮.২০২২ খ) ২১.১০.২০২২ গ) ৮,৬৮,৭৩৪.০০ টাকা **(আট লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশত চৌত্রিশ টাকা মাত্র)** ৩১.০৩.২০২২ পর্যন্ত ধার্য সুদ ১৬.০৮.২০২২ অনুযায়ী সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৭,৫৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,৭৫,৯০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০০ টাকা ঘ) **PUNBU45450302**	ক) ৩০.০৭.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) জানা নেই
১০.	**শাখার নাম:** **পাটিকাবাড়ি (০৯৩১২০)** **মেসার্স সুনিতা এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- শুভজিৎ দত্ত** গ্রাম এবং পোস্ট- পাটিকাবাড়ি, থানা- নওদা জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬২ **শুভজিৎ দত্ত (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- সান্তনু দত্ত, গ্রাম- ঘোষপাড়া, পাটিকাবাড়ি, পোস্ট পাটিকাবাড়ি, থানা- নওদা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২১ **সুনিতা দত্ত (জামিনদার)** স্বামী- সান্তনু দত্ত, গ্রাম- ঘোষপাড়া, পাটিকাবাড়ি, পোস্ট পাটিকাবাড়ি, থানা- নওদা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২১	পাটিকাবাড়ি মৌজায় অবস্থিত জমি এবং একতলা আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৩৬, প্লট নং আরএস ২৪৯৭, ২৪৯৮, ২৪৯৯ এলআর ২৯১১, ২৯১২, ২৯১৩, এলাকার পরিমাপ ২ ডেসিমেল, ১০ ডেসিমেল, ৫ ডেসিমেল, মোট ১৭ মোট, যার মধ্যে পশ্চিম দিকে ৫ মোট উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত, এলআর খতিয়ান নং ৫৬৭০ এর অধীনে, জমির ধরণ- বাড়ি, পাটিকাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- নওদা, জেলা মুর্শিদাবাদ, ২০০৫ সালের বিক্রয় দলিল নং ৩৫৫ অনুযায়ী, এসআর অফিস, আমতলা এ রেজিস্টার্ড। **স্বত্বাধিকারী- সুনিতা দত্ত** স্বামী- সান্তনু দত্ত **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২২.০৯.২০২২ খ) ২৮.১২.২০২২ গ) ৮,৯৩,৬৯৯.৮২ টাকা **(আট লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শত নিরানব্বই টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র)** ২২/০৯/২০২২ অনুযায়ী ০২.০৫.২০২২ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১২,৭৮,৭৩০.০০ টাকা খ) ১,২৭,৮৭৩.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০০ টাকা ঘ) **PUNBU73197159**	ক) ৩০.০৭.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) জানা নেই

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :-
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে **"যেখানে যেমন আছে"** এবং **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহি-যোগ্য হবেন না।
৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** -তে ৩০.০৭.২০২৪ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা।**
৪) বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন **www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**
৫) বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে যে কোনও প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা **শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা (সিএম)** -এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, **মোঃ ৯৮০১৮১২১৬০।**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীন সংবিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১০.০৭.২০২৪
স্থান : বহরমপুর

শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ এ বার রেসিং দুনিয়ায় পা রাখলেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্ডিয়ান রেসিং ফেস্টিভ্যাল হল ভারতের এক মোটরস্পোর্টস ইভেন্ট। এই ইভেন্টের তৃতীয় মরসুম শুরু হতে চলেছে। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এ বার এই রেসিং দুনিয়ায় পা রাখলেন। মহারাজ সেখানে একটি টিম কিনেছেন। এ বারের ইন্ডিয়ান রেসিং ফেস্টিভ্যালে সৌরভের টিমকে পারফর্ম করতে দেখা যাবে। তাঁর টিমের নাম কী? কলকাতা রয়্যাল টাইগার্স রেসিং টিম।

রেসিং প্রোমোশনস প্রাইভেট লিমিটেড এই ইন্ডিয়ান রেসিং ফেস্টিভ্যালের ডিজাইন করেছে। ভারতের মোটরস্পোর্টস ফ্যানদের জন্য এই ইভেন্ট এক উৎসবের মতো। হাই স্পিড অ্যাকশনে ভরপুর এই ইভেন্ট। এ বছর মোট আটটি টিম ইন্ডিয়ান রেসিং ফেস্টিভ্যালে অংশ নিচ্ছে। এই টিমগুলো হল ; কলকাতা, হায়দরাবাদ বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি, গোয়া, কোচি ও আহমেদাবাদ। এ বছরের অগস্ট থেকে নভেম্বর অবধি চলবে এই ইভেন্ট। সেখানে প্রথম বার অংশ নেবে সৌরভের কলকাতা।

রেসিং ফেস্টিভ্যালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের লগ্নির ফলে ভারতে মোটরস্পোর্টসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে করছে ক্রীড়া মহল। কলকাতা রেসিং টিম কেনার পর সৌরভ বলেন, 'ইন্ডিয়ান রেসিং ফেস্টিভ্যালে কলকাতার একটা নতুন সফর হচ্ছে। তার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি রোমাঞ্চিত। মোটরস্পোর্টসের প্রতি আমার বরাবরই আকর্ষণ রয়েছে। আশা করি এই খেলার প্রতি বহু মানুষের আকর্ষণ বাড়বে। কলকাতা রয়্যাল টাইগার্স ইন্ডিয়ান রেসিং টিমের হয়ে আমরা নতুন প্রজন্মকে মোটরস্পোর্টসের প্রতি আগ্রহী করতে পারি।'

সৌরভের জন্য কলকাতা জুড়ে গেল মোটর রেসিংয়ের দুনিয়াতে। ভারতীয় রেসিং ফেস্টিভালে টিম যাতে ভালো পারফর্ম করে, সেদিকে নজর মহারাজের।

দ্রাবিড়ের দেখানো পথেই হাঁটালেন রোহিত শর্মাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় টিমে ভেদাভেদ নেই। রয়েছে মিলে মিশে থাকা অভ্যেস। টিম ইন্ডিয়ায় দ্রাবিড় যুগের অবসান হল। তাঁর বিদায় বেলায় টিম ইন্ডিয়া টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছে। এ বার গৌতম গম্ভীরের জমানা শুরু হওয়ার পালা। তার আগে রাহুল দ্রাবিড় এক বড় মনের পরিচয় দিয়েছেন। বোর্ডের পক্ষ থেকে ভারতের বিশ্বজয়ী কোচকে ৫ কোটি টাকা বোনাস দেওয়া হয়েছিল। দ্রাবিড় অবশ্য তা নিতে অস্বীকার করেন। কারণ, তাঁর অন্যান্য সাপোর্ট স্টাফরা পেয়েছেন ২.৫ কোটি টাকা। যে কারণে তিনিও জানান, আড়াই কোটি টাকাই নেবেন। এ বার দ্রাবিড়ের দেখানো পথেই হাঁটালেন ভারতের বিশ্বজয়ী ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মাও।

টিম ইন্ডিয়া বিশ্বকাপ জেতার পর বোর্ডের পক্ষ থেকে ১২৫ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়। ভারতীয় টিমের ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফদের মধ্যে তা ভাগ করার কথা ছিল। দৈনিক জাগরণের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, সাপোর্ট স্টাফদের বোনাসের পরিমাণ দেখে খুশি হননি রোহিত শর্মা। যে কারণে তিনি তাঁর জন্য বরাদ্দ ৫ কোটি টাকা নিতে অস্বীকার করেন। এবং তিনি বোর্ডকে জানান, ওই ৫ কোটি টাকা যেন সাপোর্ট স্টাফদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়। বার্বাডোজ থেকে বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে দেশে ফেরার সময় চার্টার্ড ফ্লাইটেই রোহিত সাপোর্ট স্টাফদের এক সদস্যকে জানিয়েছিলেন, এই আর্থিক পুরস্কার বন্টনের পরিমাণ নিয়ে খুশি নন। হিটম্যানের দাবি ছিল সকলকে সম পরিমাণ আর্থিক পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল। দ্রাবিড়ের পর রোহিতের এই পদক্ষেপ নিয়ে বেশ চর্চা চলছে।

ফেরালেন না অম্বানিদের ডাক, ভারতীয় বিয়েতে গা ভাসাতে দেশে এ বার ফিফা প্রেসিডেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাত পোহালেই গালা সেলিব্রেশন মুকেশ অম্বানির বাড়ি 'অ্যান্টিলিয়া'-র। আগামিকাল মুকেশ অম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত অম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের মূল অনুষ্ঠান। দূর দূরান্ত থেকে তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে আসছেন অনেকে। আমন্ত্রিতদের তালিকা বিরাট লম্বা। টানা দু'মাস রাধিকা-অনন্তর প্রিওয়েডিং সেলিব্রেশন হয়েছে। তাও সাদামাটা ছিল না। একেবারে মহা ধুমধাম করে তাঁদের প্রিওয়েডিং সেলিব্রেশন হয়েছে। হলদি, মেহেন্দিতেও হয়েছে বিরাট অনুষ্ঠান। দেশ-বিদেশ থেকে বহু জনপ্রিয় ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভারতে এসেছেন। এ বার মুম্বইয়ে তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পৌঁছে গেলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইনফান্তিনোর একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে সপরিবারে মুম্বইয়ে পৌঁছে গিয়েছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট। ইনফান্তিনো ও তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যরা আগামিকাল অনন্ত ও রাধিকার বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ফিফা প্রেসিডেন্ট নিঃসন্দেহে ভীষণ ব্যস্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অম্বানিদের ডাক ফেরাতে পারলেন না। তাই ভারতীয় বিয়েতে গা ভাসাতে পরিবারকে নিয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন দেশে।

অনন্ত-রাধিকার বিয়ের অনুষ্ঠানে সেলিব্রিটি থেকে নেতামন্ত্রী, দেশ বিদেশের শিল্পী, একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটাররা উপস্থিত। এ বার বাদ গেলেন না ফিফা প্রেসিডেন্টও।

২২ গজে পাঠান ব্রাদার্সের লড়াই, ইউসুফের উপর রাগে ফেটে পড়লেন ইরফান

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাইশ গজে দীর্ঘদিন পর একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে পাঠান ভাইদের। তাঁরা খেলছেন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লেজেন্ডসে। ভারতের দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন্স টিমের হয়ে খেলছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা চ্যাম্পিয়ন্সের বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচ চলাকালীন এ বার হঠাৎ করেই লড়াই লেগে গেল ইরফান পাঠান ও ইউসুফ পাঠানের। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। কিন্তু ২২ গজে কেন তাঁদের ঝামেলা হল? নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে ভারত চ্যাম্পিয়ন্সের হয়ে একসময় ক্রিজে একসঙ্গে ছিলেন ইরফান ও ইউসুফ। সেই সময় ভারতের ১৮তম ওভারের শেষ বল ছিল। তখন পাঠান ভাইদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়। ডেল স্টেইনের ওই ডেলিভারিতে ক্যাচ আউট হতে পারতেন ইরফান। কিন্তু জ্যাক কালিস ক্যাচ নিতে পারেননি। যার ফলে সিঙ্গল নেওয়ার পর ডাবল নেওয়ার কল করেন ইরফান। অর্ধেক পথ আসার পর ইউসুফ তাঁকে ফিরে যাওয়ার ইশারা করেন। যতক্ষণে ইরফান নন স্ট্রাইকিং এন্ডে ফিরে যান, তার মধ্যে ডেল স্টেইন বল স্টাম্পে ছুইয়ে দেন। রান আউট হন ইরফান।

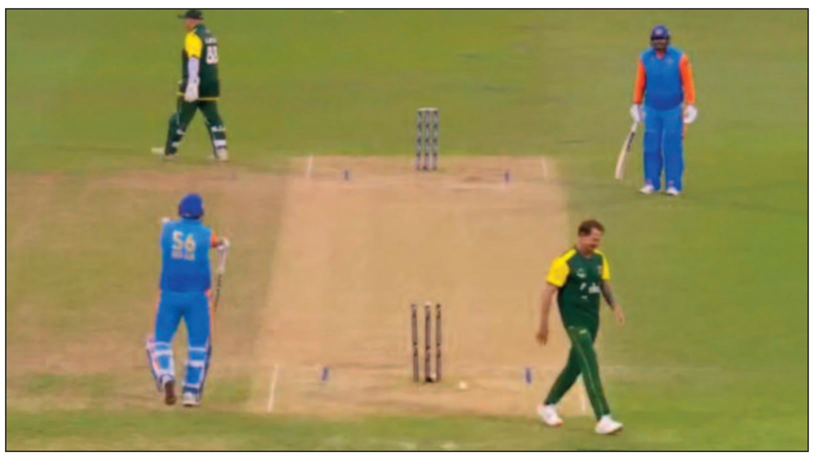

এরপরই তিনি রেগে যান। দাদাকে রাগে কিছু একটা বলেন। সেই ভিডিয়োই এখন ঘুরছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। দেশ-বিদেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের এই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দক্ষিণ আফ্রিকা চ্যাম্পিয়নের কাছে নিজেদের শেষ ম্যাচ হেরেছে ভারত চ্যাম্পিয়ন্স। তারপরও অবশ্য যুবরাজ সিংদের টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে যাওয়া আটকায়নি। নেট রান রেটের নিরিখে এগিয়ে থাকার কারণে পয়েন্ট টেবলের তিন নম্বরে থেকে শেষ চারের টিকিট পেয়েছে ভারত। এই টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে ওঠা ৪টি দল হল , ভারত, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান ও ইংল্যান্ড।

গম্ভীর হলেন কোচ, বিরাট কোহলির সঙ্গে আলোচনাই করল না বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিন দুয়েক আগে ভারতের নতুন হেড কোচ হয়েছেন গৌতম গম্ভীর। দু'বারের বিশ্বজয়ী গৌতম যখন ভারতের কোচ হতে পারেন শোনা যাচ্ছিল, সেই সময় থেকেই অনেকেই মনে করছিলেন তাঁর সঙ্গে বিরাট কোহলির ঝামেলা ভারতীয় টিমে দেখা যেতে পারে। ২০২৩ সালের আইপিএলের সময় বিরাট ও গম্ভীরের ঝামেলা ছিল হট টপিক। কেউ কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়েননি। এ বছর অবশ্য আইপিএলের সময় কোহলি ও গম্ভীরের সমীকরণ বদলে যায়। তাঁরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। হেসে কথা বলেন। বোঝা যায়, তাঁদের তিক্ত সম্পর্ক শেষ। ফলে গৌতম ভারতের হেড কোচ হলে বিরাটের সঙ্গে কোনও ঝামেলা হওয়ার কথা নয়। এ বার জানা গিয়েছে, গম্ভীরকে কোচ করার আগে বিরাটের সঙ্গে আলোচনাই করেনি বোর্ড।

আসলে টিমের কোচ বদল হওয়ার আগে সিনিয়র ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলোচনা করবে বোর্ড, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গৌতমের ক্ষেত্রে কেন বিরাটের সঙ্গে বোর্ড আলোচনা করল না, এই বিষয়টি নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। বোর্ডের এক কর্তা হিন্দুস্থান টাইমসকে বলেছেন, 'ওদের দু'জনের কাছে আলোচনার অনেক সময় রয়েছে। কিন্তু বোর্ডের আসল কাজ ছিল বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রাখা। কারণ আগামী কয়েক বছর প্রচুর প্রতিভাবান তরুণ ক্রিকেটাররা দলে সুযোগ পাবে। তাঁদের সঠিক পথে চালনা করার জন্য সঠিক ব্যক্তিকে প্রয়োজন ছিল।'

গৌতমের ক্ষুরধার মস্তিস্ক, আগ্রাসী মেজাজ এবং সঠিক পরিকল্পনা ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতি করবে। এ কথা বলছে ক্রিকেট মহল। বোর্ডও গৌতমের জয়ী মনোভাবকে কাজে লাগাতে চাইছে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাই কোচ করা হয়েছে গম্ভীরকে।

আনোয়ার আলিকে নিয়ে 'ডার্বি' শুরু ময়দানে!

রাতারাতি মোহনবাগান থেকে ইস্টবেঙ্গলে!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ময়দানে এখনও কান পাতলে শোনা যায় সাতের দশকের দলবদলের বহু উত্তেজক গল্প। গত শতাব্দী জুড়ে ছিল সে সব রোমাঞ্চকর কাহিনি। সময় বদলেছে। তাল মিলিয়ে বদলে গিয়েছে অনেক কিছুই। দলবদলের বাজারে ফুটবলার নেওয়ার পদ্ধতিতেও এসেছে বদল। গুঞ্জন, ফিসফাস আছে। কিন্তু ফুটবলার হাইজ্যাক করার মতো গল্প আর নেই। সেই সাতের দশক না হলেও তার খানিক রোমাঞ্চ ফিরল ময়দানে। অনেক দিন পর এক ফুটবলারকে নিয়ে রীতিমতো দড়ি টানাটানি থেকে টেক্কা দেওয়া, সবই চলল। শেষ পর্যন্ত জিতল কে? লাল-হলুদ না সবুজ-মেরুন? ময়দানে আলোচনা তুঙ্গে।

ইস্টবেঙ্গলের পোড় খাওয়া কর্তা দেবব্রত সরকার। দলবদলের সঙ্গে একটা সময় ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়েছিলেন নীতু। কৃশানু দে, বিকাশ পাঁজি জুটিকে লাল-হলুদে নিয়ে আসার অন্যতম কারিগর ছিলেন। সেই দেবব্রত সরকার আবার নামলেন ময়দানে। আর নেমেই ঘুরিয়ে দিলেন খেলা। ময়দানে এই মুহূর্তে সবচেয়ে চর্চিত নাম আনোয়ার আলি। মোহনবাগানের এই ডিফেন্ডারকে নিয়ে দড়ি টানাটানি চরমে। গতকাল পর্যন্ত আনোয়ার ছিলেন মোহনবাগানে। কিন্তু আজকের পর তাঁর স্ট্যাটাস? সেটা নিয়ে হাজারও প্রশ্ন। ইস্টবেঙ্গলে কি নাম লিখে ফেলেছেন? গত বছরই মোহনবাগানের হয়ে ৫ বছরের লোন চুক্তিতে সই করেছিলেন আনোয়ার আলি। বছর ঘুরতেই নতুন মোড়। দিল্লি এফসির কর্তা রঞ্জিত বাজাজের টুইট শোরগোল ফেলে দেয় ময়দানে। তাঁর দাবি, ১ বছরের পর লোন ট্রান্সফার আর কার্যকর হয় না। নতুন করে আবার চুক্তি করতে হয়। ফিফা এই নিয়ম ২০২২ সালে কার্যকর করলেও, এ দেশে এখনও তা চালু হয়নি। সেই যুক্তি অনুযায়ী মোহনবাগান নিজের জায়গায় ঠিক। তবে লোন ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আবার ফুটবলারের ভূমিকাও অনেকটা ফ্যাক্টর। তখন দেখতে হয়, চুক্তিতে টার্মিনেশন ক্লজ বা এক্সিট ক্লজ বলে কিছু আছে কিনা।

খোঁজ নিতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর খবর বেরিয়ে পড়েছে। আনোয়ারকে পেতে নাকি চণ্ডীগড় গিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার। আর সেখানেই পঞ্জাবি ফুটবলারকে একপ্রকার ফাইনাল করে ফেলে লাল-হলুদ। এমনও বলা হচ্ছে, ৫ বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে নাকি সই করে দিয়েছেন আনোয়ার আলি। আর তা হয়ে থাকলে আনোয়ারকে নিয়ে যে জল অনেক দূর গড়াবে, তা আন্দাজ করাই যায়।

আনোয়ার ইস্যুতে যে মোহনবাগান আইনি পথে হাঁটবে, দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তখন প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটিতে আনোয়ারের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। এ ক্ষেত্রে ফুটবলারের মত জানতে চাওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। আবার ইস্টবেঙ্গলও নিজেদের অবস্থান ছেড়ে সরবে না। মাঠের বাইরে আনোয়ারকে নিয়ে যে ডার্বি হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

দ্রাবিড়ের হটসিটে বসেই গৌতম গম্ভীর কোন বিদেশিকে কোচিং টিমে চাইছেন!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় টিমে গম্ভীর জমানা শুরু হতে চলেছে। রাহুল দ্রাবিড়ের হটসিটে বসেছেন গৌতম গম্ভীর। তিনি টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ হওয়ার আগে বোর্ডের কাছে শর্ত রেখেছিলেন, নিজের সাপোর্ট স্টাফ বেছে নেবেন। সেই মতো কেকেআরের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে ভারতীয় টিমে সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে চেয়েছেন গৌতি। শুধু তাই নয়, কেকেআরে তাঁর এক প্রাক্তন সতীর্থকেও ভারতের কোচিং স্টাফ হিসেবে চাইছেন গম্ভীর। কে তিনি?

প্রাক্তন ডাচ ক্রিকেটার রায়ান টেন দুশখাতেকে ভারতের কোচিং স্টাফ হিসেবে চাইছেন গৌতম গম্ভীর। বিসিসিআই ফিল্ডিং কোচ হিসেবে টি দিলীপকেই রাখতে চায় বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রায়ান টেন দুশখাতে যদি ভারতের কোচিং স্টাফের টিমে আসেন, তা হলে কোন দায়িত্ব পাবেন? কারণ কেকেআরের সহকারী কোচ ছিলেন অভিষেক নায়ার। গম্ভীর তাঁকেই ভারতীয় টিমে সহকারী কোচ হিসেবে চাইছেন। তা হলে রায়ান কোন দায়িত্ব পাবেন?

এখনও অবধি বোর্ড চূড়ান্ত করেনি গৌতমের প্রাক্তন নাইট সতীর্থকে ভারতীয় টিমের সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে নেবে কিনা। যদি তাঁকে নেওয়ার গ্রিন সিগন্যাল আগে বোর্ডের তরফে, তা হলে অভিষেককে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। গৌতমের সঙ্গে রায়ান টেন দুশখাতের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। তাঁরা কেকেআরে একসঙ্গে খেলেছেন। পরবর্তীতে গৌতম কেকেআরের মেন্টর হওয়ার পর রায়ান টেন দুশখাতেকে ফিল্ডিং কোচ হিসেবে কেকেআর নেয়। ফলে তাঁদের একটা আলাদা বন্ডিং রয়েছে। এ বার দেখার ভারতীয় টিমেও সেই বন্ডিং দেখা যায়

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**